উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৮ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 12 April 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 322

ভরসার শপথ

বিজেপির প্রধান সংকল্পগুলি

- অনুপ্রবেশ রুখতে সরকার গঠন হওয়ার **৪৫ দিনের মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জমি অধিগ্রহণ সমস্যার** সমাধান করা হবে
- **সমস্ত সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা** সুনিশ্চিত ভাবে মহার্ঘ্যভাতা পাবেন এবং ৭ম বেতন কমিশন চালু করা হবে
- **অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (Uniform civil code) বাস্তবায়ন করা** হবে এবং ধর্মাচরণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হবে
- তৃণমূলের ১৫ বছরের **দুর্নীতি আর অপশাসনের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হবে। সিন্ডিকেট রাজ এবং কাটমানির বিরুদ্ধে** কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে
- মহিলারা প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা পাবেন এবং নারী স্বশক্তিকরণের ফলে **৭৫ লক্ষ নারী হবেন 'লাখপতি দিদি'। সরকারি চাকরিতে নারীদের জন্য ৩৩% সংরক্ষণ** থাকবে
- রাজ্যের সমস্ত **সরকারি বাসে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা** সুনিশ্চিত করা হবে
- **স্নাতকে ভর্তি** হওয়ার সময় ছাত্রীদের এককালীন **৫০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হবে
- **গর্ভবতী মহিলাদের ২১,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা** এবং ৬টি পুষ্টি সরঞ্জামের কিট প্রদান করা হবে
- মহিলা সুরক্ষার **জন্য দুর্গা** স্কোয়াড নামে **মহিলা পুলিশ ব্যাটেলিয়ন** তৈরি হবে। রাজ্য পুলিশ বাহিনীতে দুটি বিশেষ মহিলা ব্যাটেলিয়ন তৈরি করা হবে
- **সিঙ্গুরে তৈরি হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক,** হলদিয়া বন্দর নীল **ইকোনমির মেরুদন্ড** হয়ে উঠবে এবং এক নতুন জাতীয় সড়কের মাধ্যমে **দার্জিলিং ও সুন্দরবনের মধ্যে সরাসরি সংযোগ** স্থাপন হবে
- মাইক্রোফিনান্স সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করতে অপারক ব্যক্তিদের **১ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হবে
- ৫ বছরের মধ্যে **১ কোটি নতুন কর্মসংস্থান** হবে, ২০২৬ এর ডিসেম্বরের মধ্যে **সমস্ত সরকারি শূন্যপদ পূরণ** এবং যুবদের **প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হবে
- স্টার্টআপের জন্য **৫ লক্ষ যুবদের ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আর্থিক** সহায়তা প্রদান করা হবে
- প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনার আওতায় রাজ্যের কৃষকদের **৯,০০০ টাকার আর্থিক সহায়তা** প্রদান করা হবে। ধান,আলু ও আম চাষের জন্য সাহায্য করা হবে এবং ধানের **ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করে ৩,১০০ টাকা** করা হবে
- রাজ্যের **প্রতিটি মৎস্যজীবীকে প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে** নথিভুক্ত করা হবে এবং রাজ্যকে প্রধান মৎস্য রপ্তানি কেন্দ্রে পরিণত করা হবে
- আয়ুষ্মান ভারতের আওতায় বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাওয়া যাবে
- ধর্মীয় পর্যটনকে নতুন মাত্রা দিতে রাজ্যে তৈরী হবে **শক্তিপীঠ সার্কিট ও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সার্কিট**
- একটি **বন্দে মাতরম্ সংগ্রহশালা** গড়ে তোলা হবে এবং কলকাতা পাবে **ইউনেস্কো লিভিং হেরিটেজ সিটির** তকমা
- উত্তরবঙ্গে স্থাপন করা হবে AIIMS, IIT এবং IIM জরাজীর্ণ ও **পুরনো চা বাগানগুলিকে চাঙ্গা করতে** পুনঃরোপণ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে
- ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে **কুড়মালি ও রাজবংশী ভাষা** অন্তর্ভুক্ত করা হবে

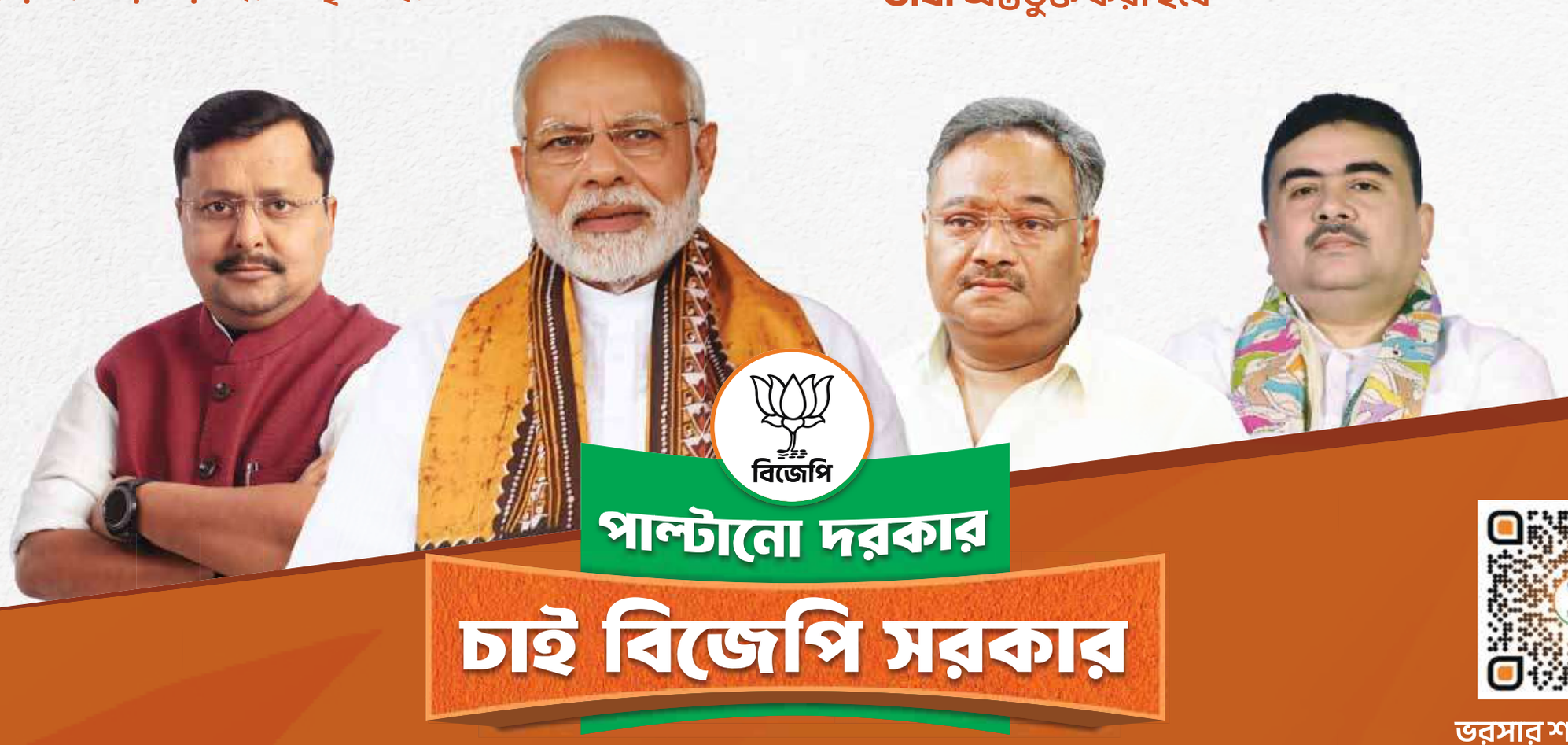

বিজেপি

পাল্টানো দরকার

চাই বিজেপি সরকার

ভরসার শপথের জন্য কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

ভারতীয় জনতা পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা প্রকাশিত

ভয় OUT ভরসা IN BJP কে ভোট দিন

ঝুঁকিহীন রিটার্ন পেতে আস্থা রাখুন ডাকঘরে

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

শেয়ার বাজার ও মিউচুয়াল ফান্ডের রমরমা চললেও এখনও বিন্দুমাত্র আকর্ষণ কমেনি ডাকঘরের বিভিন্ন প্রকল্পের। এই সকল প্রকল্পে লগ্নিতে যেমন ঝুঁকি নেই, তেমনই আকর্ষণীয় সুদও পাওয়া যায়। জোড়া এই সুবিধার কারণে এখনও ডাকঘরের বিভিন্ন প্রকল্পে লগ্নি করছেন লগ্নিকারীরা। যাঁদের বয়স বেশি বা যাঁরা ঝুঁকি নিতে চান না তাঁদের জন্য ডাকঘরের বিভিন্ন প্রকল্প আদর্শ হতে পারে। যাঁদের বয়স কম বা যাঁরা ঝুঁকি নিতে চাইছেন, তাঁরাও পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য আনতে মোট লগ্নির ২০-৩০ শতাংশ ডাকঘরের বিভিন্ন প্রকল্পে লগ্নি করতে পারেন। এখানে আয় নির্দিষ্ট হলেও বর্তমান অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থায় তা রক্ষাকবচ হয়ে উঠতে পারে।

ডাকঘরের বিভিন্ন প্রকল্প

ডাকঘর খুচরো লগ্নিকারীদের জন্য একাধিক প্রকল্প এনেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— মাসিক আয় প্রকল্প, কিষান বিকাশ পত্র, জাতীয় সঞ্চয় পত্র, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা, সিনিয়ার সিটিজেন সেভিংস স্কিম, পিপিএফ ইত্যাদি। এছাড়াও সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা বা রেকারিং/ফিক্সড ডিপোজিটেরও সুবিধা দেয় ডাকঘর।

সেভিংস অ্যাকাউন্ট

ব্যাংকের মতো ডাকঘরেও সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- কেবল একটি অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।
- এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে স্থানান্তর করা যায়।
- চেকবিহীন অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ৫০ টাকা জমা রাখতেই হবে।
- অ্যাকাউন্টে প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য তবে টিডিএস কাটা হয় না।

রেকারিং ডিপোজিট

যাঁরা ঝুঁকি নিতে চান না তাঁদের জন্য সেরা সঞ্চয় প্রকল্প হল রেকারিং ডিপোজিট (আরডি)। বর্তমানে পোস্ট অফিসে রেকারিং ডিপোজিটে সুদের হার ৬.৭ শতাংশ। প্রতি ত্রৈমাসিকে এই সুদের হার পরিবর্তিত হতে পারে। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- ভারতের প্রত্যেক নাগরিক এই অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।
- পোস্ট অফিসে আরডি করলে ৫ বছর টাকা জমা দিতেই হবে। চাইলে মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।
- জরুরি প্রয়োজনে আরডি অ্যাকাউন্টে ঋণের সুবিধাও পাওয়া যায়।
- মাত্র ১০০ টাকা দিয়েই আরডি অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। কোনও সর্বোচ্চ সীমা নেই।
- একজন ব্যক্তি একাধিক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। জয়েন্ট অ্যাকাউন্টও খোলা যায়।
- আগাম টাকা জমা করলে রিবেট পাওয়া যায়।

পিপিএফ

ঝুঁকি না নিয়েও কোটিপতি হতে চান? তবে আপনার জন্য সেরা সরকারি প্রকল্প হতে পারে পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড বা পিপিএফ। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ, কর ছাড়ের সুবিধা, আকর্ষণীয় সুদের হার, সরকারি নিরাপত্তা সহ একাধিক কারণে পিপিএফ এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্প হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্পের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জেনে নেওয়া যাক-

- দেশে বসবাসকারী যে কোনও ভারতীয় নাগরিক পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। নাবালক সন্তানের জন্যও এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।
- ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়। এখন অনলাইনেও অ্যাকাউন্ট খোলার সুবিধা দিচ্ছে বিভিন্ন ব্যাংক।
- কোনও ব্যক্তি একটিই পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।
- বছরে ন্যূনতম ৫০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা করা যায়।
- এই প্রকল্পের লক-ইন পিরিয়ড ১৫ বছর। পরে তা বাড়ানো যায়।
- শর্তসাপেক্ষে ৫ বছর পর এই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা যায়।
- অ্যাকাউন্টটি পোস্ট অফিসের অন্য কোনও শাখা বা অন্যান্য ব্যাংকেও স্থানান্তরিত করা যায়।

জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প

ডাকঘরের আরেক আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প হল জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্প (এনএসসি)। ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষের জানুয়ারি-মার্চ কোয়ার্টারে এই প্রকল্পে সুদের হার ৭.৭ শতাংশ। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- যে কোনও প্রাপ্ত বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক এনএসসি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।
- ন্যূনতম বিনিয়োগ ১০০০ টাকা। কোনও উর্ধ্বসীমা নেই।
- এই প্রকল্পের লক-ইন পিরিয়ড ৫ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে আগে তোলা যায়।
- এই প্রকল্পে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় পাওয়া যায়।

> পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য আনতে মোট লগ্নির ২০-৩০ শতাংশ ডাকঘরের বিভিন্ন প্রকল্পে লগ্নি করতে পারেন। এখানে আয় নির্দিষ্ট হলেও বর্তমান অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থায় তা রক্ষা কবচ হয়ে উঠতে পারে।

- এনএসসি'তে সুদের হার নির্দিষ্ট।

মাসিক আয় প্রকল্প

এটি এমন একটি প্রকল্প যেখানে এককালীন বিনিয়োগ করলে নিশ্চিত এবং নির্দিষ্ট মাসিক আয় করা যায়। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- একক বা যৌথভাবে অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।
- একক অ্যাকাউন্টে ৯ লক্ষ এবং যৌথ অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা জমা রাখা যায়।
- ন্যূনতম জমা ১০০০ টাকা।
- এর মেয়াদ ৫ বছর। তারপর এর নবীকরণ করা যায়।
- ১-৩ বছরের মধ্যে তুলে নিলে ২ শতাংশ এবং ৩-৪ বছরের মধ্যে তুলে নিলে ১ শতাংশ জরিমানা দিতে হয়।
- প্রাপ্ত সুদ কর যোগ্য, তবে কোনও টিডিএস কাটা হয় না।

টাইম ডিপোজিট

ব্যাংকের মতো বিভিন্ন মেয়াদে টাইম ডিপোজিট প্রকল্প রয়েছে ডাকঘরেও। এর বৈশিষ্ট্য হল—

- সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা জমা রাখা যায়। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা নেই।
- একক বা যৌথ অ্যাকাউন্টে টাইম ডিপোজিট করা যায়।
- ডাকঘরের এক শাখা থেকে আরেক শাখায় স্থানান্তরিত করা যায়।
- নবীকরণ করা যায়।
- ৫ বছরের মেয়াদে টাইম ডিপোজিটে বিনিয়োগে কর ছাড় পাওয়া যায়।

কিষান বিকাশ পত্র

পোস্ট অফিসের অন্যতম জনপ্রিয় প্রকল্প হল কিষান বিকাশ পত্র (কেভিপি)। এর বৈশিষ্ট্য হল—

- চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়া যায়।
- ন্যূনতম ১০০০ টাকা লগ্নি করা যায়। বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা নেই।
- প্রতি ১১৫ মাসে লগ্নি দ্বিগুণ হয়।
- কর ছাড় নেই। প্রাপ্ত সুদ করযোগ্য।

প্রবীণ নাগরিক সঞ্চয় প্রকল্প

প্রবীণ নাগরিকদের অবসর জীবনের জন্য অন্যতম সেরা প্রকল্প হল প্রবীণ নাগরিক সঞ্চয় প্রকল্প। এর বৈশিষ্ট্য হল—

- ৬০ বছর বা ৫৫ বছর পর স্বেচ্ছা অবসর নিলে এই অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।
- বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা হল ৩০ লক্ষ টাকা।
- নিজের এবং জীবনসঙ্গীর নামে যৌথ ভাবেও অ্যাকাউন্ট খোলা যায়।
- মেয়াদ ৫ বছর। তারপর তিন বছর মেয়াদে একাধিক বার নবীকরণ করা যায়।
- বিনিয়োগে কর ছাড় পাওয়া যায়।
- বছরে সুদ ১০ হাজার টাকার বেশি হলে টিডিএস কাটা হয়।

সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা

কন্যা শিশুদের জন্য এটি অন্যতম সেরা প্রকল্প। এর বৈশিষ্ট্য হল—

- চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়া যায়।
- বছরে সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করা যায়।
- ১৫ বছর পর্যন্ত প্রতি বছর ন্যূনতম অর্থ জমা করতেই হবে।
- অ্যাকাউন্ট খোলার ২১ বছর পূর্ণ হলে অথবা কন্যাসন্তানের ১৮ বছর বয়স হলে বিনিয়োগ তোলা যাবে।
- একটি কন্যাসন্তানের জন্য একটি অ্যাকাউন্টই খোলা যায়।
- বিনিয়োগে কর ছাড় পাওয়া যায়।
- ১৫ বছর ন্যূনতম অর্থ জমা না করলে জরিমানা দিতে হয়।

সুদের হার

ডাকঘরে সুদের হার প্রতি ত্রৈমাসিকে পর্যালোচনা করে স্থির করা হয়। এখন লগ্নি করলে বর্তমান সুদের হারটিই স্থির হয়ে যাবে। তবে পিপিএফ এবং সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনার ক্ষেত্রে সুদের হার পরিবর্তনশীল।

বর্তমানে পোস্ট অফিসে সুদের হার

প্রকল্প	সুদের হার (%)
১) সেভিংস	৪.০
২) রেকারিং ডিপোজিট (৫ বছর)	৬.৭
৩) টাইম ডিপোজিট (১ বছর)	৬.৯
৪) টাইম ডিপোজিট (২ বছর)	৭.০
৫) টাইম ডিপোজিট (৩ বছর)	৭.১
৬) টাইম ডিপোজিট (৫ বছর)	৭.৫
৭) মাসিক আয় প্রকল্প	৭.৪
৮) সিনিয়ার সিটিজেন সেভিংস স্কিম	৮.২
৯) পিপিএফ	৭.১
১০) সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা	৮.২
১১) কিষান বিকাশ পত্র	৭.৫
১২) জাতীয় সঞ্চয় পত্র	৭.৭

ট্র্যাকে ফিরল ভারতীয় বাজার

বোধিসত্ত্ব খান

সাময়িক স্বস্তি! যুদ্ধবিরতির ঘোষণা আমেরিকা এবং ইরানের। যে নিফটি ৫০ একসময় কেবলমাত্র ২০২৬-এর প্রথম কয়েক মাসে ১৪.৫ শতাংশের কাছাকাছি পতন দেখে ফেলেছিল, বিগত সপ্তাহে ৫.৮৯ শতাংশ উত্থান দেখেছে। মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে ২০০০ পয়েন্টের উত্থান দেখেছে নিম্নস্তর থেকে। ব্যাংক নিফটি বিগত এক সপ্তাহে উত্থান দেখেছে ৮.৪৭ শতাংশ। যুদ্ধ এবং ক্রুড অয়েলের ক্রমবর্ধমান দামের কারণে পড়ে পড়ে মার খাওয়া নিফটি অটো দারুণভাবে ফিরে এসেছে।

বিগত সপ্তাহে এই সূচকটি ১০.৫৯ শতাংশের বৃদ্ধি দেখেছে। যে ক্রুড অয়েল একসময় ১১০ ডলার প্রতি ব্যারেলের ওপর ট্রেড করছিল তা নেমে এসেছে ৯৭ ডলারের নীচে। যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পর সোনা-রুপোর দরে কিছুটা হলেও উত্থান এসেছে। ভারতীয় বাজারে যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছুঁয়ে যায় তার মধ্যে রয়েছে আদানি এনার্জি সলিউশন, লেন্সকার্ট, সোনা বিএলডব্লিউ, এথার এনার্জি, কামিন্স ইন্ডিয়া, হিতাচি এনার্জি, হোনাসা, এবিবি ইন্ডিয়া, টাইটান, বিএসই লিমিটেড, এমসিএক্স প্রভৃতি। অর্থাৎ ক্যাপিটাল গুডস কোম্পানিগুলি এর ফলে নতুন করে উৎসাহ খুঁজে পেয়েছে বলা যেতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবশ্য স্ট্রেট অফ হরমুজ দিয়ে তেলবাহী জাহাজগুলিকে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া। তাছাড়া রাশিয়া-ইউক্রেনও এর পাশাপাশি যুদ্ধবিরতির কথা ঘোষণা করেছে। ইজরায়েল, লেবানন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা করবে আমেরিকাতে।

পৃথিবীতে একসঙ্গে চলা এতগুলি যুদ্ধ কুরে-কুরে খাচ্ছিল বিশ্ব অর্থনীতিকে। সেটা কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হওয়ায় একটু শান্তি পেলেন বিনিয়োগকারীরা, এটা বলা যেতে পারে। তবে ভারতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিয়মিত হারে বিক্রি চিন্তায় রাখছে বাজারকে। মার্চ ২০২৬-এ এফআইআইরা মোট ১২২৫৪০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে চলে গিয়েছেন। যা বিগত আড়াই বছরে সর্বোচ্চ। এপ্রিল ২০২৬-এ এখনও অবধি তারা ৩৮৯৭২.৬৩ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে দিয়েছে। এর ফলে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং টাকা দুর্বল হচ্ছে। ক্রুড অয়েলের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় তেল কোম্পানিগুলিও অতিরিক্ত ডলারের চাহিদা তৈরি করছে।

অবশেষে যুদ্ধবিরতি

এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পার হয়ে গেল। এবার বাজারের নজর থাকবে বিভিন্ন কোম্পানির মার্চ কোয়ার্টারের ফলাফলের ওপর। বিগত সপ্তাহে টিসিএসের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এদের মার্চ ২০২৬ কোয়ার্টারে লাভ দাঁড়িয়েছে ১৩৭৮৪ কোটি টাকা। যা বিগত বছরের মার্চ কোয়ার্টারের ১২২৯৩ কোটি টাকা থেকে প্রায় ১২ শতাংশ বেশি। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার পরই এর শেয়ারদর ২.৫০ শতাংশ নীচে নেমেছে। কেবলমাত্র ২০২৬-এ টিসিএস ২১.২৭ শতাংশ পতন দেখেছে। ফলাফল ভালো হলেও এর চড়া দাম, এফআইআই বিক্রি, এআই-এর ভীতি, প্রায় ২০ হাজারের বেশি কর্মী ছাঁটাই—এসব কিছু বিনিয়োগকারীদের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করেছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সামনের সপ্তাহে আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইনসুরেন্স, আইসিআইসিআই এএমসি, স্বরাজ ইঞ্জিন, এইচডিবি ফিন্যান্সিয়াল, তেজস নেটওয়ার্ক, উইপ্রো, এইচডিএফসি লাইফ, এঞ্জেল ওয়ান, ক্রিসিল প্রভৃতি কোম্পানির ফলাফল প্রকাশিত হবে। ইরান-আমেরিকার যে আলোচনা শুরু হতে চলেছে, তা ফলপ্রসূ হলে তো কথাই নেই। কিন্তু এটা মেনে নেওয়া মুশকিল যে, দুই পক্ষ মাত্র একটি আলোচনার মাধ্যমে সবকিছু মেনে নেবে। ইরান প্রকাশ্যেই বলেছে যে, এর আগের আলোচনাগুলি চলার মাঝে আমেরিকা তাদের প্রতিনিধিদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সোমবার কী হবে বাজারে তা কিন্তু নির্ভর করছে এই আলোচনার ওপর।

বিগত সপ্তাহে বিভিন্ন শেয়ার দারুণ উত্থান দেখেছে বটে, তবে ইতিহাস সাক্ষ্য যে, অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে তা দারুণ গতি নিয়ে নীচে নামতে দ্বিধাবোধও করে না। তেলের দাম কমার ওপর কিন্তু ভারতে মূল্যবৃদ্ধি নির্ভর করছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন।

লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটাল ভারতীয় শেয়ার বাজার। চলতি সপ্তাহে পাঁচদিনের লেনদেনে সেনসেক্স ৪২৩০.৭ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ৭৭৫৫০.২৫ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ১৩৩৭.৫০ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২৪০৫০.৬০ পয়েন্টে। দীর্ঘ কয়েক মাস পর এক সপ্তাহে এত বড় উত্থানের সাক্ষী থাকল ভারতীয় শেয়ার বাজার। প্রাথমিক বিপদ অনেকটা কেটে গেলেও এখনই বুল রান শুরু হবে, তা বলার সময় আসেনি। তাই বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। লগ্নির প্রাথমিক বিষয়গুলিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে। গুণগত মানে ভালো সংস্থার শেয়ার নির্বাচন করার পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্ধারণও একান্ত জরুরি। দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ধাপে ধাপে লগ্নি করলে ভবিষ্যতে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে।

শেয়ার বাজারের এই প্রত্যাবর্তনে বড় ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা-ইরান যুদ্ধবিরতি। ১৫ দিনের যুদ্ধবিরতিতে দুই পক্ষের আলোচনা হবে। এই আলোচনা সদর্থক হলে আরও বড় উত্থান হতে পারে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটির। হরমুজ প্রণালী নিয়ে জট কাটার আশায় বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলারের নীচে নেমে এসেছে। মার্চে অশোধিত তেলের দাম ১০০ ডলার পেরিয়েছিল। ২০২২-এ রাশিয়ার ইউক্রেন অভিযানের পর এই প্রথম অশোধিত তেলের দাম এত বেড়েছিল। তেলের দাম কমতেই বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়ার আশা বেড়েছে। তার সরাসরি প্রভাব পড়েছে শেয়ার বাজারে। বড় উত্থান হয়েছে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে। সেই প্রভাব পড়েছে এদেশে। এর পাশাপাশি মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধিও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে শেয়ার বাজারে। সম্প্রতি এক ডলারের দাম ৯৫ টাকা পেরিয়ে গিয়েছিল। তা এখন কমে ৯২ টাকা ৭৩ পয়সায় নেমে এসেছে।

শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়ালেও এখনই পরিস্থিতি অনুকূলে বলার সময় আসেনি। আমেরিকা-ইরান আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে ফের ধস নামতে পারে শেয়ার বাজারে। বিগত ২৭টি লেনদেনের দিনে শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। তারা ক্রেতার ভূমিকায় না ফিরলে বাজারে অস্থিরতা চলবে। ইন্ডিয়া ভিক্স সূচক এখনও ১৮.৮৫-এ রয়েছে। ২৬-২৭ থেকে নামলেও বাজারে যে অস্থিরতা রয়েছে তা এই সূচকই বলে দিচ্ছে। তাই সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। যে কোনও ভুল সিদ্ধান্ত বড় লোকসানের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

চলতি সপ্তাহে ঋণনীতি ঘোষণা করেছে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। প্রত্যাশা মতোই রেপো রেট (৫.২৫ শতাংশ) অপরিবর্তিত রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর পাশাপাশি ২০২৬-২৭-এর জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৯ শতাংশ হতে পারে বলে পূর্বাভাসও দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি অর্থবর্ষে মূল্যবৃদ্ধির পূর্বাভাস ৪.৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪.৬ শতাংশও করা হয়েছে।

অন্যদিকে টানা পতনের পর ঘুরে দাঁড়িয়েছে সোনা-রুপোর দামও। তবে ফের সংশোধন হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দামেও।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **ডিএলএফ :** বর্তমান মূল্য-৫৬৯.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৮৬/৪৮৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫২০-৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪০৯৯৩, টার্গেট-৭২৫।
- **জিন্দাল স্টিল :** বর্তমান মূল্য-১২১৪.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৮৫/৯৩৫, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১১৫০-১২০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯৭০৭৩, টার্গেট-১৪৫০।
- **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৩৯৯.৩৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪১৮/৩৪২, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৮০-৩৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৭৬০৫, টার্গেট-৪৬০।
- **এল অ্যান্ড টি ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-২৭৮.৪৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২৯/১৫৪, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-২৫০-২৬৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৯৭৩৮, টার্গেট-৩৪০।
- **অরবিন্দ ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-১৩৪৯.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৩৬৩/১০১৬, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-১২৫০-১৩২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৮৩৭৩, টার্গেট-১৪৮০।
- **ডিসিবি ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১৮৮.৫১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৪/১১৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৭০-১৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬০৬৮, টার্গেট-২৩০।
- **এনসিসি :** বর্তমান মূল্য-১৫৩.০৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২৪২/১৩০, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৪০-১৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৬১০, টার্গেট-২৫০।

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞেরমতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

দেরি করাটা আমাদের মজ্জাগত; আর সেই কারণেই বোধহয় 'বাঙালির টাইম'-এর কোনও দাম নেই। তবে ভালোমন্দের মিশেলে 'দেরি' আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে।
বিলম্ব

১৩ থেকে ১৫-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভোটাধিকার মৌলিক অধিকার নয় ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২০ সর্বনিম্ন	২৮° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন

২ বছরের মধ্যেই চাঁদে ঘাঁটি নাসার ১১

মনোনয়ন বাতিল করার চেষ্টা হয়েছিল
কমিশনকে তোপ মমতার ৩

শিলিগুড়ি ২৮ চৈত্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 12 April 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 322

পাহাড়ের বাঁক থেকে ডুয়ার্সের চা বাগান, উত্তরের পথেপ্রান্তরে এখন রাজনীতির তপ্ত শ্বাস।
জনতা জনার্দন ভাবছেটা কী? ভোটের হাওয়া বুঝতে পথে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ফুলের বৃষ্টিতে মোদি-বরণ

বাগডোগরায় নরেন্দ্র মোদির রোড শো। শনিবার।

নীতেশ বর্মন ও খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১১ এপ্রিল : তখন সবে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকে। বাগডোগরা বিহার মোড়ে গাড়ি থেকে তিনি নামলেন, হাঁটলেন কিছুক্ষণ। ঢাক-কাঁসর আর শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হল গোটা এলাকা। রাস্তার দু'পাশ থেকে মানুষ ফুল ছুড়ছেন তাঁর দিকে। চারদিকে কয়েক হাজার মানুষের 'মোদি, মোদি' চিৎকারে কান পাতা দায়। হাজার হাজার মোবাইল তাঁর দিকে তাক করা। মুহুর্মুহু ফ্ল্যাশের ঝলক। শনিবার বাগডোগরা এলাকা এমনই কিছু মুহূর্তের সাক্ষী রইল। এশিয়ান হাইওয়ে ২-তে বিহার মোড়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রোড শো দেখতে কার্যত জনপ্লাবন দেখা গেল। এবারের বিধানসভা ভোটে এটিই মোদির প্রথম রোড শো। প্রধানমন্ত্রী এদিন নিউ চামটার একটি বেসরকারি রিসর্টে রাত্রিযাপন করেন।

বিহার মোড়ে কনভয় থেকে নেমে ৫০ মিটারের মতো হেঁটেছেন তিনি। তারপর গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকেন। ধীরে ধীরে এগোতে থাকে তাঁর কনভয়। বিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে, জনোচ্ছ্বাস ছিল। অল্প সময়ে অনেকটা রাস্তা যেতে হবে বলে তিনি গাড়ির পাদানিতে দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছেন। একসময় দুটো অ্যাম্বুল্যান্স চলে আসায় প্রধানমন্ত্রীর কনভয় রাস্তা ছেড়ে দেয়।

শুধু রাস্তার দুই পাশে নয়, দুই পাশের ভবনগুলির ওপর থেকে অনেকেই প্রধানমন্ত্রীকে দেখার অধীর আগ্রহে ছিলেন। তাঁদের দিকেও হাত নাড়েন তিনি। বিজেপির সক্রিয় নেতা-কর্মীরা তো ছিলেনই, তার বাইরে অনেকে শুধু মোদিকে দেখতেই ব্যারিকেডের ওপারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিলেন। উড়ালপুলের নীচে হওয়ায় চড়া রোদ থেকে রেহাই পেয়েছেন তাঁরা।

এদিন দুপুর থেকে ব্যারিকেডের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁসর বাজাচ্ছিলেন ষাটোর্ধ্ব ছবিতা দাস। ছবিতার বক্তব্য, 'ভগবানকে দেখতে এসেছি। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের জানি না। আমার কাছে মোদিই ভগবান।'

দলীয় কর্মীদের হাতে হাতে দেওয়া হয়েছিল প্রায় ৩০ কেজি ফুল। এরপর দশের পাতায়

চৈত্রের বেখেয়াল ও দোলাচলে ভোটাধিকার

ভোটের হাওয়া

গৌতম সরকার

দহন পথ হারিয়েছে। চৈত্র শেষেও সকাল-সন্ধ্যায় মৃদুমন্দ বাতাস। মাথার ওপর সূর্য উঠলেও কষ্টের অনুভূতি কম। ঝরা পাতা, শুকনো পাতা উধাও হয়ে গিয়েছে। রুক্ষতার লেশ মাত্র নেই কোথাও। বরং বসন্তের বর্ষণে মাঠঘাট, গাছপালা সবুজে ঢাকা। এমন চৈত্র শেষ কে কবে দেখেছে, কে জানে! এমন নির্বাচনেরই বা কে কবে সাক্ষী হয়েছে! প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষের জীবনেও আশানিরাশার দোলাচল।

ভোটবাড়ির আলুচাষি অমূল্য বর্মন হাত ধরে নিয়ে গেলেন রাস্তার পাশের জমিতে। কিছু আলু লালবস্তায় বন্দি হয়ে মাঠে পড়ে। পাশে কিছু আলু ডাঁই করে রাখা। নষ্ট, পচা। চৈত্রের বৃষ্টি পথে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছে অমূল্যের মতো অনেক কৃষককে। হাহাকার করে ওঠেন অমূল্যের স্ত্রী। গলায় কণ্ঠির মালা। 'কী দোষ কইরলাম মুই হে কৃষ্ণ।' তিনি জানালেন, ফলন ভালোই হয়েছিল। বৃষ্টির মার শেষ করে দিয়েছে মাঠের আলুকে। অমূল্য হিসেব করে বোঝালেন ক্ষতির পরিমাণ।

এক বিঘা জমির আলু এখন ট্রাক প্রতি ২৫ হাজার টাকার ওপর দাম বলেন না কেউ। তাতে 'বীজের খরচটাও উঠিবে না এলা। ভোটের কাতা কন! ভোট দিয়া মোর জীবন চলিবে!' বিপরীতে উছলপুকুরির নগেন দাস কিঞ্চিৎ আশাবাদী। হাত দিয়ে দেখালেন চারপাশ সবুজ হয়ে মাথা তুলেছে ভুট্টার আবাদ। আকাশের দিকে হাতজোড় করে নগেন বলেন, 'ভগবান পুরা মাইর দ্যায় নাই।'

সেই আশানিরাশার দোলা। আলুর ক্ষতি যদি কিছু হলেও ভুট্টাতে পুষিয়ে দেয় ভগবান! ভোটও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে অনিশ্চয়তা। পেটের ভাতের, জীবিকার, শান্তিতে বসবাসের অনিশ্চয়তা। বেরিয়েছিলাম কোথায় কোন দলের শক্তি বেশি, কোন অঙ্কে কোথায় কীভাবে ভোট হবে, মানুষ ভোট নিয়ে কী ভাবছেন জানতে। সেসব ছাপিয়ে উত্তরবঙ্গের পথে পথে শুধু আলুর গল্প। যেসব গল্প খবরের কাগজে, টিভিতে এতদিনে বাসি হয়ে গিয়েছে।

ভোটবাড়িতে ভুট্টাখেতের পাশে ডাঁই করে রাখা আলু।

বাসি হয়নি শুধু মানুষের মনের ক্ষত। দেওয়ানহাট থেকে জিরানপুর, বলরামপুর হয়ে তুফানগঞ্জের রাস্তাটার অধিকাংশ জায়গা ঝাঁ চকচকে। আমার গাড়ির সারথি বলছিলেন, ফালাকাটা-ধূপগুড়ি সড়কও এত চওড়া নয়। উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত রাস্তায় এখন গড়গড়িয়ে গাড়ি চলে। তাতে কী মশাই- পালটা প্রশ্ন করলেন দেওচড়াইয়ের এক দোকানদার। এরপর দশের পাতায়

দার্জিলিং জমজমাট। ম্যালে খোশমেজাজে পর্যটকরা। শনিবার। -সংবাদচিত্র

উপেক্ষিত পাহাড়ে মৌন বিদ্রোহ

ভোটের হাওয়া

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পাহাড়ের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে দু'দিন কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু কোথাও একটা মিছিল দেখলাম না, স্লোগান শুনলাম না। শনিবার বিকেলে বাগডোগরায় যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পদ্ম প্রতীক নেড়ে নেড়ে ভোট প্রচার করছিলেন, দার্জিলিং তখন ঘন কুয়াশায় ঢাকা। ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে শীতের কামড় আরও তীব্র হচ্ছিল। তবে কোথাও ভোটের বিন্দুমাত্র আভাস নেই। পাহাড় যেন ধ্যানস্থ যোগীর মতো স্তব্ধ। কার্সিয়াং থেকে দার্জিলিং, ধূসর মেঘেদের আনাগোনায় কোথাও কোনও রাজনৈতিক দলের ঝান্ডা, ব্যানার, ফেস্টুন নেই, নেই মিছিলের সেই চেনা উন্মাদনা। যে পাহাড় একসময় রাজনৈতিক আন্দোলনে গর্জে উঠত, সেখানে ভোট নিয়ে এক অদ্ভুত গুমোট আবহাওয়া। ম্যাল বা চকবাজারের ভিড়ে পর্যটকদের কোলাহল থাকলেও, স্থানীয় মানুষের মুখে রাজনীতির নামগন্ধ নেই। সমতলে জনপদ যখন ভোটের উত্তাপে ফুটছে, তখন পাহাড়ের আশ্চর্য নিস্তব্ধতা যেন দীর্ঘস্থায়ী বঞ্চনার নীরব প্রতিবাদ।

কেন এই মৌনতা তার আভাস দিলেন প্রবীণ বাসিন্দা নিমা তামাং। সোনাদার কাছে আট মাইলে ছোট্ট হোটেল চালান নিমা। ভোটের কথা বলতে গিয়ে তাঁর আক্ষেপ, 'গোর্খাল্যান্ডের নামে সব দলই যে ভাঁওতা দিচ্ছে সেটা মোটামুটি স্পষ্ট। পাট্টা, পর্যটনের উন্নয়ন এসব এরপর দশের পাতায়

এআই ভিডিও নয়, কবুল হুমায়ুনের

বহরমপুর, ১১ এপ্রিল : উনিশ মিনিটের ভিডিও। আর সেই ভিডিও ঘিরেই গত দু'দিন ধরে তোলপাড় বঙ্গ রাজনীতি। ভিডিওটির কেন্দ্রবিন্দুতে যিনি, সেই হুমায়ুন কবীর প্রথমদিনই দাবি করেছিলেন, সেটি এআই দিয়ে তৈরি করা। ৪৮ ঘণ্টা পেরোতেই অবশ্য ভোল বদল। শনিবার বহরমপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে হুমায়ুন স্বীকার করে নিলেন, ভিডিওটি আসলে ১৯ মিনিটের নয়, মোট ৫১ মিনিটের। তৃণমূলের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে এবার পুরো ভিডিওটি সামনে আনার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন ভরতপুরের বিদায়ি বিধায়ক।

হুমায়ুনের বিস্ফোরক অভিযোগ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই শিলিগুড়ি থেকে এক ব্যক্তিকে মহারাজ বা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন দিল্লির এক হিন্দিভাষী সাংবাদিক। তাঁরাই কথার জালে ফাঁসিয়ে স্টিং ভিডিওটি বানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'যে নাটকীয় মিথ্যা ভিডিওটি ছড়ানো হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নয়। ওরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে কেবলমাত্র ১৯ মিনিট ১৪ সেকেন্ডের একটি ক্লিপিং দেখিয়েছে। কিন্তু আমার কাছে ওই ঘটনার পুরো ৫১ মিনিটেরও বেশি সময়ের সম্পূর্ণ অরিজিনাল ভিডিও রয়েছে।'

বিজেপির সঙ্গে হুমায়ুনের ১০০০ কোটি টাকার চুক্তির অভিযোগ তুলে ভিডিওটি সামনে এনেছিল তৃণমূল। আর তার জেরে হুমায়ুনের সঙ্গ ছেড়েছে আসাউদ্দিন ওয়াইসির মিম। ফাঁপরে পড়েছে বিজেপিও। সেই কারণেই শুক্রবার বাংলায় সংকল্পপত্র প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে কার্যত হুমায়ুনের 'এআই' দাবিতেই সিলমোহর দিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও বাংলার জনসভায় দাঁড়িয়ে এআই ভিডিও নিয়ে তোপ দেগেছেন তৃণমূলকে। আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই আত্মঘাতী গোল করে বসলেন হুমায়ুন।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে এদিন একের পর এক বোমা ফাটিয়ে শাসকদলের অস্বস্তি বাড়িয়ে তুলেছেন হুমায়ুন। রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে মিম নেতৃত্বের ২০ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। এরপর দশের পাতায়

ভিড় টানতে কোমর বাঁধছে তৃণমূল

শিলিগুড়িতে মমতার মেগা পদযাত্রা

ভোট উৎসব

রণজিৎ ঘোষ

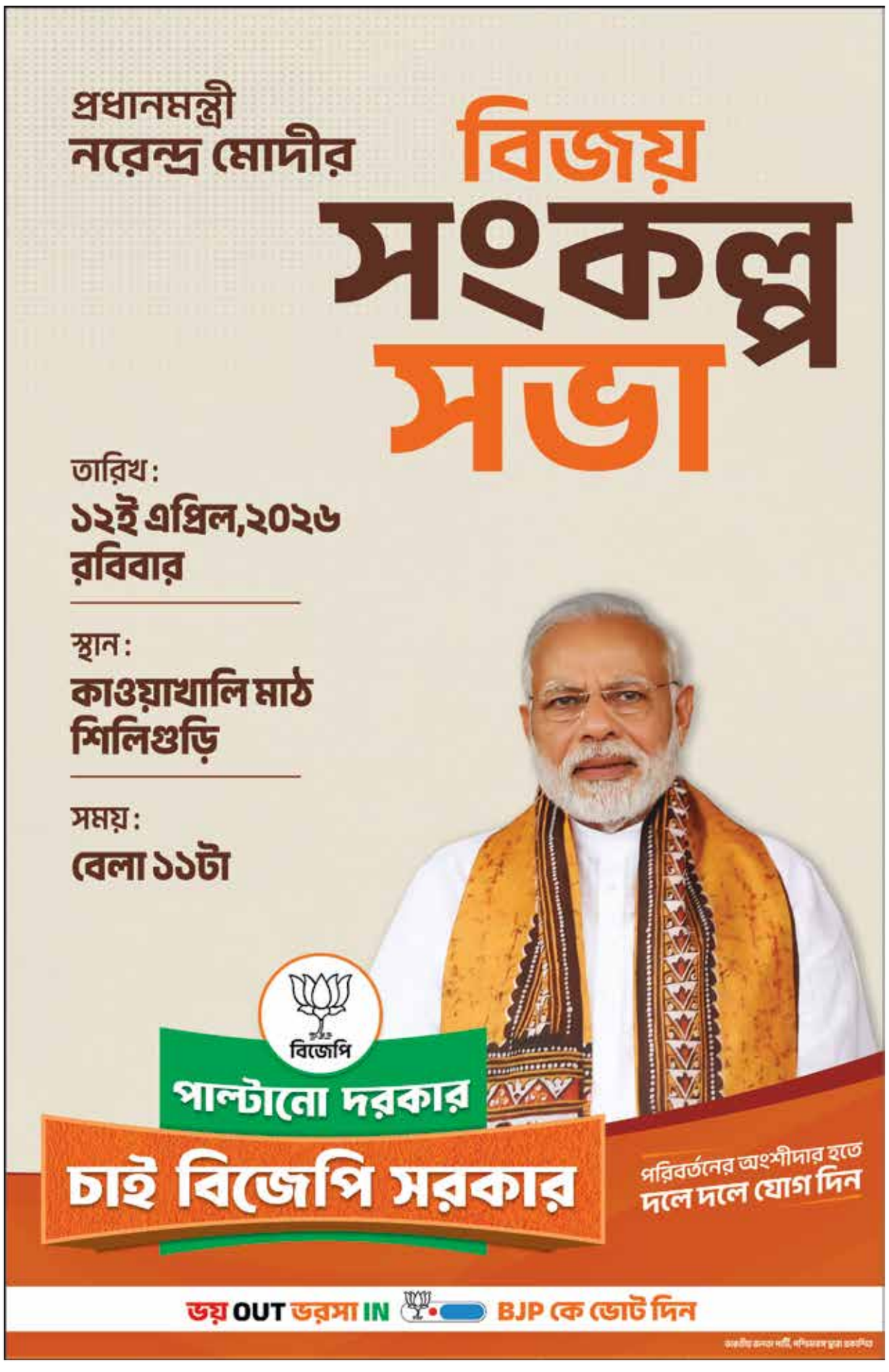

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার মতোই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদযাত্রায় বিভিন্ন বিধানসভা থেকে লোক নিয়ে আসতে হবে। শনিবার তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা কার্যালয়ে আয়োজিত বৈঠকে জেলা নেতৃত্ব এমনই নির্দেশ দিয়েছে। দলীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, শিলিগুড়ির পাশাপাশি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকেও লোক নিয়ে আসার টার্গেট দেওয়া হয়েছে। দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য দাবি করেছেন, 'শিলিগুড়ি বিধানসভার ৩৩টি ওয়ার্ড থেকে লোক নিয়ে আসা হবে। আমাদের দলনেত্রী আসবেন, কাজেই অন্যান্য বিধানসভা থেকেও উৎসাহী লোকজন আসতেই পারেন।'

- শিলিগুড়ির পাশাপাশি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে লোক আনার টার্গেট
- জংশনে আগের এসজেডিএ অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে হাসমি চক পর্যন্ত প্রায় ২ কিমি দীর্ঘ এই পদযাত্রা চলবে
- দুপুর ১২টার মধ্যেই লোকজন, মিছিল নিয়ে এসজেডিএ অফিসের সামনে পৌঁছানোর নির্দেশ

১৫ এপ্রিল পয়লা বৈশাখের দুপুরে শিলিগুড়িতে দলীয় প্রার্থী গৌতম দেবের সমর্থনে পদযাত্রা করবেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জংশন এলাকায় শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) আগের অফিসের সামনে থেকে শুরু হয়ে পদযাত্রা হিলকার্ট রোড ধরে এয়ারভিউ মোড়, সেবক মোড় হয়ে হাসমিচকে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। প্রায় দুই কিলোমিটারের এই পদযাত্রা দুপুর ১টায় শুরু হওয়ার কথা রয়েছে।

এই পদযাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে শনিবার তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে জেলা নেতৃত্ব, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব, বিভিন্ন ব্লক সভাপতি সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। দলীয় সূত্রের খবর, এই বৈঠকে বলা হয়েছে, গত ৬ এপ্রিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যেভাবে বিভিন্ন ব্লক থেকে লোকজন নিয়ে আসা হয়েছিল, একইভাবে দলনেত্রীর পদযাত্রাতেও লোক আনতে হবে। এই জন্য প্রতিটি ব্লকের নেতৃত্বকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এরপর দশের পাতায়

তানিষ্কের নতুন কালেকশন

নিউজ ব্যুরো

১১ এপ্রিল : পয়লা বৈশাখ ও অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে তানিষ্ক লঞ্চ করল ন্যাচারাল জেমস্টোন জুয়েলারির নতুন কালেকশন 'হিউজস'। কলকাতায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কালেকশনের উদ্বোধন হয়। উপস্থিত ছিলেন মিমি চক্রবর্তী ও সংস্থার সার্কেল বিজনেস হেড অলোক রঞ্জন।

এই কালেকশনে থাকছে ১০০ শতাংশ প্রাকৃতিক রত্ন, যেমন এমেরাল্ড, অ্যামেথিস্ট, সিট্রিন, টুরম্যালিন, টানজানাইট ইত্যাদি। সঙ্গে ১৮ ক্যারেট সোনার গয়নায় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন তুলে ধরা হয়েছে।

'সৃজনী' নামে আধুনিক নারীর ভাবনায় অনুপ্রাণিত এই কালেকশনের দাম শুরু তিরিশ হাজার থেকে। উৎসব উপলক্ষ্যে থাকছে মেকিং চার্জ ও ডায়মন্ড ভ্যালুতে সর্বোচ্চ কুড়ি শতাংশ পর্যন্ত ছাড় ও সোনার গয়না কেনাকাটায় প্রতি গ্রামে ফ্ল্যাট ২০১ টাকা পর্যন্ত ছাড়। সঙ্গে এক্সচেঞ্জ অফারও থাকছে।

বাজারে বৈদ্যনাথের তিনটি নয়া পণ্য

নিউজ ব্যুরো

১১ এপ্রিল : আজকালকার দিনে রাসায়নিক নেই এমন দ্রব্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে ভারতের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আয়ুর্বেদিক ব্র্যান্ড বৈদ্যনাথ তাদের তিনটি নতুন পণ্য বাজারে নিয়ে এসেছে। এগুলি হল হার্বাল টুথপেস্ট, কবজ হার গ্র্যানিউলস এবং প্রিমিয়াম দেশি ঘি। সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন অভিনেত্রী দর্শনা বণিক। বৈদ্যনাথের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আরকে শর্মা বলেন, 'নিরাপদ, প্রাকৃতিক ও ভালো পণ্য সরবরাহের মধ্যে দিয়ে আয়ুর্বেদকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : এ সপ্তাহে নানারকম উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কারণের সম্মুখীন হলেও বুদ্ধিবলে তা এড়াতে সক্ষম হবেন। ব্যবসা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার কারণ নেই। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। এ সপ্তাহে অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। গবেষণায় সাফল্য আসবে। বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হবেন। পথ চলতে সতর্ক থাকুন। বাড়ি সংস্কারের টাকা নিয়ে ভাবনা কাটবে।

বৃষ : পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সন্তানের বিশেষ কৃতিত্বে আনন্দিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলা নিয়ে বাইরের কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করবেন না। সংসারে আপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও সবাই একমত নাও হতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রটি নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকলেও সপ্তাহের শেষভাগ থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলবে। প্রেমের সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন।

মিথুন : বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে যদি আপনার নতুন কোনও পরিকল্পনা মাথায় আসে তবে তা অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানান। অধিক ভোজনে সমস্যা হতে পারে। হাঁটু, মেরুদণ্ডের ব্যথায় সপ্তাহভর ভোগান্তির সম্ভাবনা। রাজনীতির ব্যক্তিত্বরা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। রাস্তার খাবারে পেটে সংক্রমণের শঙ্কা।

কর্কট : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হলেও চিকিৎসার সুফল পাবেন। দীর্ঘদিন পর ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পথে তর্কে-বিতর্কে যাবেন না। এ সপ্তাহে আপনার স্বাভাবিক কথাকেও বুঝতে ভুল করে কেউ কেউ বিরুদ্ধতায় যেতে পারে। বেকাররা কাজের সুযোগ পেতে পারেন। কোনও আর্থিক সংস্থায় বিনিয়োগের আগে ভালো করে যাচাই করে নেবেন।

সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনও ইচ্ছাপূরণ হবে। এ সপ্তাহে আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন প্রিয়জনেরা। প্রেমের সংকট কেটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। ভাইবোনের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে। অপ্রিয় সত্য কথা বলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। অহেতুক কোনও অপছন্দের কাজ করতে গিয়ে সংকটে পড়ার আশঙ্কা। আপনার অনমনীয় মনোভাব সমস্যা তৈরি করবে। সন্তানের বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনায় কিছুটা স্বস্তি পাবেন।

কন্যা : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। পুরোনো কোনও সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। শরীরের দিকে লক্ষ রাখুন। ভ্রমণের ইচ্ছা এ সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। অধ্যাপক ও প্রযুক্তিবিদগণ সম্মানিত হতে পারেন। ধর্মচর্চা ও সৎকাজে যোগ দিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন।

তুলা : সামান্যতে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে হলে চিন্তাভাবনা জরুরি। এ সপ্তাহে নতুন কোনও সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। আপনার যুক্তিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন সহকর্মীরা। এ সপ্তাহে রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। বিজ্ঞান গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাবেন।

বৃশ্চিক : ব্যবসার মন্দাভাব সামান্য কাটবে। অপত্যস্নেহে অর্থব্যয় হলেও তা আপনাকে তৃপ্তি দেবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। অতি আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আপনাকে সমস্যায় ফেলবে। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। কারিগরি শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। নিজের ভুলে কোনও কাজ হাতছাড়া হতে পারে।

ধনু : প্রায় বিনা কারণেই আপনার কোনও স্বজন বিরুদ্ধে যেতে পারেন। নিজে শান্ত থাকুন। আর্থিক সমস্যা থাকলেও তা সপ্তাহের শেষভাগে কেটে যাবে। সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা মাথায় থাকার চেষ্টা করুন। অকারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অকারণে উদ্বেগ। অংশীদারের জন্যে ব্যবসায় সমস্যা দেখা দেবে। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব এবং কাজের চাপ বাড়বে।

মকর : সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়তে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে কোনও দুষ্ট লোকের উসকানিতে ভুল বুঝতে পারেন। জীবাণু সংক্রমণে দুর্ভোগ বাড়বে। আপনার উদারতার সুযোগ কেউ নিতে পারে। চোখের অসুখে ভোগান্তি। জমি সংক্রান্ত মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যলাভ এবং চাকরির সুযোগ পেতে পারেন।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ অনুমোদন। কারও সঙ্গে কোনও পরিকল্পনা করে ঠকতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অপত্যস্নেহে ব্যয় বাড়বে। প্রিয়জনের সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই দূরত্ব তৈরি হতে পারে। আর্থিক সমস্যা কাটবে। অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে এ সপ্তাহে একটু ভোগান্তি থাকবে।

মীন : ব্যবসার কারণে সপ্তাহের শেষভাগে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিবাদ বৃদ্ধিতে মানসিক অশান্তি চলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখোমুখি। ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। মানসিক চঞ্চলতা কাটাতে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। নতুন জমি-বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ চৈত্র, ১৪৩২, ভাঃ ২২ চৈত্র, ১২ এপ্রিল, ২০২৬, ২৮ চ'ত, সংবৎ ১০ বৈশাখ বদি, ২৩ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।২৫, অঃ ৫।৫৩। রবিবার, দশমী রাত্রি ৯।৩২। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ১১।৫৮। সাধ্যযোগ দিবা ৩।২৫। বণিজকরণ দিবা ৯।১২ গতে বিষ্টিকরণ রাত্র ৯।৩২ গতে ববকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ১১।৫৮ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১২।২৭ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে – একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ৯।৩২ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।৫ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ১।৫ গতে ২।৩২ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম- পূর্বে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৯।১২ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৯।১২ মধ্যে পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন, রাত্রি ৯।৩২ গতে ১২।২৭ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ – দিবা ৫।৫৩ মধ্যে ও ১২।৫১ গতে ১।৪৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৪৯ গতে ৭।৩৩ মধ্যে ও ১১।৫৫ গতে ২।৪৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৫।৫৩ গতে ৯।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৩ গতে ৯।০ মধ্যে।

রত্নগর্ভা কালিয়াচকে নীরব বিপ্লব

এম আনওয়ারউল হক

কালিয়াচক, ১১ এপ্রিল : যে কালো কুচকুচে রাজ্য সড়কের ওপর হাজার হাজার লোকের জমায়েত হয়েছিল দিনদশেক আগে, সেই রাস্তার ধারেই ছোট্ট একটা চপের দোকান রফিকুল শেখের। মুখ্যমন্ত্রী তো চপশিল্পের কথা বলেই দিয়েছেন। রফিকুল কিন্তু কড়াইয়ের গরম তেলে একের পর এক চপ ছাড়তে ছাড়তে ভাবেন ছেলেমেয়েদের কথা। তাদের কেরিয়ারের কথা। বড় পরিবার, সীমিত আয়। তবে রফিকুলের ছেলেমেয়ের 'দায়িত্ব' নিয়ে নিয়েছে এলাকারই একটি স্কুল।

করোনার সময় যখন লকডাউনের জেরে তাঁর ব্যবসা বন্ধই হয়ে গিয়েছিল, তখন সেই স্কুল তাঁর মেধাবী সন্তানদের পাশে দাঁড়ায়। 'ভাবছিলাম, ওদের খাওয়াবই বা কী, পড়াবই বা কী! তখনই ওরা আমার এক ছেলে ও এক মেয়েকে বিনামূল্যে ভর্তি নিয়ে নেয়', বলছিলেন রফিকুল। মেধাবী সন্তানগর্বে গর্বিত বাবার কথা, 'এখন শিক্ষকরাই বলছেন, ওরা আইআইটি বা মেডিকেলে পড়তে পারবে।'

বিডিও অফিসে বিচারকদের ঘেরাও করে রাখা কালিয়াচক, গাড়ির বনেটে দাঁড়িয়ে এক আইনজীবীর ভাষণ শুনে 'উত্তেজিত' হয়ে ওঠা কালিয়াচকের পাশাপাশি এই কালিয়াচকটাও কিন্তু বাস্তব।

কালিয়াচক-১, ২ ও ৩- এই ৩টি ব্লকে একটু ঘুরলেই চোখে পড়বে অন্যরকম ছবিটা। সরকারি স্কুল ছেড়ে এখন এখানকার অনেক বাবা-মা ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাচ্ছেন বেসরকারি স্কুলে। ভর্তির পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারলে দরিদ্র মেধাবীদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়ে নেয় সেইসব স্কুল কর্তৃপক্ষ।

এমনই অভিজ্ঞতা রয়েছে আলিনগরের দিনমজুর ইসলাম শেখের। আর্থিক অনটনে ছেলের পড়াশোনা বন্ধ করে দেবেন বলে ভেবেছিলেন তিনি একসময়। কিন্তু এলাকারই একটি বেসরকারি স্কুল তাঁর ছেলের মেধা 'চিনতে' পেরে বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ করে দেয়। এখন সেই ছাত্রের স্বপ্ন আইআইটি কানপুরের অধ্যাপক হওয়া। ডঃ মোহাম্মদ জাকির হোসেন তার আদর্শ। কালিয়াচকেরই বাসিন্দা জাকির হোসেন আইআইটি কানপুরের অধ্যাপক। জাপান, জার্মানি সহ একাধিক দেশে গবেষণার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি এক অনুপ্রেরণা।

কালিয়াচকের বিডিও অফিসের সামনে ধুন্ধুমারের খবরের সামনে এখানকার শিক্ষা-বিপ্লবের খবর, কৃতী সন্তানদের খবরটা উঠে আসে না সংবাদপত্রের শিরোনামে। এমন গল্প শুধু দু'একটি নয়, কালিয়াচকজুড়ে দিচ্ছেন সন্তানদের শিক্ষায়।

বর্তমানে এখানে তিন শতাধিক বেসরকারি স্কুল রয়েছে। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হয় সেখানে। পাশাপাশি সরকারি স্কুল, মাদ্রাসা ও ইংরেজিমাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও রয়েছে। কালিয়াচকের এই শিক্ষা-বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, মাদ্রাসা শিক্ষার পটভূমি থেকে উঠে আসা ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য। একসময় যে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে প্রশ্ন উঠত, আজ সেই ধারার বহু ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন, ডাক্তারি পড়ছেন বা গবেষণা ও প্রশাসনিক

শিক্ষার প্রতি ঝোঁক বাড়ছে কালিয়াচকের নতুন প্রজন্মের।

ছড়িয়ে আছে হাজারো প্রতিভার কাহিনী। এখানকার ডঃ আবদুর রহমান সংক্রামক রোগ নিয়ে গবেষণায় অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০২৩ সালে 'ইয়াং সায়েন্টিস্ট অফ দ্য ইয়ার' সম্মান পেয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ায় পরিবেশবান্ধব জ্বালানি তৈরির লক্ষ্যে জল থেকে হাইড্রোজেন পৃথক করার প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন ডঃ শেখ শামিম আখতার। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক আয়েশা সুলতানাও তো কালিয়াচকেরই মেয়ে।

অনেক বেসরকারি আবাসিক স্কুল স্বল্প খরচে বা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়ে এই প্রতিভাদের লালনপালন করছে। গত এক দশকে এই অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য। একেবারে গ্রামীণ এলাকাতেও, প্রথম প্রজন্মের পড়ুয়াদের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার প্রতি আগ্রহটা স্পষ্ট। আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অভিভাবকরাও গুরুত্ব পরিষেবায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছেন। স্থানীয় এক মাদ্রাসার শিক্ষক আশরাফুল হকের কথায়, 'মাদ্রাসা এখন আর কেবল ধর্মীয় শিক্ষার জায়গা নয়। তার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রতিও আগ্রহ বেড়েছে। অভিভাবকরাও এখন সন্তানদের বড় স্বপ্ন দেখতে উৎসাহ দিচ্ছেন।'

যেমন সন্তানকে স্বপ্ন দেখার উৎসাহ দিচ্ছেন তরুণী বিধবা মাস্তারা বেওয়া। মাস্তারার কন্যা এবার মাধ্যমিক দিয়েছে। সেই ছাত্রী মেধার জোরে একটি স্থানীয় বেসরকারি স্কুলে বিনামূল্যে পড়াশোনা করছে। সেই স্কুলের শিক্ষক হাবিবুর রহমানের মুখে শোনা গেল, মাস্তারার কন্যা স্বপ্ন দেখে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোনও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা করার। সংবাদপত্রে বারবার উঠে আসে যে কালিয়াচকের কথা, সেই কালিয়াচকের মাটির মেয়ে ইংল্যান্ডের মাটি ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখতে শিখেছে।

মালতীপুরে মৌসমের রোড শো।

শোক ভুলে প্রচারে মৌসম

সামসী, ১১ এপ্রিল : ব্যক্তিগত জীবনের গভীর শোককে পাশে সরিয়ে রেখে রাজনৈতিক দায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিলেন মৌসম বেনজির নুর। মামা আবু হাসেম খান চৌধুরীর মৃত্যুশোক ভুলে কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম শনিবার নেমে পড়লেন নির্বাচনি প্রচারে।

এদিন দুপুরে মালতীপুরের গ্রামেগঞ্জে রোড শো করেন মৌসম। হুডখোলা গাড়িতে চড়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে একের পর এক এলাকায় জনসংযোগ সারেন তিনি। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ঢল, বিশেষ করে মহিলাদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ হাতে তুলে দিলেন জল, কেউ ঠান্ডা পানীয়।

যাঁর হাত ধরে রাজনীতির পথে হাঁটা শুরু, সেই প্রিয় মানুষটিকেই নির্বাচনের মুখে হারানোর বেদনা এখনও স্পষ্ট মৌসমের চোখেমুখে। তবুও থেমে থাকেননি তিনি। কারণ তাঁর কাছে এখন সবচেয়ে বড় দায়িত্ব মানুষের বিশ্বাস রক্ষা করা। এ প্রসঙ্গে মৌসমের বক্তব্য, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি গভীর শোকের মধ্যে আছি। ডালুমামা আমার রাজনৈতিক জীবনের পথপ্রদর্শক ছিল। কিন্তু মামা সবসময় শিখিয়েছে, মানুষের পাশে থাকতে হবে। তাই তার দেখানো পথেই এগিয়ে যাচ্ছি। মালতীপুরের মানুষের ভালোবাসা আমাকে শক্তি দিচ্ছে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের বিশ্বাস আমি রাখব।'

গনি খান চৌধুরীর ভাই, তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা ডালুবাবু গত ৮ এপ্রিল কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরদিন মালদার কোতুয়ালিতে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর প্রয়াণে শুধু পরিবার নয়, গোটা মালদার রাজনৈতিক অঙ্গনেই নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পাত্র চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, 27/5'-3", MBA, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্র চাই। চাকরি বা ব্যবসা, জেনারেল কাস্ট চলবে। 9641323819. (C/121328)

■ পাত্রী কায়স্থ, বয়স 25, উচ্চতা 5'-7", ফর্সা, স্লিম, শিক্ষাগত যোগ্যতা B.A. in English, B.Ed., D.El. Ed., (M.A. Running), সরকারি চাকরিজীবী, লম্বা, 32 অনূর্ধ্ব বয়সি উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মোবাইল নম্বর- 7602646947. (D/S)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, সুশ্রী, ফর্সা, স্লিম, 29/5'-2", M.A. in Sociology (Hons.), from Siliguri & B.A. in (Music) from Allahabad University, বাবা Retired Govt. Service, মাতা housewife, নমশূদ্র, পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির মধ্যে। Caste no bar. Mo. 8653061606. (C/121333)

■ কোচবিহার নিবাসী, SC, গ্র্যাজুয়েট, 5'-2'/29 বছর, ফর্সা, সুন্দরী, স্লিম, (নামমাত্র বিবাহের পরেই ডিভোর্সি) পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। ফোন : 9547591065.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী, ২৫, M.Sc., B.Ed., ICDS-এ সুপারভাইজার, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। 9382435745. (C/121349)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০, M.Sc., সরকারি স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। 9242547789. (C/121349)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ব্রাহ্মণ, ২৭, M.Sc., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী পাত্র চাই, কাস্টবার নেই। 8637896519. (C/121349)

■ পাল, 30/5'-3", M.A., B.Ed., শ্যামবর্ণা পাত্রীর উপযুক্ত সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। 8509914223. (C/121355)

■ ব্রাহ্মণ, দেবারি, ২৯/৫'-৪", M.A. পাশ, চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। 7029358392. (C/120875)

■ SC, নমশূদ্র, 29, M.Sc., B.Ed., 5'-3", জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির মধ্যে চাকরিজীবী সুপাত্র কাম্য। Mob : 9635036620. (C/120876)

■ ঘোষ, 37 বৎসর, 5'-4", MBA, M.A., B.Ed., হায়দ্রাবাদে ব্যাংকে কর্মরতা, 15 L/A, শিলিগুড়ি বাড়ি। পাত্রীর জন্য হায়দ্রাবাদে কর্মরত পাত্র চাই। (M) 9932981552. (C/121177)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Sc. পাশ ও বর্তমানে গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/121179)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৪, M.Sc. ইন ম্যাথ ও বর্তমানে বেসরকারি স্কুলে চাকরিরতা। পিতা রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/121179)

■ জন্ম ১৯৯৬, উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী ও প্রাইভেট স্কুল-এর নন টিচিং স্টাফ। পিতা অবসরপ্রাপ্ত হাইস্কুল শিক্ষক, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য, অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গ, ২৫+, পাত্রী ব্যবসায়ী (নিজস্ব রেস্টুরেন্ট আছে), পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9242295120. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী পরিবারের কন্যাসন্তান, ২৫, M.Com. পাশ ও গভঃ ব্যাংক-এ চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬+, B.Tech. পাশ ও বর্তমানে নামী MNC-তে চাকরিরতা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, পাত্রী ৩৬+, ICDS পদে চাকরিরতা। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121179)

■ জলপাইগুড়ি, রাজবংশী, 26+/5'-3", শ্যামবর্ণা, গ্র্যাজুয়েট, D.El.Ed., বাবা অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী, সুপাত্র চাই। Caste no bar. 8918174526. (P/S)

■ কায়স্থ, 25/5'-3", M.Sc. Pass, ঘরোয়া, সুন্দরী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, পাত্রীর জন্য সুপাত্র কাম্য। 9734485015. (C/121179)

■ আলিপুরদুয়ার, কায়স্থ, পিতা Ex-Officer, 33/5'-1", B.Com.(H), সুশ্রী কন্যার জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। শীঘ্রই সাক্ষাতে যোগাযোগ করুন। (M) 7031027900. (C/120157)

■ বয়স 27, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, নিঃসন্তান, পিতা মৃত, মা পেনশন পান। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। Ph : 9830241426. (K)

■ বয়স 50, বিধবা, সুন্দরী, সরকারি ব্যাংকে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

■ ৩২/৫'-২", কায়স্থ, সরকার, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শ্যামবর্ণা, কোচবিহার নিবাসী, পিতৃহীন, শিক্ষিতা পাত্রীর জন্য কোচবিহার নিবাসী উপযুক্ত পাত্র কাম্য। সরকারি কর্মরত পাত্র অগ্রগণ্য। (M) ৯৫৯৩৮৩৫২০৪. (C/120652)

■ সাহা পাত্রী, ২৮/৫'-৫", B.A. পাশ, কোচবিহার শহর। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 9641291463. (C/120649)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, ৩০ বছর, ৫'-৫", Convent Educated, MBBS (Govt. College), রায়গঞ্জ নিবাসী, পিতাও সরকারি চিকিৎসক। MD/MS/DNB, অনূর্ধ্ব ৩৫ পাত্র চাই। যোগাযোগ-৯৪৭৪৬৭২৫১৯. (C/121325)

■ পাত্রী M.A. পাশ, উচ্চতা 5'-4", কায়স্থ, সরকারি চাকরিরত পাত্র চাই। ব্যবসায়ী হলেও চলবে। (M) 7076195015. (C/120159)

■ General, 42/5'-3", B.A. Pass, গৃহকর্মে নিপুণা, অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ভালো পাত্র কাম্য। 9330848518. (C/121179)

পাত্রী চাই

■ 38+/5'-5", রায়, ক্ষত্রিয়, এক পুত্র, ময়নাগুড়ি IT ব্যবসা। মা বাঙালি কায়স্থ ফ্যামিলি পেনশনার, স্বঃ/অসবর্ণ সুপাত্রী চাই। (M) 7478969017. (S/C)

■ পাত্র সরকারি ব্যাংককর্মী, 37/5'-7", জলপাইগুড়ির স্থায়ী বাসিন্দা, 32/5'-4"-এর মধ্যে ফর্সা, সুন্দর মুখশ্রী, গৃহকর্মে নিপুণা, সাধারণ, ভদ্র, মধ্যবিত্ত ঘরের পাত্রী চাই। পাত্রী উচ্চশিক্ষিত/কর্মরতা/চাকরি করতে ইচ্ছুক থাকলে যোগাযোগ থেকে বিরত থাকবেন। মোঃ নাম্বার- 7001860236 (ফোন করার সময় 6 P.M. to 10 P.M.). (K)

পাত্রী চাই

■ সুদর্শন, 37+, Ph.D., সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র, নিজস্ব ব্যবসা, বেসরকারি বিএড কলেজে কর্মরত। সুন্দরী পাত্রী চাই। ডিভোর্সি চলিবে। ফোন-8016636195. (C/121337)

■ দক্ষিণ দিনাজপুর, কায়স্থ, 32/5'-7", Ph.D., কলেজের অধ্যাপক। সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী চাই। 7501607175. (C/121320)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, ৩৬, এমবিএ, ৬', ITC কর্মরত, নরগণ, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। মোঃ ৬২৯৫৯৪২৭৪৯, ৬২৯৭৮৫৮৮০৩, (নো ম্যাট্রিমনি)। (C/120850)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, ডিভোর্সি, নেশাহীন পাত্র। বয়স-49, পিতা সরকারি পেনশন পায়। সংসারী পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স 37-40 মধ্যে। বিধবা চলবে। 9775739584 এই নাম্বারে যোগাযোগ করুন। (C/121340)

■ শিলিগুড়ি, কায়স্থ, নরগণ, 30 বছর/5'-6", MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ফর্সা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ কেবলমাত্র অভিভাবক-6294955571. (C/121177)

■ কায়স্থ, ৪৩/৫'-৩", ইংরেজিমাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাষ-7076391485. (C/121341)

■ কায়স্থ, 31/5'-4", নরগণ, সঃ চাঃ MT (LAB), পাত্রের জন্য দেবারিগণ ব্যতীত সরকারি চাকরিজীবী পাত্রী (স্বাস্থ্যকর্মী অগ্রগণ্য) কাম্য। আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 9002971352. (C/120158)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, DM (Nephro), 38yr./5'-7", ডাক্তার পাত্রের জন্য সুন্দরী, Slim, MD/MS Clinical ডাক্তার পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ-9064750469. (C/121177)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 29, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই, দাবিহীন। 9382435745. (C/121349)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, MBA, সরকারি ব্যাংকে চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এরূপ পাত্রের জন্য সুপাত্রী কাম্য। 9242547789. (C/121349)

■ 45/5'-7", কায়স্থ, নিজ ব্যবসা, মাসিক আয় 50K, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9436831562. (K)

■ EB, কায়স্থ, দিল্লি, 41/5'-8", Mass Com. Asst. Editor, Hindustan Times, 38 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা/ঘরোয়া, দিল্লি থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। Mob : 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ 39/5'-8", AM হিসাবে একটি Ltd. কোম্পানীতে কাজ করছে। শিক্ষিত, সুশ্রী পাত্রী চাই। Ph : 7872083516. (C/121352)

■ মালদা নিবাসী, ভৌমিক, কায়স্থ, ২৮+/৫'-৪", B.Tech. ইঞ্জিনিয়ার, দিল্লিতে কর্মরত, উপযুক্ত পাত্রী চাই। কর্মরত চলিবে। (M) 9851143690, 9434816980. (C/115486)

■ কায়স্থ (মজুমদার), আলিপুরদুয়ার, 35+/5'-6", IT Company-তে Founder, Company name Grace Community, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 26-এর মধ্যে পাত্রী চাই। Proper কোচবিহারের মেয়ে অগ্রগণ্য। (M) 8670948838. (C/120161)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, ৩৭, দেবারি, বিএ পাশ, মিউজিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত মিউজিক শিক্ষক/ব্যবসা। মধ্যবিত্ত বাঙালি পাত্রী চাই। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। 6296939836. (C/120874)

■ সাহা, 34/5'-6", B.Com. পাশ, Pvt. সংস্থায় কর্মরত, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী, পাত্রী চাই। (M) 9474089874. (C/121177)

■ কর্মকার, 28+/5'-9", B.Tech., মালদায় কর্মরত, S.A.E. রাঃ সঃ, ফর্সা, সুন্দরী, মার্জিত, 23-24, উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 9932057739. (C/121331)

■ কায়স্থ, 35/5'-7", একমাত্র ছেলে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নামমাত্র ডিভোর্সি, মা ও ছেলের সংসারের জন্য শিক্ষিত, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Cont. : 7362988089. (C/121354)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ব্রাহ্মণ পরিবার, একমাত্র পুত্র, বয়স-৩৫, প্রাইভেট ফার্মে কর্মরত। মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহকর্ম জানা, সুশ্রী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 9434700938. (C/121177)

■ রাজ্য সরকারি পদে কর্মরত, 38/5'-7", ডিভোর্সি পাত্রের জন্য সুন্দরী ও শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9641139653. (C/121358)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, M.Tech. পাশ ও বর্তমানে সেন্ট্রাল গভঃ NTPC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও মাতা শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, MBBS MD ও বর্তমানে গভঃ হাসপাতালে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার, মাতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৮+, ডিভোর্সি, হিন্দু বাঙালি, ভারতীয় রেল-এ কর্মরত। পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গ, ৩০+, B.Com. & MBA পাশ করার পরে প্রতিষ্ঠিত ফ্যামিলি বিজনেস-এর সাথে যুক্ত। এইরূপ হিন্দু বাঙালি পরিবারের পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9242295120. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, ৩৪, M.Com., MBA পাশ ও সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121179)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২, B.Tech. & MBA ও বর্তমানে নামী IT কোম্পানীতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ চাকরিজীবী, মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/121179)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ, ডিভোর্সি, ৪৩+, রাজ্য সরকারি চাকরিজীবী ও নিজস্ব ব্যবসা আছে। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7679478988. (C/121179)

■ 30/5'-8", M.Com., UCO Bank-এর অফিসার পদে কর্মরত, পিতা Retd. সরকারি কর্মজীবী। পাত্রের জন্য ভালো, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রী চাই। 9733066658. (C/121179)

■ কায়স্থ, 31/5'-5", B.Sc. Pass, ফুড কর্পোরেশনে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 7407777995. (C/121179)

■ রাজবংশী, 33/5'-9", B.Tech., Central Govt.-এর উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 9734488572. (C/121179)

■ 45/5'-7", কায়স্থ, নিজ ব্যবসা, মাসিক আয় 50K, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। 9436831562. (B/B)

■ ব্রাহ্মণ, 31, SBI (T.O), পিতা Retd. H.M (H.S) নিজ বাড়ি/Flat, সুশ্রী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, কোচবিহার অগ্রগণ্য। 2026-এ বিবাহ। Mob : 9932772979 (After 9 P.M.). (C/120651)

■ কায়স্থ, 33+/5'-11", স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, B.Tech., মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ, একমাত্র পুত্র, পিতা সঃ অবসরপ্রাপ্ত। সুন্দরী পাত্রী চাই। উঃ বঙ্গ, ম্যাট্রিমনি নিষ্প্রয়োজন। (M) 9002418299. (C/121337)

■ জেনারেল কাস্ট, ৩০/৫'-৭", মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার, ITI (PTP)-তে ১০ বছর, উত্তরবঙ্গে কর্মরত, হুগলী নিবাসী, মাঙ্গলিক পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৬ জেনারেল কাস্ট, মাঙ্গলিক পাত্রী কাম্য। (M) 9564751650. (C/121350)

■ কায়স্থ (সেন), 44/5'-4", H.S., আলিপুরদুয়ার কোর্ট নিবাসী, শিলিগুড়িতে প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরিজীবী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সচ্ছল পরিবারের সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 7001834804. (C/120156)

■ মালদা নিবাসী, সাহা, ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বয়স 30/5'-7", অনূর্ধ্ব 27, ফর্সা, সুন্দরী, বিটেক, বেসরকারি কর্মরতা পাত্রী কাম্য। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। ফোন- 9641590894. (C/121306)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/121132)

■ মিলন ওয়েডলক ম্যাট্রিমনি সেন্টার, কলকাতা, শিলিগুড়ি, গুয়াহাটি ও দুর্গাপুর। পুরোপুরি অফলাইন। ফ্রি রেজিস্ট্রেশন। (M) 9007016088. (C/121131)

টাকা উদ্ধার

ভোটের বছরে ১ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত কলকাতায় তল্লাশি চালিয়ে ১ কোটিরও বেশি টাকা উদ্ধার হয়েছে বলে জানাল পুলিশ। ৩৪টি অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র, ২০০-এর বেশি বোমা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

স্কুলে বিস্ফোরণ

ভোটের মুখে বিস্ফোরণে কাঁপল নদিয়ার কল্যাণী বিধানসভার ঘোড়াগাছা প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। যার জেরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্কুলের ছাদে কে বোমা রাখল তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ক্লিনেস্ট মার্চ

কলকাতার মুকুটে সাফল্যের পালক। সিআরইএ-র তথ্য অনুযায়ী এবছর মার্চে শহরে দূষণের মাত্রা ছিল সবচেয়ে কম। বায়ুর একিউআইও চোখে পড়ার মতো। অনেক শহরে দূষণ বেড়েছে। কিন্তু চলতি বছর ক্লিনেস্ট মার্চ এক বড় জয় কলকাতার।

বাড়বে তাপমাত্রা

নববর্ষের শুরুতেই তাপমাত্রার পারদ বাড়তে থাকবে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। ১৪ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকবে।

বড়জোড়ার নির্বাচনি জনসভায় নৃত্যের তালে মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার। -সংবাদচিত্র।

মনোনয়ন বাতিলের চেষ্টা হয়েছিল : মমতা

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম, ১১ এপ্রিল : ভবানীপুর কেন্দ্রে তাঁকে হারাতে বিজেপি তাঁর মনোনয়ন বাতিলের চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ শানালেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষকে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির যৌথ ষড়যন্ত্র নিয়েও সতর্ক করেছেন তিনি। সরাসরি নাম না করলেও ভবানীপুরে তাঁর প্রতিপক্ষ শুভেন্দু অধিকারীকে বিঁধে মমতা বলেন, 'গদ্দাররা আমার নামে দুটো মিথ্যা হলফনামা দিয়ে মনোনয়ন বাতিলের চক্রান্ত করেছিল।' তাঁর আশঙ্কা, বিজেপি থাকলে এরাজ্যে 'ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার' ভোট হওয়া অসম্ভব। ইভিএম এবং গণনায় কারচুপির আশঙ্কার কথা শুনিয়ে এদিন দলীয় কর্মীদের আগাম সতর্কও করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে। বিজেপির প্রতিশ্রুতিগুলির সমালোচনা করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, 'বিহারে ওরা যাঁদের ভোট কেটেছে তাঁদের বলা হচ্ছে, র‍্যাশন আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ।' এসব যে পশ্চিমবঙ্গে করতে দেওয়া হবে না সে কথা আগাম জানিয়ে দেন তিনি।

ভোট চলাকালীন সংসদে 'ডিলিমিটেশন বিল' আনাকে বাংলা ভাগের চক্রান্ত হিসেবেই দেখছেন তিনি। কেশিয়াড়ির জনসভা থেকে মমতার তোপ, 'নির্বাচন চলাকালীন সংসদে ডিলিমিটেশন বিল আনছে। কত বড় অন্যায় দেখুন। অপেক্ষা করতে পারল না। কারণ টুকরো টুকরো করবে বাংলাকে। এই করার নাম করে এনআরসি করবে।' কেন্দ্রের অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউসিসি-কে তীব্র আক্রমণ করে মমতা বলেন, 'এটার মানে কী? একটাই বিজেপি, একটাই নীতি! বিজেপি মানেই তো সব ধর্মের সর্বনাশ।' আত্মবিশ্বাসী মেজাজে তিনি ঘোষণা করেন, বিজেপি যখন ক্ষমতায় থাকবে না, তখন তাদের সব 'স্বেচ্ছাচারী বিল' বাতিল করে দেবে তৃণমূল। জঙ্গলমহলের আদিবাসী ভোটব্যাংক ধরে রাখতে এদিন উন্নয়নের খতিয়ানও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। আদিবাসীদের জন্য বিজেপির 'দরদ'-কে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'ভোটের সময়ই ওদের আদিবাসীদের কথা মনে পড়ে।' আদিবাসীদের জন্য তাঁর সরকার কী কী করেছে তার বিবরণ দেওয়ার পাশাপাশি জঙ্গলমহলের চেহারার আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

মমতা বলেন, 'সারি ও সারনা ধর্মের স্বীকৃতির জন্য আমরা অনেকবার কাগজপত্র দিল্লিতে পাঠিয়েছি। ওরা সেটা হতে দেয়নি। আগামী বার দিল্লি থেকে বিজেপি বিদায় নেবে, তারপর আমরা সারি ও সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়ে দেব।' তিনিই যে রাজ্যের ২৯৪টি আসনের প্রার্থী এবং তাঁকে দেখেই যাতে মানুষ ভোট দেন সেই আবেদনও এদিনের সভাগুলি থেকে করেছেন মমতা। বিজেপিকে শূন্য করার ডাক দিয়ে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'আপনারা জোট বাঁধুন, তৈরি হন, বিজেপিকে বিদায় দিতেই হবে। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।' মমতার তোপ, 'এনআরসি করার নামে বিজেপি সবাইকে জেলে পোরার কথা বলছে। কিন্তু জেনে রাখুন আমি থাকতে কাউকে জেলে যেতে দেব না। শান্তিতে থাকতে হলে একমাত্র দরকার, তৃণমূল সরকার। যে সরকার শান্তি দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে, শিক্ষা দিয়েছে, বাড়ি দিয়েছে, সামাজিক পরিকল্পনা দিয়েছে। সেই সঙ্গে স্বাস্থ্য সাথী ও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছে।'

ভ-এ ভোট, ভ-এ ভয়

বাংলাকে ভরসার বার্তা মোদির

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ও দীপেন ঢাং

জঙ্গিপুরের সভায় মোদির সমর্থনে আঁকা ছবি। -পিটিআই।

বর্ধমান ও বাঁকুড়া, ১১ এপ্রিল : বাংলাজুড়ে পরিবর্তনের দামামা বাজিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুর্নীতি, অনুপ্রবেশ এবং নারী নির্যাতনের বিচার চেয়ে তাঁর নতুন স্লোগান, 'ভয় আউট, ভরসা ইন'। বাংলার ভোটারদের তাঁর সোজাসাপটা বার্তা, 'এবার ভয়ের অন্ত হবে। বিশ্বাসের উদয় হবে। বাংলায় যে এবার মহাবিজয় হবে সেটা ঠিক হয়ে গিয়েছে।' অপরদিকে বাঁকুড়ার সভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ঘোষণা, 'বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর 'মমতা-ভাইপো'র সিন্ডিকেটরাজকে উলটো ঝুলিয়ে সিধে করা হবে।'

শনিবার মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর ও বর্ধমানের সভা থেকে মোদি অনুপ্রবেশ ইস্যুকে হাতিয়ার করেন। তিনি বলেন, 'তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের ভোটব্যাংক বানিয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চায়। এর ফলে বাঙালিরা নিজেদের রাজ্যে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। আমি থাকতে বাংলায় বাঙালিদের কোনওদিন সংখ্যালঘু হতে দেব না।' যারা নকল নথি বানিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করেছে, তাদের বিরুদ্ধেও কড়া আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেন তিনি। পূর্বস্থলীর এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর হুংকার, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের প্রতিটি গুন্ডা, সিন্ডিকেট এবং দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী-বিধায়কদের আইনের আওতায় আনা হবে।' তিনি ঘোষণা করেন, গত ১৫ বছরের তৃণমূলি শাসনের দুর্নীতির খতিয়ান দিতে শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে বিজেপি।

সন্দেশখালি ও আরজি কর কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমান সরকারের জমানায় মা-বোনেরা নিরাপদ নন।' তিনি আশ্বাস দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মহিলারা মাসে ৩০০০ টাকা করে পাবেন এবং ভিনরাজ্যের মতো বাংলাতেও 'সপ্তম পে কমিশন' কার্যকর হবে। মতুয়া ও নমশূদ্র শরণার্থীদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরেই সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্ব দেওয়ার কাজ দ্রুতগতিতে শুরু হবে।

এদিন জঙ্গিপুরের সভায় 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' বা ইউসিসি নিয়ে সরব হন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার মাধ্যমেই বাংলায় দীর্ঘদিনের 'তোষণ রাজনীতি'র অবসান ঘটানো হবে। রামনবমীর মিছিলে হামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কেন অপরাধীরা এখনও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?' এই নির্বাচনকে তিনি কেবল ক্ষমতা দখলের লড়াই নয়, বরং বাংলার নিজস্ব পরিচয় ও সংস্কৃতি বাঁচানোর লড়াই হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অন্যদিকে বাঁকুড়ার ওন্দা ও ছাতনায় জোড়া জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে নজিরবিহীন আক্রমণ শানালেন অমিত শা। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার অবনতি, নারী নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ এবং সিন্ডিকেটরাজকে হাতিয়ার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে 'হীরক রানি' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শা-র সাফ কথা, 'ভারত কোনও ধর্মশালা নয়, এটি আমাদের ভূমি। যারা এই ভূমি কবজা করেছে, বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাদের বেছে বেছে জেলে পাঠানো হবে।' বাঁকুড়ার আলুচাষিদের দুর্দশার জন্য সরাসরি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অহংকার'কে দায়ী করেন শা। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অপমানের বদলা নেওয়ার জন্য আদিবাসী সমাজ সহ সকলকে একজোট হয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

কমিশনকে বুড়ো আঙুল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : হিংসামুক্ত, ভয়মুক্ত নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি নির্বাচন কমিশনের। রাজনৈতিক দলগুলিও কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে সন্ত্রাসমুক্ত ও সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচনের। কিন্তু ভোট প্রচারে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ, তৃণমূল-বিজেপি কার্যত মানুষকে ভয়ের জুজুই দেখাচ্ছে। বিজেপি দেখাচ্ছে অনুপ্রবেশকারী, তৃণমূলের গুন্ডাগর্দির জুজু, পালটা বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলের হাতিয়ার বাংলা ভাগ, এনআরসি, অভিন্ন দেওয়ানিবিধি।

এবারের ভোটে চার্জশিট থেকে সংকল্পপত্র কিংবা ভোট প্রচার, সবেতেই অনুপ্রবেশই প্রধান অস্ত্র বিজেপির। রাজ্যে তৃণমূল ফের ক্ষমতায় এলে অনুপ্রবেশকারীদের সরকার হবে বলে মানুষকে সতর্ক করেছেন। মোদির কথায়, 'বাংলায় দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তাই বাংলায় গোলমাল বাড়ছে। জমি দখল হচ্ছে। জনসংখ্যার অনুপাত বদলে যাচ্ছে। অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচিয়ে রেখেছে তৃণমূল।' পালটা ঝাড়গ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'এসআইআর মানে সর্বনাশ।' বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় তাঁর তোপ, 'এরপর ওরা ডিলিমিটেশন (সীমানা পুনর্বিন্যাস) বিল আনছে ১৫ তারিখ। নির্বাচনের আগে বাংলাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে। তারপর কী করবে? এনআরসি করবে।'

জঙ্গলমহল ও উত্তরবঙ্গের জনজাতি ভোটের কথা মাথায় রেখে এদিন বাঁকুড়ার ওন্দা থেকে সেই প্রসঙ্গ উসকে দিয়ে শা বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু যখন আদিবাসীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন মমতা দিদি তাঁকে অপমান করেছেন।' প্রচারে প্রধানমন্ত্রীও শান দিয়েছেন সেই আদিবাসী অপমান অস্ত্রে। পালটা মমতা টেনে এনেছেন বিজেপির অভিন্ন দেওয়ানিবিধি। ঝাড়গ্রামে মমতা বলেছেন, 'ইউসিসি কার্যকর হলে আদিবাসীদের নিজস্ব আচার ও প্রথা বিপন্ন হবে।' একই সঙ্গে তাঁর আশ্বাস তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরলে আদিবাসীদের সারি-সারনা ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

- হিংসামুক্ত, ভয়মুক্ত নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন
- কিন্তু ভোট প্রচারে তৃণমূল-বিজেপি দু'পক্ষই কার্যত মানুষকে ভয়ের জুজুই দেখাচ্ছে
- বিজেপির অস্ত্র অনুপ্রবেশকারী, তৃণমূলের গুন্ডাগর্দি, পালটা তৃণমূলের ভরসা বাংলাভাগ, এনআরসি, অভিন্ন দেওয়ানবিধি

পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ মেটাচ্ছে নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বহুচর্চিত ডিএ মামলার হাইভোল্টেজ শুনানি। তার ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে পেনশনভোগীদের বকেয়া মেটাতে নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু করল নবান্ন। এতদিন রাজ্য সরকারি কর্মীদের বকেয়া নিয়ে ফাইল চালাচালি হলেও, এবার স্কুল-কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রাপ্য মেটাতেও নড়েচড়ে বসেছে অর্থ দপ্তর। নবান্ন সূত্রে খবর, পেনশনভোগীদের বকেয়া ডিএ (ডিয়ারনেস রিলিফ) সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে একটি বিশেষ ডিজিটাল সিস্টেম চালু করা হচ্ছে।

প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি পেনশনভোগীর ব্যক্তিগত হিসাব তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সম্প্রতি অর্থ দপ্তর, পিএজি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত

সুপ্রিম কোর্টের ধমক এড়াতে তৎপর রাজ্য

ব্যাংকের আধিকারিকদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে নির্দেশ দিয়েছে, দ্রুত তথ্য যাচাই করে বকেয়া অর্থের হিসাব কষে ফেলতে হবে। নবান্নের এই পদক্ষেপের পিছনে দু'টি বড় কারণ দেখছে সকলে। প্রথমত, সোমবার সুপ্রিম কোর্টে নবান্ন প্রমাণ করতে চায় যে তারা বকেয়া মেটাতে আন্তরিক এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভোটের মুখে সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের ক্ষোভ প্রশমিত করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০০৮ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা থাকলেও, নবান্ন আপাতত ২০১৬-র জানুয়ারি থেকে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মেটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও নবান্নের এই হঠাৎ তৎপরতাকে সন্দেহের চোখেই দেখছেন একাংশ। তাঁদের প্রশ্ন, সুপ্রিম কোর্টের গেরো আর ভোটের তাগিদেই কি এই 'সদিচ্ছা'। নাকি সত্যিই এবার অ্যাকাউন্টে ঢুকবে বকেয়া টাকা। সোমবারের শীর্ষ আদালতের শুনানির দিকেই তাকিয়ে বাংলার লক্ষ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সরকারি কর্মীরা।

এআই ভিডিও, তোপ নমোরও

মিমের সঙ্গে ডিল, হুমায়ুনের নিশানায় তৃণমূল

জঙ্গিপুর, ১১ এপ্রিল : হুমায়ুন কবীরের গোপন ভিডিও ঘিরে চাপানউতোরের মধ্যেই তৃণমূলের এআই অস্ত্রের সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আমজনতা উন্নয়ন পার্টির সুপ্রিমোর নামোচ্চারণ না করলেও মানুষকে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি। ঘটনাচক্রে, হুমায়ুনের সঙ্গে এক ব্যক্তির কথোপকথনের যে ভিডিয়ো ক্লিপ তৃণমূল প্রকাশ করেছে, তাতে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরেরও উল্লেখ ছিল।

মোদির সাফ কথা, 'তৃণমূল এবার নিশ্চিত হার দেখতে পাচ্ছে। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন সব ভুয়ো ভিডিও বাজারে ছাড়া হতে পারে যা দেখে আসল-নকল চেনা দায়। অসম ও পুদুচেরির নির্বাচনেও এই ধরনের জালিয়াতি আমরা দেখেছি। বাংলাতেও সেই একই চিত্রনাট্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।' ঘটনাচক্রে, হুমায়ুন কাণ্ডে শুক্রবার তৃণমূলের এআই শক্তি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাও।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এদিনও হুমায়ুনকে বিঁধেছেন। রেজিনগরের সভা থেকে ওই ভিডিওর প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক বলেন, 'হুমায়ুন কবীরের ভিডিও সত্য না মিথ্যা, সেটা তদন্ত প্রমাণ করবে। যদি এআই-ই হয়, তাহলে হুমায়ুনের দলের রাজ্য সভাপতি কাল পদত্যাগ করলেন কেন? আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মিম কেন হুমায়ুনের সঙ্গ ত্যাগ করল? এর জবাব দিতে হবে। নিজেদের সম্প্রদায়ের লোকেদের সঙ্গেই হুমায়ুন গদ্দারি করেছে। ভাবাবেগ নিয়ে খেলছে।'

ভিডিও নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই হুমায়ুন এদিন মিমের সঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে ২০ কোটি টাকার ডিল হয়েছে বলে তোপ দেগেছেন। ভিডিও নিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি, ৫১ মিনিটের সম্পূর্ণ ভিডিও প্রকাশ করে তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করছেন তিনি।

হুমায়ুনের দাবি, ২ কোটি টাকা অগ্রিম নিয়েছে মিম। ইমরান ও আসাদুলের সঙ্গে জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান ও তৃণমূল প্রতিনিধিদের ২০ কোটি টাকার ডিল হয়েছে। যে ভিডিওটি প্রকাশ হয়েছে তা টাকা খেয়ে ওয়াইসিকে পাঠানোর কারণেই জোট ভেস্তে গিয়েছে।

যদিও সমগ্র বিষয়টি অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত মিম নেতারা। আসাদুলের বক্তব্য, 'ওর মাথা আর কাজ করছে না। উনি যতদিন না প্রমাণ করতে পারছেন, ততদিন মিম ওঁর পাশে থাকবে না।' এমনকি ১৩, ১৪, ১৫ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভায় প্রার্থী ইমরান সোলাঙ্কির সমর্থনে ওয়াইসি প্রচারে আসবেন বলেও তিনি জানিয়েছেন।

> তৃণমূল এবার নিশ্চিত হার দেখতে পাচ্ছে। এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন সব ভুয়ো ভিডিও বাজারে ছাড়া হতে পারে যা দেখে আসল-নকল চেনা দায়।
>
> -নরেন্দ্র মোদি

পার্থর ঘরে ইডি, হাসপাতালে সুজিত

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : প্রথম দফার ভোটের আগে বাকি মাত্র ১০ দিন। ঠিক তার আগেই বাংলায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ফের 'ফুল ফর্মে' নামল ইডি। শনিবার সকাল হতেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে নাকতলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে হানা দিলেন তদন্তকারীরা। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলল ম্যারাথন জেরা। জানা গিয়েছে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলা ও বিপুল অর্থের উৎস নিয়ে পার্থর বয়ান রেকর্ড করেছে ইডি।

জেল থেকে ফেরার পর একাধিকবার তলব করলেও হাজিরা দেননি পার্থ। এমনকি তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায় হাজিরা দিলেও পার্থ ছিলেন 'বেপাত্তা'। এদিন তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, জামিনে মুক্ত হওয়ার পর পার্থ কাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। ইডি সূত্রে ইঙ্গিত, তদন্তে অসহযোগিতা করলে তাঁর জামিন বাতিলের আবেদনও জানানো হতে পারে। শুধু পার্থ নন, নিয়োগ দুর্নীতির মিডলম্যান

ভোটের মুখে ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয় এজেন্সি

প্রসন্নকুমার রায়ের নিউটাউনের অফিস ও বাড়িতে এদিন তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি।

অন্যদিকে, পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে তলব পেয়েও এদিন সিজিও কমপ্লেক্স এড়ালেন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। হাজিরা দেওয়ার বদলে তিনি বেছে নিলেন হাসপাতালের বেড। সুজিত নিজে না এলেও তাঁর হয়ে দপ্তরে হাজির হন ছেলে সমুদ্র বসু। যদিও অনুমোদনপত্র না থাকায় সমুদ্রের কোনও বক্তব্য গ্রাহ্য করেনি ইডি। সমুদ্রের দাবি, 'বাবার মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরেই তাঁকে ডাকা হয়েছে। নির্বাচনের সময়টুকু ছাড় চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু শোনা হয়নি।' এদিকে এদিন এক নির্বাচনি প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে টাকা উদ্ধার নিয়ে মমতা সরকারকে খোঁচা দেন।

ভোটের মুখে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বাড়িতে হানা, অন্যদিকে বর্তমান মন্ত্রীর হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ঘটনায় তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়ল।

প্রথম দফার নির্বাচনের আগে তালিকা প্রকাশ কমিশনের

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ৭৭ হাজার ১৭১ জন ভোটার ভোট দেবেন। এর মধ্যে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৪৯৬ জন পুরুষ এবং ১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৭৭ হাজার ২১০ জন মহিলা ভোটার। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৪৬৫ জন। এদিন নির্বাচন কমিশন এসআইআর পর্ব শেষে যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে রাজ্যের মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮৪ জন।

এদিকে রাজ্যের ভোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আগামী সোমবার রাজ্যে আসতে পারেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, অভিনব আগরওয়াল এবং এসবি যোশি। কমিশন সূত্রে খবর, সোমবার পশ্চিম বর্ধমান, মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান, হুগলি পরিদর্শন সেরে বুধবার তাঁরা কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক ও রাজ্যের পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এরইমধ্যে এদিন ফের পুলিশ প্রশাসনে আর একদফা রদবদল করেছে কমিশন। কলকাতা পুলিশ ও রাজ্য পুলিশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে পুলিশ আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার স্তরের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ রদবদল সহ একাধিক থানার প্রায় ৪০ জন ইনস্পেকটর ও সাব ইনস্পেটরদের বদলি করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই রদবদলের তালিকায় সোমাদাস মিত্রকে ডিআইজি সিআইডি থেকে জয়েন্ট সিপি(অপরাধ) পদে বদলি করা হয়েছে। সুদীপ সরকারকে ডিআইজি পার্সোনাল থেকে জয়েন্ট সিপি সদর এবং দেবস্মিতা দাসকে ডিআইজি এসটিএফ থেকে জয়েন্ট সিপি ইন্টেলিজেন্স পদে বদলি করা হয়েছে। কসবায় নির্বাচনের কাজে কমিশনের বিধি ভেঙে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে ওই বিধানসভার রিটার্নিং অফিসার পূর্ণিমা দে-র বিরুদ্ধে। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে ওই নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে উল্লেখ করে পোস্ট করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। এ ব্যাপারে কমিশনের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত, নির্বাচনের কাজে চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। তারপরও সেক্টর অফিসার বা তাঁর সহকারীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে এই ধরনের নিয়োগ শুধু অবৈধ বা কমিশনের নির্দেশ অমান্য করা নয়, এর পিছনে গুরুতর চক্রান্ত রয়েছে বলে মনে করেন শুভেন্দু। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই এদিন দক্ষিণ কলকাতা ডিইও-র কাছে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন।

'ঘরের মেয়ে'র পালটা 'ঘরের ছেলে'

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : ঘরের মেয়ের পালটা ঘরের ছেলে। এবার নির্বাচনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ঘরের মেয়ে' এই স্লোগানে বাজিমাত করতে চায় তৃণমূল। ইতিমধ্যেই তৃণমূলের পেশাদারি ভোট কুশলী সংস্থা আইপ্যাকের তরফে সেই প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। এই আবহে এদিন তারই পালটা প্রচার দেখা গেল নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর জনসংযোগে।

গত বিধানসভা নির্বাচনে মমতার প্রচারের ট্যাগ ছিল 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়'। এবার তার বদল করে মমতাকে 'ঘরের মেয়ে' এই শব্দ বন্ধে স্লোগান সাজিয়েছে তৃণমূল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবার শুধু নন্দীগ্রামের প্রার্থী নন, তিনি ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

ফলে প্রায় নিয়ম করে প্রতিদিন সকালে, বিকালে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুরে জনসংযোগ করছেন শুভেন্দু। তবে স্বাভাবিকভাবে ভবানীপুরের লড়াই তাঁর বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে নজর রাখতে হচ্ছে প্রতিপক্ষ শিবিরে। শনিবার দিনভর নন্দীগ্রাম বিধানসভার বয়াল ২ অঞ্চলে জনসংযোগে ছিলেন শুভেন্দু। সেই জনসংযোগ কর্মসূচির পরেই এক্স হ্যান্ডেলে নিজেকে ঘরের ছেলে হিসেবে উল্লেখ করে পোস্ট করেছেন শুভেন্দু। পোস্টে লেখা হয়েছে, 'নন্দীগ্রামের ঘরের ছেলে হিসেবে এখানকার ভোটার, ভদ্রমণ্ডলীর কাছে গণদেবতার আশীর্বাদ চেয়ে পদ্মফুল প্রতীকে ভোট দিয়ে বিজেপিকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আবেদন জানালাম।'

শুভেন্দুর এই পোস্টকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের মেয়ের প্রচারের জেরেই এই ভোলবদল শুভেন্দুর?

নেওটিয়া গেটওয়েল হেমাটোলজি এবং হেমাটো-অঙ্কোলজি বিভাগ

আপনার রক্তেই লুকিয়ে আছে সংকেত
আপনি কি শুনছেন?

- বারবার দুর্বলতা বা রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) অনুভব করছেন?
  সঠিক রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্য সম্পূর্ণ হেমাটোলজি পরীক্ষা করুন।
- অস্বাভাবিক রক্তপাত বা রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা হচ্ছে?
  উন্নতমানের কোয়াগুলেশন টেস্ট ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা উপলব্ধ।
- প্লেটলেট কমে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত?
  সময়মতো পরীক্ষা ও সঠিক চিকিৎসায় জটিলতা এড়ানো সম্ভব।
- লিউকেমিয়া বা লিম্ফোমা ধরা পড়েছে?
  বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ হেমাটো-অনকোলজি চিকিৎসা পরিষেবা।
- বারবার সংক্রমণ বা অস্বাভাবিক রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট?
  প্রাথমিক পর্যায়ে স্ক্রিনিং করলে রক্তের সমস্যার কারণ ধরা পড়ে।
- কখন বিশেষজ্ঞের কাছে যাবেন?
  যদি রক্ত পরীক্ষায় অস্বাভাবিকতা থাকে বা হঠাৎ ওজন কমা, রক্তপাত, অ্যানিমিয়া বা লিম্ফ নোড ফুলে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা যায়।

Emergency
0353 660 3030

AmbujaNeotia

Neotia Getwel Multispecialty Hospital

Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি
কম খরচে
নববর্ষে প্রিয়জনকে 'শুভেচ্ছা' জানাতে
আজই চলে আসুন
'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'–এর
বিজ্ঞাপন বিভাগে অথবা
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় থাকা
'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'–এর
বিজ্ঞাপনগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে।
এছাড়া এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরেও
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
'শুভেচ্ছা' বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন
বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২৬

আজ টিভিতে

ওশান ওয়াইল্ড রাত ১১.২৯ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ ম্যাজিক, দুপুর ১২.৪৫ জিও পাগলা, বিকেল ৪.০০ পাগলু, রাত ১১.০০ লাঠি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ বাদশা-দ্য ডন, দুপুর ১.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ প্রেমী, সন্ধে ৭.১৫ বিধিলিপি, রাত ১০.১৫ বোঝেনা সে বোঝেনা
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ কমলার বনবাস, দুপুর ১২.০০ মেজবউ, ২.০০ শত্রুমিত্র, বিকেল ৫.০০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ৮.০০ লোফার, ১১.০০ বাহাদুর
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভয়ের বিয়ে, রাত ৮.৩০ কাল তুমি আলেয়া
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সন্ন্যাসী রাজা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৩০ খুদ্দার, বিকেল ৩.৩৫ কচ্চে ধাগে, সন্ধে ৬.৫০ ভাগম ভাগ, রাত ১০.০২ মদানি-টু
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.১১ হম দো হমারো দো, দুপুর ১.১৯ টিকরম, বিকেল ৫.২৭ বচনা অ্যায় হসিনো, সন্ধে ৭.৫৯ কুইন, রাত

কাতলার নয়া রেসিপি তৈরি শেখাবেন সুতপা দে এবং কেয়া গুহ দত্ত। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

সন্ন্যাসী রাজা বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আট**

১০.২৪ ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বই দোবরা
জি সিনেমা : বেলা ১১.১০ হম সাথ সাথ হ্যায়, দুপুর ২.৪৮ ক্রু, বিকেল ৪.৪৫ সিম্বা, সন্ধে ৭.৫৫ ট্রিপল আর, রাত ১১.৩৮ দবং-থ্রি

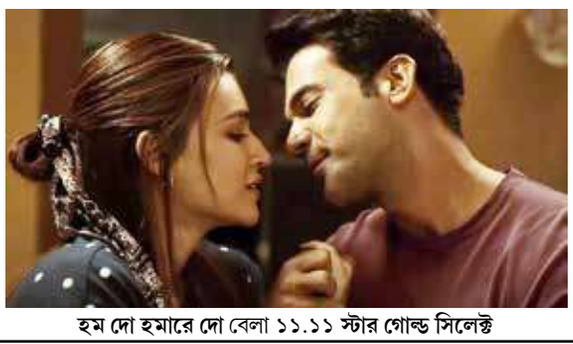

হম দো হমারে দো বেলা ১১.১১ **স্টার গোল্ড সিলেক্ট**

২৬ বছর পর ঘরে ফেরাল এসআইআর

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১১ এপ্রিল : দুই যুগেরও বেশি সময় পর 'পাজি' ছেলেটাকে দেখে চমকে উঠছেন এলাকার মানুষজন। ঠাকুরদার ধমক খেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া ছেলেটা এখন ৪১ বছরের তরুণ। যাঁরা চিনতে পারছেন, তাঁরাই প্রশ্ন করছেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগজান এলাকার বাসিন্দা গোসাই সরকার ও দুর্গা সরকারের বড় ছেলে প্রদীপ। গোসাই সরকার নামসংকীর্তন করে জীবিকানির্বাহ করতেন। তাঁদের দুই ছেলে প্রদীপ ও বিপ্লব। ছোটবেলায় দুষ্টুমির জন্য পাড়ায় পরিচিত প্রদীপের ডাকনাম ছিল 'পাজি'। হঠাৎই একদিন উধাও হয়ে যান তিনি। তখন বয়স বছর পনেরো।

বাড়ি ছাড়ার পিছনে কারণটাও ছিল প্রদীপের সেই দুষ্টুমি। সেই রাতে পাড়ার পাশেই একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার জেদ ধরেছিলেন প্রদীপ। তাতে বাধা দেন তাঁর ঠাকুরদা জগদীশ সরকার। ঠাকুরদার কথা শুনে বন্ধুদের সঙ্গে অনুষ্ঠান দেখে আর বাড়ি ফেরেননি প্রদীপ। পকেটে প্রায় ৫০০ টাকা নিয়ে উধাও হয়ে যান। বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পায়নি পরিবার। পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে আত্মীয়স্বজন এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছেও খবর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হদিস মেলেনি স্কুল পড়ুয়া ছেলেটার।

এরপর কেটে যায় দু'দশক। এরমধ্যে মারা গিয়েছেন প্রদীপের ঠাকুরদা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন মা-বাবাও। হঠাৎই মাস দেড়েক আগে এক পড়ন্ত বিকেলে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়ান এক তরুণ। চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হয়নি মা দুর্গা সরকারের। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

দু'দশকের জীবনসংগ্রামের গল্প শুনিয়েছেন প্রদীপ। জানিয়েছেন, বাড়ি ছাড়ার পর ট্রেনে চেপে সোজা দিল্লি চলে যান। সেখানে কয়েক মাস একটি চায়ের দোকানে কাজ করেন। পরে এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কলকাতা পাড়ি দেন। সেখানেই একটি বাড়িতে দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছর ধরে কাজ করছিলেন। একদিন সেই বাড়িতে শোনেন এসআইআর-এর কথা। তালিকায় নাম না থাকলে দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে, এমন 'কথা' শুনে জীবনে এই প্রথম ভয় পেয়েছিলেন। ভাবতে শুরু করেন কীভাবে নাম তুলবেন ভোটার তালিকায়। প্রদীপ নিজেই বলছেন, 'সাত ঘাটের জল খেয়েছি তো। তাই আধার কার্ডটাও বানিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম তুলব কীভাবে? তারপর শুনলাম ভিনরাজ্যে পুলিশ ধরপাকড় করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কলকাতায় যদি তা হয়, তাহলে আমার পরিচয় কী দেব? এসব ভেবেই ফিরে এলাম।'

বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রদীপ। ময়নাগুড়ির বাগজানে।

> **সাত ঘাটের জল খেয়েছি তো। তাই আধার কার্ডটাও বানিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু ভোটার তালিকায় নাম তুলব কীভাবে? তারপর শুনলাম ভিনরাজ্যে পুলিশ ধরপাকড় করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কলকাতায় যদি তা হয়, তাহলে আমার পরিচয় কী দেব? এসব ভেবেই ফিরে এলাম।**
>
> **প্রদীপ সরকার**

বাড়ি ফিরে মাসখানেক অস্বস্তি ছিল। তারপর আস্তে আস্তে বাইরে বেরোতে শুরু করেন। বাবা-মায়ের নাম আছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায়। সেই সূত্র ধরে ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে ভোটার হওয়ার আবেদনও করেছেন প্রদীপ। স্থানীয় বিএলও কমল রায় বলেছেন, 'নতুন করে ভোটার তালিকায় ওঁর নাম তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই করা হয়েছে।'

পাড়ার লোকজনের অবশ্য প্রদীপের ভোটার তালিকায় নাম থাকা নিয়ে এতটুকু মাথাব্যথা নেই। স্থানীয় বাসিন্দা শিব রায় বলছেন, 'ছোটবেলায় যে ছেলেটাকে পাড়ায় পাজি বলে ডাকতাম, সে এত বছর পর হঠাৎ করে আবার গ্রামে ফিরবে, এটা ভাবতেই পারিনি। প্রথমে তো চিনতেই পারিনি। পরে শুনে অবাক হয়েছি।' আরেক প্রতিবেশীর কথায়, প্রায় ২৫-২৬ বছর আগে ছেলেটা হঠাৎ করে উধাও হয়ে গিয়েছিল। তখন অনেক খোঁজাখুঁজি হয়েছিল। এতদিন পরে তাকে আবার গ্রামে দেখতে পেয়ে সত্যিই ভালো লাগছে।

বাড়ি ফিরে নতুন জীবন শুরু করতে চাইছেন প্রদীপ। বলছেন আর কোনওদিন বাবা-মাকে ছেড়ে যাব না। বাবা বলছেন, 'ছেলেকে আর কোনওদিন দেখব বলে ভাবিনি। এত বছর পর হঠাৎ দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি। ভগবানের কৃপায় ছেলেকে আবার ফিরে পেলাম।' আর মা বলছেন, 'ভাগ্যিস এসআইআর হচ্ছে। তাই তো ছেলেটা আবার ঘরে ফিরল।'

শহিদ বিএসএফ জওয়ানের শোকার্ত পরিবার। মোথাবাড়ির লক্ষ্মীপুরে।

মণিপুরে শহিদ জওয়ানের দেহ ফিরবে আজ

সেনাউল হক

মোথাবাড়ি, ১১ এপ্রিল : ফের উত্তপ্ত মণিপুরে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হলেন মোথাবাড়ির এক বিএসএফ জওয়ান। তাঁর নাম মিঠুন মণ্ডল (৩৪)। তিনি মোথাবাড়ি থানার উত্তর লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের ভাগজানটোলা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। শুক্রবার বিকেলে তিনি গুলিবিদ্ধ হন। বিএসএফ আধিকারিকরা সেই খবর জওয়ানের পরিবারকে জানানোর পরেই শোকের ছায়া নেমে আসে এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়ে শহিদের পরিবারও। মিঠুন মণিপুরের উখরুল জেলার মংকট চেপু এলাকায় টহলরত ছিলেন। সেখানে দুই জঙ্গি গোষ্ঠীর মধ্যে গুলি বিনিময়ের মধ্যে পড়েই হঠাৎ তিনি প্রাণ হারান বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে ইম্ফলের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার দেহ ময়নাতদন্তের পর রবিবার তাঁর দেহ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছোবে।

প্লেনে করে প্রথমে দেহ কলকাতায় তারপর মালদার নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে সম্মান প্রদর্শনের পর বাড়িতে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। কৃষক পরিবারের ছেলে মিঠুন। তাঁর বাবা মন্টু মণ্ডল পেশায় কৃষক। স্ত্রী সুলেখা মণ্ডল ছাড়াও দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রয়েছে মিঠুনের। তিনি গত নয় বছর ধরে বিএসএফ-এ চাকুরিরত ছিলেন। তাঁর বাবা বলছেন, 'আগামী ২৫ তারিখ ছেলের বাড়ি ফিরে আসার কথা ছিল। বাড়িতে সত্যনারায়ণের পুজো রয়েছে। শেষপর্যন্ত আমার ছেলেটা বাড়ি আসতে পারল না। এভাবে ছেলে চলে গেল, ভাবতেই পারছি না। আমাদের এখন কী হবে তাও বুঝতে পারছি না।'

অসহায় অবস্থায় তিনি প্রশাসনের কাছে তাঁর বৌমা সুলেখার জন্য একটা চাকরির আবেদন জানিয়েছেন। ভেঙে পড়েছেন সুলেখাও। বললেন, 'পাঁচ মাস আগে বাড়ি থেকে গিয়েছিল। এখন আমার স্বামী আমার কাছ থেকে চিরতরে হারিয়ে গেল। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কী করে বাঁচব আমি?' শনিবার

শহিদ মিঠুন মণ্ডল।

দুপুরে নারায়ণপুর বিএসএফ ক্যাম্প থেকে আধিকারিকরা এসে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। মিঠুন স্থানীয় আলমটোলা নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ও উত্তর লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে বিএসএফ-এ চাকরি পান। এদিন তাঁর প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় এক মিনিট নীরবতা পালন করে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মদনমোহন মণ্ডল বলেন, 'আমাদের স্কুলের ছাত্র দেশের জন্য প্রাণ বলিদান করেছেন। আমরা তাঁর জন্য গর্বিত।'

মহারাজাদের জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন

কোচবিহার, ১১ এপ্রিল : দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ও দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের উদ্যোগে শনিবার মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের ৫৬তম মৃত্যুবার্ষিকী এবং মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের ১৪৪তম জন্মদিন পালন করা হয়। কোচবিহার শহরের তোর্ষা নদীর পাড়ে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী কেশব আশ্রমে এই দিনটি পালিত হয়। মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারাজা রাজরাজেন্দ্রনারায়ণের সমাধিতে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর পাশাপাশি সাগরদিঘি সংলগ্ন আমতলা মোড় এবং এনবিএসটিসি অফিসের সামনে অবস্থিত মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন দ্য কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ, কোষাধ্যক্ষ কুমার জগদীশনারায়ণ, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মী কুমার মানবেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ।

আজ প্রচারে মালদায় দেব

মালদা, ১১ এপ্রিল : রবিবার মালদা শহরে আসছেন অভিনেতা এবং তৃণমূল সাংসদ দেব। মালদা শহরের ২ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনির ইউনাইটেড ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির মাঠে নির্বাচনি জনসভায় দেব অংশগ্রহণ করবেন। ইংরেজবাজারের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আশিস কুণ্ডুর সমর্থনে জনসভা করবেন এই সাংসদ-অভিনেতা। ইতিমধ্যেই সভার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। রবিবার বিকেল ৫.৩০ নাগাদ তিনি জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন বলে তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় স্তরে বেশ কয়েকদিন থেকেই নেতা-কর্মীদের দাবি ছিল মালদায় তারকা প্রচারক আনা হোক। সেই দাবি মেনেই দেবকে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোটের আগে আরও তারকা প্রচারক আনার চেষ্টা চালাচ্ছে তৃণমূল।

উলটোদিকে বিজেপিও রাজ্য এবং কেন্দ্রের তারকা প্রচারকদের আনার চেষ্টা চালাচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

পড়ুয়াদের দিশা দেখাতে এডুকেশন কনক্লেভ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : উত্তরবঙ্গের শিক্ষাজগতে নতুন দিগন্তের দিশা দেখাতে শিলিগুড়িতে একটি শিক্ষামূলক সম্মেলনের আয়োজন করল কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির (সিআইআই) নর্থবেঙ্গল জোনাল কাউন্সিল। শনিবার হিলকার্ট রোডের একটি অভিজাত হোটেলে আয়োজিত 'সিআইআই নর্থবেঙ্গল এডুকেশন কনক্লেভ ২০২৬'-এর প্রধান লক্ষ্য ছিল, উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও শিল্পের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানো। এছাড়া কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কীভাবে বর্তমানে সমস্তক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে এবং এআই-এর প্রভাবে কী হচ্ছে, তা নিয়ে ওই সম্মেলনে আলোচনা হয়।

হিলকার্ট রোডের একটি অভিজাত হোটেলে সিআইআই-এর সম্মেলন।

অংশ নেয় আটটি জেলার পড়ুয়া।

শিলিগুড়ি যাতে শিক্ষা হাবে পরিণত হয়, সেজন্য অনেকদিন ধরেই চেষ্টা করছে সিআইআই। ওই কনক্লেভে পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। পড়ুয়াদের সুবিধার্থেই কনক্লেভের আয়োজন করা হয় বলে জানাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের শিক্ষা পরিকাঠামো তুলে ধরেন সিআইআই-এর চেয়ারম্যান (নর্থবেঙ্গল জোনাল কাউন্সিল) সতীশ মিত্রকা। তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গে মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও উচ্চশিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগও অনেক কম। পড়ুয়াদের দিশা দেখানোর জন্য এই কনক্লেভ।'

সম্মেলনে উত্তরের শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য উত্তরবঙ্গে একটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি (এনআইটি), সিআইআই ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে একটি এআই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স তৈরির পাশাপাশি নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশকে যুক্ত করে একটি আন্তর্জাতিক শিক্ষা করিডর, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। দাবিগুলো সিআইআই-এর তরফে শিক্ষামন্ত্রককে জানানো হবে।

সম্মেলনের চারটি সেশনে এআই-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের উপাচার্য বিশ্বজয় চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এআই এখন শিক্ষা ও শিল্পে অপরিহার্য। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়ুয়াদের এবিষয়ে পাঠ দেওয়া উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে এআই ভবিষ্যতে আরও পরিবর্তন আনবে।' এআই-কে শর্টকাট টুল হিসেবে ব্যবহার না করে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়, তাহলে পড়ুয়াদের ভবিষ্যতে চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধে হবে বলে মন্তব্য করেন এআই বিশেষজ্ঞ অর্ণব চক্রবর্তী। এমনকি আগামী কয়েকবছরে ড্রোন জিনিস ডেলিভারির কাজ করবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫১৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৪৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৪৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

CINEMA সিনেমা

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
বিবি পায়রা — SHOW TIME 10.30 AM 04.30 PM BENGALI (U/A)
DHURANDHAR PART-2 — SHOW TIME 12.30 PM 06.45 PM HINDI (A)

শিক্ষা-দীক্ষা

■ পঃ বঃ সরকারের ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার/ওয়্যারম্যান কোর্সে ভর্তি চলিতেছে, যোগ্যতা- MP/ ITI, ট্রেনিং শেষে 100 % কাজের ব্যবস্থা আছে। Cont : YVTC-Alipurduar- M : 8167258938. (C/120161)

TUITION

■ Math, Sc., I.T./I.P ব্যাচে/ বাড়ি গিয়ে পড়ানো হয়। (V-XII) (CBSE/ICSE/W.B.) শক্তিগড়। M : 9563140827. (C/113758)
■ XI/XII- Physics with NEET/ JEE in batch/home. Slg- 7031765322. (C/113755)
■ বাড়িতে/কোচিং সেন্টারে CBSE/ ICSE/WB-(Math/Sci) যত্ন নিয়ে পড়ানো হয়। M : 82509-47913, শিলিগুড়ি। (C/121179)

স্পোকেন ইংলিশ

■ সাবলীল উচ্চারণ চর্চায় ইংরেজি বলতে শেখার অভিনব সহজ পদ্ধতি। অভিজ্ঞ শিক্ষকের ৩ মাসের কোর্স। শেখার গ্যারান্টি। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন। 97335-65180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/121165)

আবশ্যক

■ Land required for promoting and developing at Siliguri. Ph : 98323-78910. (C/113729)

ভাড়া

■ শিলিগুড়ি হাকিমপাড়া, বলাইদাস চ্যাটার্জি রোডে, আনুমানিক ১৪০০ বর্গফুট বাড়ি ভাড়া। স্কুল/অফিস অগ্রগণ্য। ফোন : 8116444206.
■ 3 BHK ফ্ল্যাট ভাড়া- 1200 স্কোঃ ফিঃ সেমি ফার্নিশড। সামনের দিকে ঢাকা পার্কিং, জীবন বিমা নগর, সেবক রোড - M: 9434308716. (C/121177)

আয়া/সেবিকা

■ শিলিগুড়ি শহরে 24 ঘণ্টা কাজের জন্য একজন পিছুটানহীন দায়িত্বসম্পন্ন মধ্যবয়স্কা সেবিকা অতিসত্বর প্রয়োজন। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ - 7602208413. (C/121180)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা-501/-। (C/121180)

বিক্রয়

■ First floor 870 sqft 2 BHK flat for sale in North Bharat Nagar near Tarun Tirtha Club. Ph : 9434377864. (C/121270)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি, হাকিমপাড়া 570 ফিট তিনতলায় (2 B.H.K পুরানো ছোট ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়। লিফট নেই, দাম 21 লাখ। মো ঃ 9474897702. (C/113759)
■ মাদারিহাট জঙ্গলের পাশে একটা রানিং রিসোর্ট বিক্রি আছে কন্টাক্ট নম্বর - 8777325933/ 8478962564. (C/121174)
■ Flat for sale in South Bharat Nagar, Siliguri. First Floor 3bhk 1350 sqft. 3rd floor 3Bhk 1050 sqft & 2 bhk 700 sqft. Ph: 9933042000. (C/121234)
■ শিলিগুড়ি নর্থ বেঙ্গল মেডিকেলের নিকটে এবং ডাবগ্রাম মাতৃসদনের সামনে ও শক্তিগড়ে ফ্ল্যাট বিক্রয়। M : 9434181429/ 8101905858. (C/121177)
■ 850 sq.ft flat in 2nd Floor & Garage sale near Hati More, Siliguri 9749308062/ 8918793788. (C/120660)
■ Established, long-running business in Siliguri for sale. Profitable and reasonably priced. For details, Call : 9002448425. (C/121344)
■ শিলিগুড়ির Subhaspallyতে এক কাঠা জমি বিক্রয়। M : 9434011008. (C/121177)
■ Shop for sale- 500 sqft (Commercial) 1st Floor, Mohan Plaza, Pakurtala More (Slg). 98323-72872. (C/121339)

বিক্রয়

■ মালদা স্টেশন রোডের উপর PNB ব্যাংকের কাছে বাড়ি সহ ২ কাঠা জমি বিক্রয়। M - 9932166413/ 9775427379. (C/115485)
■ ইস্টার্ন বাইপাস আশিঘর মোড় থেকে সাহুডাঙ্গী যাওয়ার মেন রোডে নতুন পেট্রোল পাম্প (ফারাবাড়ি) এর উলটোদিকে 3,4,5 কাঠা করে জমি বিক্রি হচ্ছে। 9332492359. (C/121180)
■ Plot for sale 8.25 Bigha at Fatapukur, 150x800 ft, front open, 3 side 11ft wall, 9434212559. (C/121353)
■ Ready flat for sale, 2 BHK 3rd floor E.V. Pally near Friends Union Club 9434059042/ 9434050205. (C/121332)
■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডে একটি ব্র্যান্ড নিউ 3 BHK/2 BHK (2nd floor) ফ্ল্যাট কিনুন তাও অবিশ্বাস্য দামে। এখনই যোগাযোগ করুন। 7318794323. (C/120882)

ডিস্ট্রিবিউটার চাই

■ জনপ্রিয় ব্র্যান্ড 'অহনা গোল্ড ঘি' বিক্রির জন্য এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটার এবং বড় কাউন্টার বিক্রেতা চাই। 'অহনা গোল্ড ঘি' খেয়ে দেখুন। বাজারের সেরা না হলে ১০০% ফেরত! যোগাযোগ : 9749827856/ 7364855525. (A/K)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ R.O পানীয় জল কারখানা করে, মাসিক লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করুন। 6291409300/ 7890737045. (K)

প্রি স্কুল ব্যবসার সুযোগ

■ Kensington Kidz, Pune-এর Franchise নিয়ে নিজের Pre School & Day Care Centre খুলুন। সকল সাপোর্ট সহ Franchise Fee-3.99 Lakh মাত্র। www.kensingtonkidz.com, M : 8388837355. (C/A)

কর্মপ্রার্থী

■ শিলিগুড়ি অঞ্চলে (সকাল/সন্ধ্যায়) পার্ট টাইম (বাড়ির/দোকানে) রান্না বা যে কোনও কাজ করতে চাই। (F - 37) 8584963770. (C/121343)
■ Piaggio গাড়ি Part Time ভাড়ায় চালাতে চাই। 94763-92714. (C/121179)

কর্মখালি

■ Required sales girl for Salwar Suit shop at Siliguri. M - 8617638159. (C/113753)
■ Needed residential marketing executive for a reputed manufacturing company. Qualification - +2 and above. Fixed salary and company benefits. Call/waap - 8617733168. (K)

কর্মখালি

■ Coochbehar Subidha Nidhi Limited -এ Agent নেওয়া হইবে। 'Banking Working Purpose'. যোগাযোগ - 7063774356. (C/120663)
■ জরুরি ভিত্তিতে নতুন নিয়োগ (ফ্রেশার বা অভিজ্ঞ উভয়ের জন্যই), শিলিগুড়ি, সেবক রোডে একটি Electronic মেরামত দোকানে। Call - 7501597431. (C/121342)
■ কোচবিহারের এক স্বনামধন্য ডায়াগনস্টিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিজ্ঞ মার্কেটিং ছেলে চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 9999328241. ফার্মা ব্যাকগ্রাউন্ড হলে প্রেফারেবল। (C/120662)
■ শিলিগুড়ির পারিবারিক বাবা লোকনাথ মন্দিরের সর্বস্ব দেখাশোনার জন্য পিছুটানহীন মহিলা চাই, থেকে কাজ করতে হবে। Ph :- 9434760688.
■ শিলিগুড়িতে লজে কাজের রুমবয় চাই, অভিজ্ঞ শিলিগুড়ির বাইরের। (9093470526) 10 A.M. to 9 P.M. (C/121357)
■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারে দিনরাত থেকে ঘরোয়া কাজের জন্য মেয়ে চাই। বেতন - ৮০০০/- ফোন : 7001937203. (C/121177)
■ Wanted one male Cook for a family in Mumbai, having knowledge of cooking vegetarian food. Interested person may contact 9832022119. (C/121180)

কর্মখালি

■ জেলাভিত্তিক শিলিগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দিনাজপুর (উঃ ও দঃ), মালদা জন্য ভেরিফিকেশনের কাজের ছেলে চাই। মাইনে 18 হাজার, অ্যান্ড্রয়েড ফোন ও টু হুইলার থাকতে হবে। M : 9163602275. (K)
■ শিলিগুড়ি মিলন মোড়ে বাড়ীর কাজের জন্য ফুলটাইম থাকা খাওয়া সহ ১ জন ঘরোয়া মহিলা চাই। বেতন ৬ হাজার। দুধের দোকানের জন্য ২ জন মহিলা কর্মী চাই। বেতন যোগ্যতানুসারে। (M) 89107-50023. (C/121178)
■ Workshop Manager and Spare Parts Sales Executive required for Yamaha Service Centre, Sevoke Road. Call 9851000888 Interview on 13.04.2026 from 11.00 AM to 1.00 PM. (C/121179)
■ Teachers required for RSM Public School Gahmar Ghazipur UP English Medium for class 10th Science, Math, English sst and Music Subjects good salary fooding and lodging free. (M):- 8604460736. (C/121179)
■ Required Hospital Marketing Person - 5 (M/F), Receptionist - 2 (F), Swaasthya Sathi & Cashless computer Operator - 1, Manager - 1, Security Guard - 2. Contact - 7908585890 (Slg). (C/121179)

কর্মখালি

■ Female Cook / Helper required for momo shop near Delhi. Salary, Room, Food & other facilities. Contact 9910989585. (C/121346)
■ সুকান্তনগর শিলিগুড়ির পাইকারি ঔষধের দোকানে কাজের জন্য ছেলে লাগবে। বেতন 10,000 টাকা। যোগাযোগ 9475757623. (C/113757)
■ শিলিগুড়ির "AD Agency" তে Computer জানা এবং Sales এর কাজের জন্য ভালো ছেলে/মেয়ে প্রয়োজন। শিলিগুড়ি নিবাসী থাকা আবশ্যক। (M)- 7679704691. (C/121180)
■ জুয়েলারি শোরুমে শিলিগুড়ির স্থানীয় অভিজ্ঞ সেলসম্যান, সেলস গার্ল ও বিলিং কাউন্টারে কম্পিউটার জানা ফিমেল প্রয়োজন। (M):- 7908409567, শিলিগুড়ি। (C/121181)
■ Job Vacancy, 10 Female Experience Tele Caller Required, Qualification:- 12th pass and above, Product:- Used Car Finance, Location:- Siliguri, Language Known:- Hindi, Bengali, Nepali & English, Salary Rs. 10,000 per Month + Huge Incentive (T.C. apply) Mail your CV:- hr@findeal.in Contact:- 7679096825// 7866031180. (C/121351)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

’২৬-এর ভোটযুদ্ধ

কোনও দলের নির্বাচনি প্রচারে

কাঠশিল্প ঠাঁই পায় না

ভোট কণ্ঠ

শুভদীপ শর্মা ও সপ্তর্ষি সরকার

লাটাগুড়ি ও ধূপগুড়ি, ১১ এপ্রিল : একটা সময় ছিল যখন উত্তরবঙ্গের একেবারে উত্তরদিকের ডুয়ার্স বলয়কে বলা হত ‘ল্যান্ড অফ থ্রি টি’। সোজাভাবে বললে বলা হয় টি, টিম্বার এবং ট্যুরিজমের ওপরেই দাঁড়িয়েছিল এই ভৌগোলিক এলাকার আর্থসামাজিক গতিবিধি, ওঠাপড়া সবটাই। হাজারো টানাপোড়েনের মধ্যেও চা এবং পর্যটন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখলেও টিম্বার অর্থাৎ কাঠশিল্পের তকমা হারিয়ে আপাতত কোমায়।

ভোটের ভরা বাজারে হাজারো ইস্যুর ভিড়ে ডুয়ার্সের হারানো কাঠশিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার কথা শোনা যায় না শাসক-বিরোধী কোনও দলের মুখেই। লাটাগুড়ি, গয়েরকাটা, চালসার মতো যেসব জনপদে একসময় কাঠের ব্যবসার রমরমা ছিল আজ সেখানে কাঠের লেশমাত্র খুঁজে মেলা ভার। লাটাগুড়ির বাসিন্দা কাঠমিলের মালিক প্রবীণ কমল ভৌমিক বলেন, ‘একের পর এক সরকারি বিধিনিষেধের কারণে কাঠের জোগান ক্রমশ কমে যায়। ফলে অনেক মিল বন্ধ করে দিতে হয়েছে। যে জায়গায় একসময় করাতকল ছিল, সেখানে এখন ছোট-বড় রিসর্ট তৈরি হচ্ছে।’

একসময় শুধু লাটাগুড়িতেই ১৪টি করাতকল চলত রমরমিয়ে। মিলগুলিতে রুজিরোজগার হত হাজার দশেকের বেশি মানুষের। সময় এবং সরকারি নিয়মের আঘাতে বর্তমানে লাটাগুড়িতে এখন কোনওক্রমে চারটি করাতকল চলছে। পুরোনো বাসিন্দারা বলছেন, কাঠকে কেন্দ্র করে লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্সের শিল্প রমরমা ছিল স্বাধীনতার আগে থেকেই। সেই স্বর্ণযুগ চলেছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আড়াই দশক পর্যন্ত। বন বিভাগ জঙ্গল থেকে বিভিন্ন গাছ নির্বাচন করে সেগুলিকে চিহ্নিত করত এবং নির্দিষ্ট ‘কুপ’ হিসেবে ভাগ করে সরকারি নিলামের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করত। ব্যবসায়ীরা জঙ্গল ঘুরে গাছ দেখে পছন্দ করে নিলামে অংশ নিতেন। এরপর বন বিভাগের অনুমতিতে গাছ কেটে আনা হত করাতকলে। পুরো প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকতেন বিপুল সংখ্যক শ্রমিক। ডুয়ার্সের কাঠশিল্পের অতীত ঘাঁটলে যেটুকু তথ্য মেলে তা থেকে জানা যায় আটের দশকের মাঝামাঝি প্রথম আঘাত আসে এই শিল্পে। পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে বড় পরিবর্তন আসে সরকারি বন নীতিতে। ১৯৭৫-’৭৬ সালে বন দপ্তর ‘ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন’ গড়ে কাঠের নিলামের ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ তুলে নেয়। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে বন দপ্তর নিজস্ব ডিপোতে জমা করতে শুরু করে। এরপর ১৯৮৫-’৮৬ সালের মধ্যে কাঠের সাবেক নিলাম পদ্ধতিও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

কাঠের ব্যবসায় সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধির পেছনে পরিবেশ রক্ষার ধুয়ো যতটা কাগজপত্রে তার সিকিভাগও বাস্তবে নেই। পরিমাণে কমলেও এখনও নিরবচ্ছিন্নভাবে কাঠ চুরি হয় জঙ্গল থেকে। চুরি কিছুটা কমার পেছনে সরকারি উদ্যোগ যতটা দায়ী তার থেকেও বেশি বড় কারণ বাজারে কাঠের বিকল্পের জোগান বৃদ্ধি। কাঠের ব্যবসায় জড়িত লোকেরা সরাসরি প্রশাসন বা সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়াতে না চাইলেও অনেকেই মনে করেন বনসৃজন এবং কাঠের জোগানের জন্য পরিণত গাছ কাটা দুটোই পরিকল্পনামাফিক হওয়া উচিত। করাতকলের ব্যবসা ছেড়ে বর্তমানে ঠিকাদারিতে নামা ধূপগুড়ির সুমন্ত্র সিনহা বলেন, ‘সরকার ঠিকমতো গাছ লাগাতে পারেনি, বাঁচাতে পারেনি এমনকি পরিকল্পিতভাবে গাছ কেটে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং নবীকরণও করতে পারেনি। ডুয়ার্সের কাঠশিল্পকে হাতে ধরে শেষ করা হয়েছে।’

গয়েরকাটার মতো ছোট জনপদকে ঘিরে একসময় পাঁচটিরও বেশি বড় মাপের করাতকল চলত। সংখ্যায় এখনও দুটি করাতকলের অস্তিত্ব রয়েছে। গয়েরকাটার বাসিন্দা কিংশুক রায় বলেন, ‘আগে যেহেতু ব্যবসায়ীরা বন বিভাগের মাধ্যমে বন থেকে বাছাই করা গাছ কেটে আনার অনুমতি পেতেন সেহেতু গয়েরকাটা, চালসা, লাটাগুড়ির মতো ফরেস্ট লাগোয়া জনপদেই এই শিল্পের বিকাশ হয়েছিল। এখন অনলাইনে সারা রাজ্যের বড় পুঁজিপতিদের দখলে সেই কারবার।’

ভোট আসে যায়। ইস্যু বদলায়। বদলে যায় নেতার মুখ। বদলায় না শুধু ভাবনা। পরিবেশ রক্ষার ধুয়ো তুলে বন থেকে গাছ কাটা কতটা কমানো গিয়েছে তা বিতর্কের বিষয় কিন্তু নিয়মের গ্যাঁড়াকলে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছে ডুয়ার্সের কাঠশিল্পকে। সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়মের কচকচিতে বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু তাতে ডুয়ার্সের সাধের টিম্বার তকমায় ধুলোর স্তর আরও পুরু হয়েছে।

সহাবস্থান।। একই দেওয়ালে পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেস, বামফ্রন্ট ও বিজেপির প্রার্থীদের প্রচারে দেওয়াল লিখন। বালুরঘাটে। -মাজিদুর সরদার

খসে পড়েছে ‘প্রিয়’ নক্ষত্র

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : ‘প্রিয়’ নক্ষত্রের অভাবে বন্ধ হয়েছে দুর্গাপুজো। বিশালাকার দুর্গা মন্দিরের চাঙড় ভেঙে আজ ভগ্নদশা অবস্থা। এঁটেল মাটির উঠোনে সচরাচর পা পড়ে না কোনও রাজনৈতিক নেতৃত্বের। ফলে বিনা সংঘাতে উঠোনের ইতিউতি আপন মনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দূর্বাদল।

একসময় দাশমুন্সী বাড়ির দুর্গাপুজো হয়ে উঠত রাজনৈতিক মিলনক্ষেত্র। আজ যাঁরা উত্তর দিনাজপুর জেলায় রাজ্যের শাসকদলের প্রার্থী, তাঁরাই একসময় এই দাশমুন্সী বাড়ির উঠোনে চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতেন প্রিয়দার রাজনৈতিক বাণী শোনার জন্য। কিন্তু এখন ‘যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে’, রবি ঠাকুরের লেখনিকে সার্থক রূপ দিতে আর এঁটেল মাটির উঠোনে পা রাখেন না তাঁর রাজনৈতিক শিষ্যরাও, তাঁরা এখন অন্য ফুলে ঘ্রাণ নিতে ব্যস্ত। ভোটের আবহে নিঃশব্দের আস্তরণে যেন বন্দি কালিয়াগঞ্জের শ্রীকলোনিপাড়ার প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সীর বাড়ি। বাড়ির বাইরের দেওয়ালে কংগ্রেস প্রার্থী গিরিধারী প্রামাণিকের উজ্জ্বল দেওয়াল লিখন যেন বাড়িটির রাজনৈতিক মান মর্যাদা ধারণ করেছে।

কিন্তু উত্তরবঙ্গের কংগ্রেসের এই আঁতুড়টি যেন রাজনৈতিকভাবে কোথাও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে প্রিয়রঞ্জনের মৃত্যুর প্রায় ৯ বছর পর। ‘শ্রী’ হারিয়েছে শ্রীকলোনি। তবে এমন পরিস্থিতিতে কালিয়াগঞ্জে কংগ্রেস প্রার্থীর একমাত্র জিয়নকাঠি প্রিয়রঞ্জন নামটিই। ভোট প্রচারের আঙিনায় প্রিয়রঞ্জনের অধরা স্বপ্ন উত্তরবঙ্গে এইমস, প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি যেন বেঁচে ওঠেন জনমানসের হৃদয়ে। কালিয়াগঞ্জের কংগ্রেস নেতৃত্বের আফসোস, মৃত্যুর পর প্রিয়দার রত্নভাণ্ডারসম রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা রেখে গেলেও, প্রকৃত ধারকের অভাবে আজ তা অস্তমিত।

প্রিয়রঞ্জনের অবর্তমানে প্রিয় জায়া দীপা দাশমুন্সী বিশ্বাসের দাগ কাটার চেষ্টা করেছিলেন কালিয়াগঞ্জের জনমানসে। কিন্তু জেলায় প্রিয় আবেগ ধরে রাখতে প্রাক্তন সাংসদ দীপা ব্যর্থ হন অচিরেই। উলটে ‘পরিযায়ী নেত্রী’র তকমা জুটে যায়। ভোটের বাদ্যি বাজলে ‘ডুমুরের ফুলের’ মতো হঠাৎ নিজের জেলায় উদয় হন এআইসিসির অন্যতম সদস্যা দীপা। দু’-একটি জনসভা, গ্রাম বৈঠক, দলীয় কর্মী ও নেতৃত্বর সঙ্গে বৈঠক সারেন এবং ফের উড়ে যান দিল্লিতে। তবে প্রতিটি নির্বাচনে কালিয়াগঞ্জে নিজের ভোটকেন্দ্রে ছেলে মিছিলকে নিয়ে সাতসকালে ভোটারদের লাইনে দেখতে পাওয়া যায় তাঁকে। ব্যাস, ওইটুকুই।

ভোটের ডঙ্কা বেজেছে। যে কোনও সময়ে কালিয়াগঞ্জের বাড়িতে আসতে পারেন দীপা। এক সময়ের একান্নবর্তী দাশমুন্সী বাড়ি আজ কেয়ারটেকারের তত্ত্বাবধানে। দীপা আসতে পারেন বুঝতে পেরে তাই প্রতিদিনই অল্প অল্প করে বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করছেন বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা সঞ্জিত সিং। কবে বাড়িতে আসবেন দীপা দাশমুন্সী? প্রশ্ন শেষ হতেই সঞ্জিতের উত্তর, ‘সামান্য আদার ব্যবসায়ী হয়ে জাহাজের খবর আমি রাখি না বাবু।’ বোঝা গেল, নদীতে জল না থাকলেও বালুতে আজও স্রোতের দাগ স্পষ্ট।

কালিয়াগঞ্জ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি সুজিত দত্ত বলছেন, ‘বৌদি কেরলে ভোটের দায়িত্বে রয়েছেন। খুব শীঘ্রই কালিয়াগঞ্জে ভোট প্রচারে আসবেন। জেলাজুড়ে প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে নামবেন। বিশেষ করে উত্তর দিনাজপুরের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয়দার কথা ছাড়া রাজনৈতিক বক্তব্য কখনও সম্পন্ন হয় না।’

> কালিয়াগঞ্জে কংগ্রেস প্রার্থীর একমাত্র জিয়নকাঠি প্রিয়রঞ্জন নামটিই। ভোট প্রচারের আঙিনায় প্রিয়রঞ্জনের অধরা স্বপ্ন উত্তরবঙ্গে এইমস, প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি যেন বেঁচে ওঠেন জনমানসের হৃদয়ে। কালিয়াগঞ্জের কংগ্রেস নেতৃত্বের আফসোস, মৃত্যুর পর প্রিয়দার রত্নভাণ্ডারসম রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা রেখে গেলেও, প্রকৃত ধারকের অভাবে আজ তা অস্তমিত।

ভাত ছাড়াও চলে কারও, মুড়িতেও ভরসা প্রার্থীর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১১ এপ্রিল : সকাল থেকে রাত, বিরামহীন ছোটা ভোট সংগ্রহের তাগিদে। সভা থেকে মিছিল, আবার বাড়ি বাড়ি ছোটা সাধারণের মন জয়ের চেষ্টায়। ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই ব্যস্ততা বাড়ছে প্রার্থীদের। একটু এদিক-ওদিক হলেই পিছিয়ে পড়তে হবে প্রতিপক্ষের থেকে- আশঙ্কা তাড়া করছে প্রত্যেককে। তাই ঘাম ঝরানোর ক্ষেত্রে কেউই কার্পণ্য করছেন না। লম্বা রেসের ঘোড়া হওয়ার ক্ষেত্রে শরীরটাও সুস্থ রাখা চাই, তাই ডায়েট কন্ট্রোলেও এখন বিশেষ নজর প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের। ভোটার তালিকার মতো তাঁদের কাছে গুরুত্ব পাচ্ছে খাদ্যতালিকা।

‘কুকথা’ বলায় ‘বদনাম’ রয়েছে দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী উদয়ন গুহর। এক বছর ধরে ভাত না খেলেও তিনি প্রতিনিয়ত সকালে এক চামচ মধু খান। কিন্তু কেন? মজার ছলে উদয়ন বলছেন, ‘মধুর মধুর কথা যাতে বের হয়, তার জন্য মধু খাওয়া।’ শরীরকে সুস্থ রাখতে তাঁর প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় থাকছে এক বাটি দই, ডাল, সবজি, মাছের পাশাপাশি মরশুমি রকমারি ফল। এসময় জলপানে কোনও কার্পণ্য করছেন না তিনি। রাতের মেনুতে থাকছে হালকা খাবারই। গলার স্বর ঠিক রাখার ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি কোনও ওষুধ খান না, ভরসা রাখেন জলে।

বিজেপি প্রার্থী অজয় রায় নতুন দৌড় শুরু করলেও, এখনও চলছেন পুরোনো রুটিনেই। খাদ্যতালিকায় কোনও পরিবর্তন ঘটাননি তিনি। অজয় বলছেন, ‘আগেও যে খাবার খেতাম এখনও সেটাই খেয়ে থাকি। তবে নিয়মিত নিরামিষ খাবার।’ তার সঙ্গে অবশ্য স্বাস্থ্যের কোনও সম্পর্ক নেই দাবি করছেন বিজেপি প্রার্থী। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, সকালে অল্প ভাতের সঙ্গে থাকে ডাল ও সবজি। দুপুরেও ভাত, সবজিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তিনি। ভাতের পরিবর্তে রাতে তাঁর খাবারের থালিতে থাকে দুটো গরম রুটির সঙ্গে সবজি। গলার জন্য উদয়নের মতো তাঁরও বিশেষ খেয়াল নেই।

বাকিদের মতো সকাল থেকে সন্ধ্যা, প্রচারে ব্যস্ত ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী বিকাশ মণ্ডল। স্বাস্থ্য সচেতন যাটোর্ধ্ব বিকাশ সকালে ছাতু খেয়ে ভোট প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। দুপুরে ডাল, ভাতের সঙ্গে কোনওদিন থাকে মাছ। রাতে অবশ্য একেবারেই হালকা খাবারে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন তিনি। সেক্ষেত্রে তাঁর প্রথম পছন্দ একটু মুড়ি এবং দুধ। অন্য সময়ের থেকে এখন তাঁর জলপান একটু বেশিই।

সবমিলিয়ে চরম ব্যস্ততার মাঝে শরীরকে ঠিক রাখতে প্রার্থীরা এখন খাবারের রুটিনে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। অধিকাংশই গৃহলক্ষ্মীর পরামর্শে চলছেন। তবে এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা চলার পথে পরামর্শ নিচ্ছেন চিকিৎসকের।

দিনশেষে ক্লান্ত শরীর, তবুও লড়াই জারি

> ওঁদের কেউ পরিচারিকা, কেউ দিনমজুর। দিনভর বাইরের কাজ, বাড়িতে এসে সংসারের দায়িত্ব সামলানোর পর শুরু হয় লড়াই। হাতে তুলে নেন লাল পতাকা। জ্যোৎস্না, নীলিমা, মুক্তি, পূজা, সাকিরাদের তৈরি ঝান্ডা লাগানো হয় শহরজুড়ে।

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : ভোর পাঁচটায় তখনও সূর্যের আলো ঠিকমতো ফোটেনি, সেসময়েই তাঁদের দিন শুরু হয়। ওঁদের কেউ পরিচারিকা, কেউ দিনমজুর। দিনভর বাইরের কাজ, বাড়িতে এসে সংসারের দায়িত্ব সামলানোর পর শুরু হয় লড়াই। হাতে তুলে নেন লাল পতাকা।

জ্যোৎস্না, নীলিমা, মুক্তি, পূজা, সাকিরাদের তৈরি ঝান্ডা লাগানো হয় শহরজুড়ে। মিছিলে লালঝান্ডা হাতে নিয়ে হাঁটেন সিপিএমের হাজারো কর্মী-সমর্থক। এই কাজের কোনও পারিশ্রমিক নেই, স্রেফ ভালোবাসার টানে আদর্শের স্বার্থে নীরবে কাজ করেন তাঁরা।

বিধানসভার ভোটের আগে স্বাভাবিকভাবেই ব্যস্ততা বেড়েছে জ্যোৎস্না, সাকিরাদের। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জ্যোৎস্না সরকার গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির শিলিগুড়ি ২ নম্বর লোকাল কমিটির সদস্য। পরিচারিকার কাজের জন্য সকাল সকাল তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তে হয়। বাড়িতে স্বামী থাকলেও তাঁর হাতে তেমন কাজ নেই। ছেলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে সংসার সামলে তারপর কাজে বেরিয়ে যান। জ্যোৎস্নার কথায়,‘বহু বছর ধরে এই দলের সঙ্গে যুক্ত। আমরা যদি ঝান্ডা তৈরিতে হাত না লাগাই, তাহলে এই কাজগুলো কে করবে? চারটে বাড়িতে কাজ করে অনেকটা সময় চলে যায়। তাই অনেকসময় রাত জেগেও ঝান্ডা বানাই।’

দুই মেয়েকে নিয়ে সংসার মুক্তি দাসের। তাঁর একার ওপরেই সংসারের দায়িত্ব। মেয়েরা স্কুলে পড়াশোনা করে। রান্নার কাজ করা মুক্তি দাস বললেন, ‘এটা আমাদের কাছে শুধু কাপড়ের টুকরো নয়, এটা হল অধিকার আদায়ের প্রতীক। সারাদিন কাজ শেষে যখন বাড়ি ফিরি, তখন এই পতাকা তৈরির কাজ করে মনে হয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিছু করছি।’

নির্বাচন মানে যখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দাপট আর মোটা টাকার খেলা, তখন এই খেটেখাওয়া মহিলারাই সিপিএমের অন্যতম শক্তি। প্রার্থী যখন রাস্তায় নেমে দলের হারানো মাটি ফেরাতে দিনরাত প্রচার করছেন, সেসময়ে পিছনে থেকে আন্দোলনের ঝান্ডার জোগান দিচ্ছেন এই মহিলা বাহিনী।

তাঁদের তৈরি ঝান্ডাই স্থান পাচ্ছে সিপিএমের সভা, মিছিল বা সাধারণ মানুষের ঘরের চালে। স্বর্ণ স্কিমের এজেন্টের কাজ করেন সাকিরা রাম। ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়ছে। বাড়িতে ছেলে, স্বামীর জন্য খাবার তৈরি করা থেকে ঘরের সব কাজ সামলে তিনি এই ঝান্ডা তৈরির কাজ করেন। তাঁর কথায়, ‘সারাদিন বাইরে কাজ করে রাতে ফাঁকা সময়ে এই ঝান্ডা তৈরির সময় নিজেদের খুব শক্তিশালী মনে হয়। অনেক সময় রাত দুটো-তিনটে বেজে যায়। কিন্তু শরীর ক্লান্ত হলেও হাল ছাড়ি না।’

দিনের শেষে তাঁরা যে শুধু শ্রমিক নন, লালঝান্ডার একজন কারিগরও। এরকম লড়াকু মহিলাদের জন্যই দলকে জিততে হবে বলে মন্তব্য শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর।

রক্তাক্ত বিশ্ববিবেক

ইরানে মার্কিন মিসাইল হামলায় শতাধিক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু একবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে এক চরম লজ্জার মুখে ঠেলে দিয়েছে। একদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বেপরোয়া আস্ফালন ও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ, অন্যদিকে পরাশক্তিদের খামখেয়ালিপনার সামনে রাষ্ট্রসংঘের নখদন্তহীন আত্মসমর্পণ- এই ভয়াবহ দ্বিচারিতাই এখন বিশ্ব রাজনীতির নগ্ন বাস্তব। মানবাধিকারকে শিকেয় তুলে আদতে গায়ের জোর আর ভেটো ক্ষমতার জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রাণ ও আন্তর্জাতিক আইন। বিশ্ববিবেকের এই রহস্যময় নীরবতা কি তবে এক নতুন বিশ্ব অরাজকতারই ইঙ্গিত? ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসন এবং প্রাসঙ্গিকতা হারানো রাষ্ট্রসংঘের অস্তিত্বের গভীর সংকট নিয়েই এবারের উত্তর সম্পাদকীয়র দুটি বিশেষ প্রতিবেদন।

-এআই

যুদ্ধাপরাধী ট্রাম্প এবং নীরব বিশ্ব

জয়জিৎ বণিক

যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের মাটি, গুঁড়িয়ে যাওয়া একটি স্কুলবাড়ি, আর তার নীচে চাপা পড়ে থাকা একশোরও বেশি নিরীহ স্কুল ছাত্রীর মৃতদেহ—এ কোনও হলিউড সিনেমার গল্প নয়। এটি ২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারির এক ভয়ংকর বাস্তব। ইরানের দক্ষিণের মিনাব শহরের 'সাজারে তায়েবে' প্রাইমারি স্কুলে মার্কিন সেনার ছোড়া তিনটি 'টমাহক' মিসাইলের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১৭৫ জন সাধারণ মানুষ, যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ছোট ছোট শিশু। যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিনেই আমেরিকার এই নিষ্ঠুর হামলা আধুনিক বিশ্বের মানবিকতাকে যেন এক ধাক্কায় খাদের কিনারায় ফেলে দেয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের এবং ভয়ের ব্যাপার হল, এত বড় একটা খুনের পরও বিশ্বের যে দেশগুলো মানবাধিকারের বড়াই করে, তারা আজ কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চুপ। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই ঘটনার পর যে ভাষায় দম্ভ দেখিয়েছেন, তা শুনে প্রশ্ন জাগতেই পারে—ডোনাল্ড ট্রাম্পকে কেন অবিলম্বে একজন 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে ঘোষণা করা হবে না? আমরা কি সত্যিই এমন এক দুমুখো নীতির দুনিয়ায় বাস করছি, যেখানে ক্ষমতাশালী হলে সব খুনই মাপ?

গোয়েন্দাদের চরম গাফিলতি এবং পুরোনো তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চালানো মিনাবের এই হামলা যে নিছক কোনও যন্ত্রের ভুল ছিল না, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস বা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংস্থা। এত বড় ভুল প্রমাণের পরও কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসনের ঔদ্ধত্য এক ফোঁটাও কমেনি। উলটে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট সাংবাদিক সম্মেলনে অত্যন্ত দম্ভের সঙ্গে বলেছেন, 'ইরানের সঙ্গে আলোচনা করা যায় না, ওদের বোমা মেরে উড়িয়ে দিতে হয়। আমরা আমাদের হৃদয় উজাড় করে বোমা মারব!' ট্রাম্পের এই ভাষা কোনও রাষ্ট্রনেতার ভাষা হতে পারে না, এটি এক লাগামহীন স্বৈরাচারীর দম্ভ। তিনি এখানেই থামেননি। সরাসরি হুমকি দিয়েছেন, ইরান যদি তাঁর শর্ত না মানে, তবে তাদের সমস্ত ব্রিজ, বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহার করা পরিকাঠামো তিনি গুঁড়িয়ে দেবেন। সবচেয়ে ভয়ংকর হল, সম্প্রতি তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যে, এক রাতের মধ্যে তিনি ইরানের 'গোটা সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন'।

'গোটা সভ্যতাকে মুছে দেবেন'—এমন বুককাঁপানো হুমকির ঠিক কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অবশ্য নিজের চেনা ছকে ভোল পালটেছেন ট্রাম্প। মঙ্গলবার তিনি আচমকাই ঘোষণা করেন, ইরানের সঙ্গে দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতিতে তিনি রাজি হয়েছেন। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ তিনি জানান, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের মধ্যস্থতায় আসা একটি প্রস্তাব তিনি মেনে নিয়েছেন। শর্ত একটাই, বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম লাইফলাইন 'হরমুজ প্রণালী' অবিলম্বে সম্পূর্ণ এবং নিরাপদে খুলে দিতে হবে। বিনিময়ে আমেরিকার ১৫ দফা এবং ইরানের ১০ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে আগামী দু-সপ্তাহ দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির রূপরেখা নিয়ে আলোচনা চলবে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাগচিও এই সাময়িক যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়ে সেনার কাজ স্থগিত রাখার কথা জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই নাটকীয় যুদ্ধবিরতি কি ট্রাম্পের জঘন্য অপরাধের ভারকে একবিন্দুও কমাতে পারে? কখনোই নয়। আন্তর্জাতিক তেলের বাজারের স্বার্থে বা কূটনীতির প্যাঁচে এই দুই সপ্তাহের সাময়িক বিরতি আসলে মিনাবের সেই নিষ্পাপ স্কুল ছাত্রীদের রক্তের দাগ মুছে ফেলতে পারে না। চরম ধ্বংসলীলা চালিয়ে, শয়ে-শয়ে শিশু হত্যা করে তারপর আলোচনার টেবিলে বসাটা কোনও শান্তির বার্তা নয়, এটি এক চরম ভণ্ডামি।

আসলে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই বেপরোয়া আচরণের ইতিহাস আজকের নয়। আন্তর্জাতিক কূটনীতির ন্যূনতম ভদ্রতাকে তিনি বারবার বুড়ো আঙুল দেখিয়েছেন। নিজের দেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও প্রকাশ্যে অপমান করতে তিনি দু-বার ভাবেন না। যেমন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁকে নিয়ে প্রকাশ্যেই তিনি 'বোকা' বা 'দুর্বল' বলে জঘন্য উপহাস করেছেন। আমেরিকার দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত মিত্র ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীও তাঁর কটাক্ষ থেকে ছাড় পাননি; ব্রিটেনের ভেতরের

ইরানে শয়ে-শয়ে নিরীহ স্কুল ছাত্রীকে হত্যার পর সভ্যতা নিশ্চিহ্ন করার হুমকি, আর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হঠাৎ যুদ্ধবিরতির নাটক- ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই চরম ভণ্ডামি কি তাঁর যুদ্ধাপরাধের দায় মুছতে পারে? নাকি পরাশক্তির সামনে গোটা বিশ্ব আজ এক মেরুদণ্ডহীন নীরব দর্শক?

রাজনীতিতে অকারণে নাক গলানো এবং মিত্র দেশের নেতাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো আক্রমণ করার ঘটনা কূটনীতির ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। স্পেনের মতো মিত্র দেশের সঙ্গেও তাঁর আচরণ ছিল চূড়ান্ত খারাপ।

সবচেয়ে হাস্যকর অথচ ভয়ংকর বিষয়টি হল নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে তাঁর চরম হতাশা। একটা সময় এই মানুষটাই কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার জন্য রীতিমতো মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। কথায় কথায় বিশ্ববাসীকে মনে করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন, তিনি বিশ্বের কতগুলো যুদ্ধ একাই থামিয়ে দিয়েছেন, তাই নোবেলটা তাঁরই প্রাপ্য! কিন্তু দিনের পর দিন নোবেল কমিটির অবহেলায় তাঁর সেই আশা যখন চরম হতাশায় পরিণত হয়, তখন তিনি রাগের চোটে সরাসরি নরওয়েকে হুমকি দিতে শুরু করেন। তাঁর দাপট এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, চরম কূটনৈতিক অস্বস্তিতে পড়ে নরওয়ে সরকারকে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে রীতিমতো হাত তুলে নিতে হয়। তারা স্পষ্ট জানায়—নোবেল শান্তি পুরস্কারের সিদ্ধান্তে নরওয়ে সরকারের কোনও হাত নেই! নোবেল পাওয়ার এই স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই ট্রাম্প যেন আরও বেশি করে বেপরোয়া, মরিয়া এবং অহংকারী হয়ে উঠেছেন। সেই রাগেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায় তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের গলায়, যখন তিনি কোনও রকম অনুশোচনা ছাড়াই 'আকাশ থেকে দিনভর মৃত্যু এবং ধ্বংস' নেমে আসার বীভৎস বর্ণনা দেন। এ যেন এক রক্তপিপাসু সরকারের প্রকাশ্য উল্লাস, যা গোটা বিশ্বকে আতঙ্কে স্তব্ধ করে দিচ্ছে।

এই চরম অরাজকতার মধ্যে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। যে আমেরিকা কথায় কথায় গোটা বিশ্বকে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের জ্ঞান দেয়, সেখানকার সাধারণ মানুষ ঠিক কোন মানসিকতা থেকে এমন একজন মানুষকে বারবার ভোট দিয়ে হোয়াইট হাউসে পাঠান? সোশ্যাল মিডিয়ায় যিনি বুক বাজিয়ে লেখেন—'এতদিন ওরা মানুষ মেরেছে, এখন আমি ওদের মারছি, আর এটা আমার কাছে পরম সম্মানের'—তাঁকে বিপুল ভোটে জিতিয়ে আনার অর্থ তো এই নিষ্ঠুর উল্লাসকেই ঠিক বলে মেনে নেওয়া। এই অন্ধ সমর্থন কি আধুনিক আমেরিকান সমাজের মূল্যবোধের এক ভয়াবহ পচনের দিকেই আঙুল তুলছে না? নিজের ভোটের অধিকার প্রয়োগ করে একজন স্বৈরাচারী মনোভাবাপন্ন নেতাকে ক্ষমতায় বসানোর দায় কি সাধারণ আমেরিকানরা এড়াতে পারেন?

তবে বিশ্ব রাজনীতির এই মেরুদণ্ডহীন নীরবতার পেছনে এক রূঢ় বাস্তব লুকিয়ে রয়েছে। আমেরিকা শুধু একটি দেশ নয়, তারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। আন্তর্জাতিক ব্যবসার মূল চাবিকাঠি ডলার এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ওয়াশিংটনেরই হাতের মুঠোয়। তাই ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন থাকলেও ভারত, জাপান বা ইউরোপের বহু দেশের পক্ষে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলা কার্যত অসম্ভব। বিশেষ করে ভারতের মতো দেশের কাছে আমেরিকা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ও বাণিজ্যিক সঙ্গী। চিন বা পাকিস্তানের মতো শত্রু প্রতিবেশীদের আগ্রাসন সামলাতে দিল্লির কাছে মার্কিন সমর্থন রীতিমতো দরকারি। আমেরিকার রোষানলে পড়লে যে কোনও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি রাতারাতি তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে। মূলত এই কূটনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং নিজেদের স্বার্থের কাছেই আজ বিশ্ববিবেক মাথা নত করে আছে। তাই ট্রাম্পের এই খামখেয়ালি এবং নিষ্ঠুর আচরণের পরও ক্ষমতার ভরকেন্দ্রগুলো সরাসরি সংঘাতে যেতে নারাজ।

কিন্তু এর একটা শেষ থাকা দরকার। কূটনীতি বা বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে কি আমরা চোখের সামনে শয়ে-শয়ে শিশুর মৃত্যু এবং একটি সভ্যতার ধ্বংসলীলা চুপচাপ মেনে নেব? একটা সীমারেখা তো কোথাও একটা টানতেই হবে। যে আন্তর্জাতিক আইন সাধারণ মানুষের সুরক্ষার কথা বলে, তা কি শুধু দুর্বল দেশগুলোর জন্যই? শক্তিশালী হলে কি সব অপরাধই মাপ হয়ে যায়, আর ইচ্ছেমতো যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেই কি সব পাপ ধুয়ে যায়? ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই কর্মকাণ্ড শুধুমাত্র ইরানের জন্য নয়, গোটা বিশ্বের ভবিষ্যতের জন্যই এক বিপদের সংকেত। আজ ইরান, কাল হয়তো অন্য কোনও দেশ তাঁর রাগের শিকার হবে। যদি বিশ্ব নেতৃত্ব, রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এখনই ট্রাম্পের এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়ায় এবং তাঁকে যুদ্ধাপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় না করায়, তবে ইতিহাসের পাতায় এই নীরবতা এক চরম কলঙ্ক হয়ে থেকে যাবে।

ক্ষমতার দম্ভে মত্ত ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়তো ভাবছেন যে তাঁর এই আস্ফালন তাঁকে অজেয় করে তুলবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, মানুষের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে কোনও পরাশক্তিই চিরকাল নিজের আধিপত্য ধরে রাখতে পারেনি। মানবতার এই চূড়ান্ত অপমানের জবাব একদিন বিশ্ববাসীকেই চাইতে হবে। তা না হলে, আমাদের এই তথাকথিত সভ্যসমাজ আসলে এক জংলি রাজত্বে পরিণত হতে বাধ্য।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

শুধু 'গভীর উদ্বেগ': মৃত্যুশয্যায় রাষ্ট্রসংঘ

শুভময় মুখোপাধ্যায়

বিশ্বজুড়ে যখন বোমার ধোঁয়ায় আকাশ কালো হয়ে আসে, শয়ে-শয়ে নিরীহ শিশু যখন রক্তস্নাত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তখন সারা বিশ্বের নজর গিয়ে পড়ে নিউ ইয়র্কের ইস্ট রিভারের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সেই সুউচ্চ কাচের ইমারতটার দিকে। ইউনাইটেড নেশনস বা রাষ্ট্রসংঘ—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে যার জন্ম হয়েছিল পৃথিবীকে তৃতীয় কোনও মহাযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচানোর মহৎ উদ্দেশ্যে। কিন্তু আজ, ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে সেই রাষ্ট্রসংঘের দিকে তাকালে সাধারণ মানুষের মনে শ্রদ্ধা বা ভরসার বদলে কেবল একরাশ চরম বিরক্তি আর তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে ওঠে। ইরান থেকে প্যালেস্তাইন, কিংবা রাশিয়া থেকে ইউক্রেন— প্রতিটি আন্তর্জাতিক সংকটে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা আজ এতটাই নখদন্তহীন এবং হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আন্তর্জাতিক কূটনীতির আঙিনায় এই প্রতিষ্ঠানটি এখন আক্ষরিক অর্থেই এক 'ঠুঁটো জগন্নাথ'। আমেরিকা, রাশিয়া, চিন বা ইজরায়েলের মতো শক্তিশালী দেশগুলো যখন আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নিজেদের খেয়ালখুশিমতো যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াচ্ছে, তখন রাষ্ট্রসংঘের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু বিবৃতি দিয়ে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করা।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো রাষ্ট্রনেতা যখন কোনওরকম প্ররোচনা ছাড়াই ইরানের একটি প্রাইমারি স্কুলে মিসাইল দেগে একশোরও বেশি নিরীহ স্কুল ছাত্রীকে হত্যা করেন এবং প্রকাশ্যে একটি গোটা সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি দেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—কোথায় সেই আন্তর্জাতিক আইন? কোথায় রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশন? উত্তরটা খুব সহজ এবং মর্মান্তিক। রাষ্ট্রসংঘ তখন শীতঘুমে আচ্ছন্ন। কারণ, যে দেশ এই নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছে, তার নাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আমেরিকার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা তো দূরের কথা, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার বিরুদ্ধে একটা নিন্দাপ্রস্তাব পাশ করানোর ক্ষমতাও আজকের এই বিশ্বমঞ্চের নেই। ট্রাম্প যখন ইচ্ছেমতো আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে যান বা নিজের শর্তে যুদ্ধবিরতির নাটক করেন, তখন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবকে শুধু নীরব দর্শকের মতো একটা কোনায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ক্ষমতাশালী হলে যে সাত খুন মাপ, বিশ্ব রাজনীতির এই অমোঘ এবং নগ্ন সত্যটা রাষ্ট্রসংঘ আজ নিজের হাতে প্রমাণ করে দিচ্ছে।

শুধু ইরান নয়, প্যালেস্তাইনের দিকে তাকালেও রাষ্ট্রসংঘের এই চরম ব্যর্থতা আর ভণ্ডামির ছবিটা আরও

পরাশক্তিদের খেয়ালখুশি আর ভেটোর জাঁতাকলে পড়ে রাষ্ট্রসংঘ আজ নিছকই এক 'ঠুঁটো জগন্নাথ'; প্যালেস্তাইন, ইউক্রেন বা ইরানের রক্তস্নাত মাটিতে দাঁড়িয়ে এই বিশ্বমঞ্চের অপমৃত্যু কি এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা?

পরিষ্কার হয়ে ওঠে। বছরের পর বছর ধরে গাজায় যে পরিকল্পিত গণহত্যা চলছে, ইজরায়েলের বোমায় যেভাবে একের পর এক হাসপাতাল, স্কুল এবং রিফিউজি ক্যাম্প ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে, তা গোটা বিশ্বের সামনে এক চরম মানবিক বিপর্যয়। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব বারবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কারণ, নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকার একটিমাত্র 'ভেটো' জাদুবলে গোটা বিশ্বের মতামতকে কার্যত ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। ইজরায়েল জানে, তারা গাজার বুকে যত বড় যুদ্ধাপরাধই করুক না কেন, ওয়াশিংটন তাদের ছাতা ধরে বসে আছে। আর এই পরাশক্তির আস্ফালনের সামনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের কাতর আবেদনগুলো নেহাতই এক দুর্বল বৃদ্ধের বিড়বিড়ানির মতো শোনায়। যে প্রতিষ্ঠান হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয় শিশুর মৃত্যু থামাতে পারে না, ইজরায়েলকে আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে না, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা আজ ঠিক কোথায়?

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা তো আরও বড় এক আন্তর্জাতিক ঠাট্টায় পরিণত হয়েছে। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের ওপর যখন রাশিয়া গায়ের জোরে সামরিক আগ্রাসন চালাল, তখন গোটা বিশ্ব দেখল এক অদ্ভুত প্রহসন। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে রাশিয়ার হাতে রয়েছে ভেটো ক্ষমতা। অর্থাৎ, যে দেশ নিজেই হামলাকারী, সেই দেশের হাতেই রয়েছে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা যে কোনও প্রস্তাব বাতিল করে দেওয়ার চাবিকাঠি! এ যেন চোরকে নিজেই নিজের বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া। আন্তর্জাতিক আইনের এমন নির্লজ্জ ধর্ষণ হয়তো এর আগে বিশ্ববাসী দেখেনি। মাসের পর মাস ইউক্রেনের শহরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশছাড়া হয়েছেন, আর রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে তাবড় কূটনীতিকরা শুধু কথার জাগলারি আর কাদা ছোড়াছুড়ির খেলা খেলে গিয়েছেন।

অন্যদিকে, চিনের দিকে তাকালেও একই ছবি। দক্ষিণ চিন সাগরে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন (UNCLOS)-কে থোড়াই কেয়ার করে বেজিং একের পর এক কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে সামরিক ঘাঁটি তৈরি করছে। ফিলিপিন্স বা ভিয়েতনামের মতো ছোট দেশগুলোকে প্রতিনিয়ত চোখ রাঙাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের ট্রাইবিউনাল চিনের এই আধিপত্যবাদকে বেআইনি ঘোষণা করলেও, চিন সেই রায়কে কার্যত এক টুকরো কাগজের চেয়ে বেশি কোনও দাম দেয়নি। কারণ, চিনের হাতেও রয়েছে সেই ব্রহ্মাস্ত্র—নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো।

খুব স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, রাষ্ট্রসংঘ আজ আর কোনও নিরপেক্ষ বিশ্ব-পঞ্চায়েত নয়, এটি আদতে পাঁচটি পরাশক্তির (আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ব্রিটেন, ফ্রান্স) এক এক্সক্লুসিভ ক্লাব। ১৯৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া এই কাঠামোটি আজ সম্পূর্ণ অচল এবং পঙ্গু। একুশ শতকের এই মাল্টিপোলার বা বহুমেরুর বিশ্বে ভারত, ব্রাজিল বা দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলো, যারা বিশ্বের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের নিরাপত্তা পরিষদে কোনও স্থায়ী সদস্যপদ বা ভেটো ক্ষমতা নেই। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিশ্বকে নিজেদের মর্জিমাফিক ভাগ করে নিয়ে এই পাঁচটি দেশ রাষ্ট্রসংঘকে নিজেদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। যার ফলে, রাষ্ট্রসংঘের আসল চেহারাটা আজ এক উচ্চমানের এনজিও-তে এসে ঠেকেছে। যুদ্ধ থামানোর ক্ষমতা এদের নেই, আগ্রাসন রোখার মুরোদ এদের নেই, এরা শুধু যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় কয়েকটা তাঁবু খাটিয়ে আর কিছু ত্রাণের প্যাকেট বিলি করেই নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে।

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি বজায় রাখার জন্য তৈরি হয়েছিল 'লিগ অফ নেশনস'। কিন্তু জার্মানির হিটলার, ইতালির মুসোলিনি বা জাপানের আগ্রাসনের সামনে সেই লিগ অফ নেশনস চরম ব্যর্থ হয়েছিল এবং তার ফলেই শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আজকের রাষ্ট্রসংঘ ঠিক সেই একই পথে হাঁটছে। আমেরিকার ঔদ্ধত্য, ইজরায়েলের আগ্রাসন, রাশিয়ার পেশিশক্তি আর চিনের সাম্রাজ্যবাদের সামনে এই প্রতিষ্ঠান আজ পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। ট্রাম্পের মতো নেতারা খুব ভালো করেই জানেন যে, রাষ্ট্রসংঘের মতো একটা মেরুদণ্ডহীন প্রতিষ্ঠানকে বুড়ো আঙুল দেখালে তাঁদের টিকিটিও কেউ ছুঁতে পারবে না।

এভাবে চলতে থাকলে রাষ্ট্রসংঘের মৃত্যুঘণ্টা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। হয়তো এই বিশাল ইমারতটা দাঁড়িয়ে থাকবে, হয়তো প্রতি বছর সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে বিশ্বনেতারা জড়ো হয়ে লম্বা লম্বা ভাষণও দেবেন, কিন্তু নৈতিক এবং কার্যকর দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছে। বিশ্বশান্তি, মানবাধিকার বা সাম্যের যে গালভরা বুলি নিয়ে এই মঞ্চের জন্ম হয়েছিল, তা আজ চরম দ্বিচারিতা আর ভণ্ডামির চাদরে ঢাকা। সাধারণ মানুষকে এবার এই রূঢ় সত্যটা বুঝতে হবে। যতদিন না এই সেকেলে এবং একপেশে কাঠামোকে সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে নতুন করে এক গণতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়া হচ্ছে, ততদিন রাষ্ট্রসংঘ নিছকই শক্তিমানদের হাতের পুতুল হয়েই থাকবে। আর দুর্বল দেশগুলোকে বিচারের আশায় ওই 'ঠুঁটো জগন্নাথ'-এর সামনে দাঁড়িয়ে শুধু চোখের জলই ফেলে যেতে হবে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

পাহাড়কে গুরুত্ব দিচ্ছে না বিজেপি, দাবি বিজিপিএমের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : পাহাড় সমস্যা সমাধান নিয়ে বিজেপি কোনও চিন্তাভাবনাই করেনি বলে তোপ দাগলেন কালিম্পংয়ের বিদায়ি বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচা। ভোটের প্রাক্কালে বিধায়কের এমন মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়েছে।

রুদেনের দাবি, "পাহাড়ের গোর্খাদের নিয়ে বিজেপি কোনওদিন সিরিয়াস ছিল না। শুধু ভোটে জেতার জন্য আবেগকে ব্যবহার করে বারবার 'পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান', 'গোর্খাল্যান্ডের দাবি বিবেচনা করা হবে' এমন আশ্বাস দিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের মানুষও বিজেপিকে বিশ্বাস করে বারবার ভোট দিয়েছে। কিন্তু বিজেপি প্রত্যেকবার ধোঁকা দিয়েছে।" বিধায়কের বিশ্বাস, এবার পাহাড় আর সেই ভুল করবে না। এবার তিনটি আসনেই ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) জয়ী হবে।

শুক্রবার বিজেপির নির্বাচনি সংকল্পপত্র প্রকাশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বলেছিলেন, 'বাংলার ঐক্যকে বজায় রেখেই পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা মেটাতে সাংবিধানিক পথ খোঁজা হবে।' শা-র এই বক্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে তীব্র আলোড়ন পড়েছে। বিজেপি বিরোধী দলগুলি শা'র মন্তব্যকে বিজেপির অবস্থানের

> **বিজেপি পাহাড়ের মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে কোনও দিন ভাবেনি। ভোট এলেই ওরা ভুল বুঝিয়ে ভোট নিয়ে চলে গিয়েছে।**
>
> **রুদেন সাদা লেপচা**
> *বিজিপিএম প্রার্থী*

পর্দা ফাঁস বলে দাবি করেছে। বিজিপিএমের দাবি, বিজেপি এতদিন মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাহাড়ের ভোট নিয়েছে। শা শুক্রবার বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করেছেন। এবার বিজেপি পাহাড়ে আর গোর্খাল্যান্ডের কথা বলে ভোট আদায় করতে পারবে না।

এদিকে শনিবার কালিম্পংয়ে ভোট প্রচারে বেরিয়ে বিধায়ক তথা এবারের নির্বাচনে বিজিপিএম প্রার্থী রুদেন বলেন, 'বিজেপি পাহাড়ের মানুষের সুখ-দুঃখ নিয়ে কোনও দিন ভাবেনি। ভোট এলেই ওরা ভুল বুঝিয়ে ভোট নিয়ে চলে গিয়েছে।' বিজিপিএম প্রার্থীর দাবি, 'পাহাড় সমস্যার সমাধান করে দেব বা গোর্খাল্যান্ড দিয়ে দেব এটা বলে বিজেপি সমতলের বাকি আসনগুলিতে ফল খারাপ করতে চাইবে না। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বলেছেন, বঙ্গভঙ্গ হবে না। কীভাবে পাহাড় সমস্যার সমাধান হতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে।'

রুদেন জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার পাহাড়ের উন্নয়নের চেষ্টা করছে। আমরাও এখানকার উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্য সরকারের সঙ্গে মিলে কাজ করছি। যদিও বিজেপির পাহাড়ে জোটসঙ্গী সিপিআরএমের মুখপাত্র অরুণ ঘাতানি বলছেন, 'অমিত শা সঠিকভাবেই বাংলার ঐক্য বজায় রাখার কথা বলেছেন। কেননা, দার্জিলিং পাহাড় এবং তরাই, ডুয়ার্স অতীতে বাংলার অংশই ছিল না। ১৯৫৬ সালে এই অংশ বাংলায় যুক্ত হয়েছে। কাজেই এই অংশকে নিয়ে গোর্খাল্যান্ডের দাবি আগেও উঠেছে।' তাঁর বক্তব্য, 'আমরা চাই সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেই পাহাড়, তরাই, ডুয়ার্স নিয়ে পৃথক স্বশাসিত ব্যবস্থা হোক, যেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও প্রভাব থাকবে না।'

চড়কপুজোর আগে শিলিগুড়ির শক্তিগড়ে গাজনের সং। শনিবার।

অভিযুক্তকে শোকজ, ব্যবস্থা দাবি

শাসকদলের শিক্ষক নেতার মন্তব্যে বিতর্ক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : নাম না করে সংগঠনের জেলা নেত্রীর উদ্দেশ্যে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে কুরুচিকর মন্তব্য করা ঘিরে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের এক শিক্ষক নেতা। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের দার্জিলিং জেলা (সমতল) কমিটির সদস্য ওই শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দলীয় নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভানেত্রী অবর্ণা দাশ দত্ত বলেছেন, 'একজন শিক্ষক নেতা হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে আপত্তিকর এবং কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। তার প্রতিবাদ জানিয়ে দলের বিভিন্ন স্তরে জানানো হয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে অভিজিৎ বিশ্বাস নামে ওই শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমাকে সংগঠনের জেলা সভানেত্রী শোকজ করেছিলেন। সেই শোকজের জবাব দিয়ে দিয়েছি।'

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার ভুবনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ বিশ্বাস তৃণমূলের প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের সক্রিয় তৃণমূল নেতাও। অভিযোগ, তিনি গত মঙ্গলবার হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে সংগঠনের মহিলাদের উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্য লেখেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই স্ট্যাটাস স্ক্রিনশট করে সংগঠনেরই নেতা-নেত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন।

সংগঠনের সদস্য শিক্ষকদের অনেকের মতে, মূলত জেলা নেতৃত্বকে আক্রমণ করে ওই শিক্ষক অত্যন্ত কুরুচিকর মন্তব্য সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। কুরুচিকর ভাষা বাদ দিলে ওই পোস্টে মূল বক্তব্য ছিল, 'নেতৃত্ব এভাবে আর কতদিন পদ দখল করে রাখতে চায়, এখনকার যুগ হলে টেট পাশ করতে পারত না, শিক্ষকও হতে পারত না।' তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের অনেকেরই বক্তব্য, জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকতেই পারে। তা নিয়ে সংগঠনের মধ্যেই আলোচনা করা উচিত। কিন্তু সেটা না করে নেতৃত্বকে নিয়ে এভাবে কুরুচিকর মন্তব্য করা ঠিক নয়।

অভিজিতের হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে এই মন্তব্য নজরে আসতেই বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী অবর্ণা দাশ দত্ত তাঁকে শোকজ করেন। তিনদিনের মধ্যে শোকজের জবাব চাওয়া হয়। পুরো বিষয়টি জানিয়ে অবর্ণা দলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

সেখানে জেলা সভানেত্রী লিখেছেন, 'বিধানসভা ভোটের মুখে একজন শিক্ষকের এই ধরনের অশালীন মন্তব্য সব শিক্ষিকার মনে প্রভাব ফেলেছে। ভোটবাক্সেও এর প্রভাব পড়তে পারে।' সেই কথা মাথায় রেখে

- হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে সংগঠনের মহিলাদের উদ্দেশ্য করে শিক্ষক নেতা কুরুচিকর মন্তব্য লেখেন বলে অভিযোগ
- মুহূর্তের মধ্যে সেই স্ট্যাটাস স্ক্রিনশট করে সংগঠনেরই নেতা-নেত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়ে দেন
- তাঁর মোবাইল ফোন হ্যাক করা হয়েছিল বলে দাবি ওই শিক্ষকের

তিনি দ্রুত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিক্রয়াল বলেছেন, 'শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভানেত্রীর চিঠি হাতে পাইনি। চিঠি পেলে নিশ্চয়ই বিষয়টি নিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

যদিও শোকজের জবাবে ওই শিক্ষক লিখেছেন, 'আমার ফোন হ্যাক হয়েছিল। পরে একজন শিক্ষক আমাকে আমার নম্বর থেকে হোয়াটসঅ্যাপের স্ট্যাটাসে অশালীন মন্তব্য পোস্ট হওয়ার বিষয়টি জানান। সেটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে আমি ডিলিট করে দিয়েছি।' ওই শিক্ষক নেতার সাফাই, 'আমি একজন শিক্ষিত এবং একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক। আমার পক্ষে এই ধরনের অশালীন মন্তব্য কথা সম্ভব নয়। তবুও পুরো ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি।'

বাজেয়াপ্ত ১৩টি ট্র্যাক্টর-ট্রলি

খড়িবাড়ি, ১১ এপ্রিল : ভারত-নেপাল সীমান্তের মেচি নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগে শুক্রবার সন্ধ্যায় ১৩টি ট্র্যাক্টর-ট্রলি সহ ১৩ জন চালককে আটক করে এসএসবি। পরে রাতে ট্র্যাক্টর-ট্রলি সহ চালকদের খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শনিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন।

এসএসবি সূত্রে খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় পানিট্যাঙ্কির মেচি নদীতে ভারত-নেপাল আন্তর্জাতিক সীমান্তের ৯২ নম্বর বর্ডার পিলার সংলগ্ন এলাকায় ট্র্যাক্টর-ট্রলি নিয়ে বালি তোলা হচ্ছিল। খবর পেয়ে এসএসবি'র বাজারুছাট বিওপির জওয়ানের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ১৩টি ট্র্যাক্টর-ট্রলি এবং চালকদের আটক করে। ৫৩টি বেলচাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। এসএসবি'র এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়মবহির্ভূতভাবে একটি চালান (রয়্যালটি) দিয়ে একাধিকবার বালি তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কয়েকটি ট্র্যাক্টর-ট্রলির চালকের কাছে সময় উত্তীর্ণ চালান (রয়্যালটি) পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া বেশিরভাগ ট্র্যাক্টর-ট্রলির চালকের কাছে কোনও বৈধ নথি ছিল না।

প্রশাসন সূত্রে খবর, মেচি নদীতে বালি তোলার জন্য সরকারি লিজ রয়েছে। কিন্তু রাতে লিজ হোল্ডার ঘাটে থাকেন না। সেই সুযোগে বালি মাফিয়ারা মেয়াদ উত্তীর্ণ চালান দিয়েই নদী থেকে বালি চুরি করে বাতাসি কালীবাড়ি এলাকায় একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। সেখান থেকে বিহারে বালি পাচার করা হচ্ছে বলে খবর। এভাবে বালি চুরি হওয়ায় সরকারি রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি লিজ হোল্ডারদের নজরদারি না থাকায় বর্ডার পিলারের কাছ থেকে বালি তোলায় পিলারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

স্থানীয়রা জানান, বালি মাফিয়ারা লিজ হোল্ডারের কাছ থেকে ১৯০০ টাকায় একটি সরকারি চালান কেটে দিনভর নদী থেকে ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বালি তুলে পানিট্যাঙ্কি ও সংলগ্ন এলাকায় মজুত করছে।

পরিদর্শন

ইসলামপুর, ১১ এপ্রিল : আগামী ১৫ এপ্রিল ইসলামপুর শহরে সভা করতে আসছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শনিবার ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠ পরিদর্শনে যান পুলিশ সুপার রাকেশ সিং। তাঁর সঙ্গে প্রশাসন ও নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত অন্য এজেন্সির আধিকারিকরাও ছিলেন। এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এদিন মাঠে যান। পুলিশ সুপার বলেছেন, 'আগামী ১৫ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ইসলামপুর কোর্ট মাঠে সভা করবেন। হাইস্কুল মাঠে হেলিপ্যাড তৈরি করা হবে। আজ আমরা নিরাপত্তাজনিত বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেছি।'

সমরের রেকর্ডে চাপা পড়ে দীর্ঘশ্বাস

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে রতুয়া

ভোটের অঙ্ক

শেখ পান্না

রতুয়া, ১১ এপ্রিল : রতুয়ার কথা হবে, আর সমর মুখোপাধ্যায়ের কথা উঠবে না, তা কি কখনও হয়?

তিনি গত পাঁচবারের বিধায়ক। কংগ্রেস ছেড়ে ২০১৮ সালে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরেও তাঁর জয়ের রেকর্ড ভাঙেনি। আসন্ন নির্বাচনেও সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থাকলে জেতার ডাবল হ্যাটট্রিক হবে অশীতিপর সমরের। তিনি না হয় রেকর্ড গড়েছেন, রতুয়া কী পেয়েছে? ডিগ্রি কলেজ পেয়েছে? না। বাসস্ট্যান্ড পেয়েছে? না। দমকলকেন্দ্র পেয়েছে? তাও না।

আর ভাঙনে বাস্তুহারা, চাষের জমিহারাদের চোখের জল গিয়ে মিশেছে সেই গঙ্গাতেই।

এই বিধানসভার পশ্চিম প্রান্তের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত, দুটোই একসময় ছিল সবুজে ঘেরা, কৃষিনির্ভর জনপদ। আজ গঙ্গার ভাঙনে বিপর্যস্ত। সেখানে গঙ্গা একসময় প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ছিল। ঝাড়খণ্ডের পাহাড় লাগোয়া গঙ্গা ক্রমশ এগিয়ে এসে গ্রাস করছে বসতভিটে, ফসলের জমি, মানুষের জীবন-জীবিকা। মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি অঞ্চলের খাসমহল, রুহিমারি, খাকচাবোনা, নয়া বিলাই, কান্তটোলা, শ্রীকান্তটোলার মতো বহু গ্রাম ইতিমধ্যেই গঙ্গার গর্ভে। মুলিরামটোলা গঙ্গাযাত্রার দিন গুনছে। কৃষিনির্ভর শত শত পরিবার হয়ে পড়েছে ভূমিহীন। ভাঙনের জেরে বদলে গিয়েছে পেশাও। যাঁরা একসময় নিজেদের জমিতে চাষ করে সংসার চালাতেন, আজ তাঁরা বাধ্য হয়ে ভিনরাজ্যে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করছেন।

নাকাট্টি ব্রিজ সংলগ্ন বলরামপুর বাঁধই এখন আশ্রয় কয়েকশো পরিবারের। অস্থায়ী ত্রিপল ও টিনের ছাউনির তলায় চলছে জীবন। সেখানেই দেখা মিলল আমির চাঁদটোলার প্রবীণ বাসিন্দা বিনয় মণ্ডলের। প্রায় আশি বছরের এই বৃদ্ধ কাঁপা গলায় বলছিলেন, 'এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।' গত বছর গঙ্গায় তাঁর ঘর, জমি, গাছপালা সবকিছু গিয়েছে। ছেলেরা ভিনরাজ্যে কাজ করেন। অশক্ত শরীরে বিনয় নিজে কিছু করতে পারেন না। 'পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আজও কিছু পাইনি। শুনছি কেউ কেউ টাকা দিয়ে ঘর পেয়েছে, আমরা গরিব বলে কিছুই জোটেনি।' আক্ষেপ তাঁর।

গঙ্গা গিলেছে ঘরবাড়ি, আর প্রশাসনের উদাসীনতা গিলেছে স্বাস্থ্য পরিষেবার ন্যূনতম সুযোগসুবিধাটুকু। বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বিনোদ চৌধুরী। স্ত্রী সুস্মিতা চৌধুরীকে নিয়ে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরের জেলা সদরে যাচ্ছিলেন চিকিৎসার জন্য। কেন রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে যান না? মৃদু হেসে বললেন, 'ওই হাসপাতালে গেলে রোগী আরও অসুস্থ হয়ে পড়বে।' অপরিষ্কার সেই হাসপাতালে না আছে স্ত্রীরোগবিশেষজ্ঞ, না শিশুদের ডাক্তার। গর্ভবতীদের সিজারের কোনও ব্যবস্থা নেই। পাশের বিধানসভা কেন্দ্রে থাকা চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালেও পরিষেবা মেলে না।

দীর্ঘদিনেও পূরণ হয়নি বাসস্ট্যান্ডের দাবি। রতুয়ায়।

রতুয়ায় আছেটা কী? সবেতেই ভরসা হয় চাঁচল, না হয় মালদা।

রুকুন্দিপুরের বাসিন্দা সৈয়দ সামিউল বললেন, 'রতুয়ার গুরুত্ব অনেক, কিন্তু উন্নয়নের ছোঁয়া নেই। দমকলকেন্দ্র নেই বলে চাঁচল অথবা মালদা থেকে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগে মানুষের ঘরবাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।' এখানকার পড়ুয়ারা উচ্চশিক্ষার জন্য হয় চাঁচল, নাহলে মালদার মুখাপেক্ষী। নির্দিষ্ট বাসস্ট্যান্ড নেই বলে রোদ-বৃষ্টি মাথায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যেখানে-সেখানে চলে যাত্রী ওঠানো-নামানো। প্রতিদিন যানজট লেগেই থাকে।

কথা হচ্ছিল রতুয়া-২ ব্লকের আড়াইডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা হৃদয় ঘোষের সঙ্গে। জানালেন, কালিন্দী নদীর ওপর একটি সেতু সেখানকার দীর্ঘদিনের দাবি। সেতু না থাকায় মানিকচকের গৌরীপুর এলাকার বাসিন্দাদের ঝুঁকি নিয়ে বাঁশের সাঁকো দিয়ে আড়াইডাঙ্গা ও পুখুরিয়া আসতে হয়।

বাম আমলে তৈরি স্টেডিয়াম এখন জরাজীর্ণ। আম উৎপাদনে রতুয়া জেলার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু আম সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট হিমঘর নেই। আড়াইডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে সিজারের ব্যবস্থা নেই। গোবরজন্মা শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লি নেই।

নেই, নেই আর নেইয়ের মধ্যে আছে কেবল রাজনীতির মারপ্যাঁচ আর গোষ্ঠীকোন্দলের সমীকরণ। রতুয়া একসময় ছিল কংগ্রেসের ঘাঁটি। সমর দল বদলালেও তাঁর নিজস্ব ভোটব্যাংক ধরে রাখতে পেরেছেন। সমরের হাত ধরে তৃণমূল রতুয়া দখল করার পর কংগ্রেস এখানে দ্বিতীয়। এবার হাত শিবিরের প্রার্থী মোস্তাকিন আলমকে ঘিরে আবার দলেই অসন্তোষ। মালদা শহরের বাসিন্দা মোস্তাকিন তো ভূমিপুত্র নয়, তা নিয়ে ক্ষোভ দলেই। বিজেপি আর বামেরা লড়াইয়ে আছে ঠিকই, তবে জিততে নয়, জেতা-হারার সহজ অঙ্ককে কঠিন করে দিতে।

এসবের মধ্যে নবতম সংযোজন এসআইআর। এই বিধানসভায় প্রায় ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ভোটার। তার মধ্যে সিংহভাগ মুসলিম। বিজেপি বাদে সবার নজর সেই ভোটব্যাংকের ওপর। নাম বাদের গেরোয় পড়ে এবার সেই মুসলিম ভোটব্যাংক কোন দিকে যাবে, সেদিকে নজর সবার। খোদ মোস্তাকিনের নামই তো বাদ পড়েছিল ভোটার তালিকা থেকে। সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে নাম তুলে প্রার্থীপদ বাঁচিয়েছেন।

চাঁদমণি গ্রামের আবদুল হান্নানের কথাটাই যেন রতুয়ার মনের কথা, 'চিকিৎসা, বাজার, পড়াশোনা-সবকিছুর জন্য আমাদের এদিক-ওদিক ছুটতে হয়। সামসী রেলগেটে দাঁড়িয়ে থাকি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কংগ্রেস, তৃণমূল সবার নজর আমাদের ভোটে। অথচ আমাদের কথা কেউ ভাবে না। আমরা দিশেহারা। ভোট কাকে দেব?'

কোথায় গেল ছেলেটা, ভেবে আকুল বৃদ্ধ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : কোথায় গেল ছেলেটা? মিলন মোড়ের একচিলতে টিনের ওই ঘরের মধ্যে সেই চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে বৃদ্ধ অভিভাবকের। ছেলে নতুন গ্যারাজে কাজ শুরু করায় বৃদ্ধ অভিভাবক ভেবেছিলেন, বাকি জীবনে আর নদীতে নেমে কাজ করতে হবে না। কিন্তু সেই সুখ আর কোথায়? ঘরের এককোণে বসে ছিলেন বৃদ্ধ তারা বেসরা। ছেলে অশোক বেসরার কথা ভাবতে ভাবতে অঝোরে কাঁদছিলেন।

গত শনিবার রাতে বান্ধবীর সঙ্গে সেবকের করোনেশন সেতুতে ঘুরতে গিয়েছিলেন অশোক। আচমকা ওই তরুণী করোনেশন সেতু সংলগ্ন এলাকায় ট্রাফিককর্মীদের কাছে ছুটে গিয়ে জানান, অশোক সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়েছেন। তারপরই ওই তরুণের খোঁজে এনডিআরএফ টিম নামানো হয়। এরপর সাতদিন পেরিয়ে গিয়েছে। ওই তরুণের খোঁজ অবশ্য এখনও পাওয়া যায়নি। তাহলে অশোক এখন কোথায়? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তাঁর মা-ও।

অশোকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ছেলে, মেয়েকে নিয়ে মিলন মোড়ের ছোট্ট বাড়িতে সংসার বৃদ্ধ-বৃদ্ধার। মাস কয়েক আগে বোনের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় অশোকের ওপরেই অনেকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েন অভিভাবকরা। তাঁরা বলছিলেন, 'বয়স হয়ে যাওয়ায় আমি ও আমার স্ত্রী সেভাবে আর নদীতে নেমে বালি-পাথর তোলার কাজ করতে পারি না।' তবে মাঝে কিছুদিন ছেলের কাজ না থাকায় সংসার চালানোর ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বৃদ্ধ। অশোকের মা চোখে জল নিয়ে বলছিলেন, 'কিছুদিন আগেই ছেলে নতুন করে গ্যারাজে কাজ পাওয়ায় আমরা কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। গত শনিবারও সকালে কাজে বেরোনোর সময় ছেলে বলল, কাজে যাচ্ছি। তারপর এত দূর যাবে, সেটা ভাবতে পারিনি।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইদিন অশোক বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে প্রথমে চালসায় গিয়েছিলেন। এরপর সেখান থেকে দুজনে বাসে করে মংপংয়ে যান। সেখান থেকে সেবকের করোনেশন সেতুতে পৌঁছান। তবে সেসময়ে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় বলে দাবি ওই তরুণীর। এরপরই অশোক সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে দেন বলে দাবি ওই তরুণীর। অশোকের বাবার কথায়, 'মনে মনেই প্রশ্ন করছি, ছেলে কেন এমন করল?'

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : রক্তসংকট মেটাতে এগিয়ে এল ইউনিক ফাউন্ডেশন। শনিবার কোর্ট মোড় ও বাঘা যতীন পার্কের সামনে ফুটপাথে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে মোট ২০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ হয়েছে বলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে জানিয়েছেন শক্তি পাল।

তৃণমূল নেতাকে হুমকির অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : তৃণমূল কংগ্রেসের টাউন ১ (বি) সভাপতি প্রদীপ গোয়েলের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে এক তরুণকে পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন তৃণমূল কর্মীরা।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার রাতে ওই তরুণ প্রদীপের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গালিগালাজ ও প্রাণনাশের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। এদিকে, বিষয়টি স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের নজরে আসার পর তাঁরা ওই তরুণকে পাকড়াও করেন। প্রদীপ বলেন, 'আমি বাড়িতে ছিলাম না। দলীয় সহকর্মীরা আমাকে ফোন করে বিষয়টি জানায়।' তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, এই তরুণই এলাকার বিভিন্ন ফ্লেক্স ছিঁড়েছে। শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ওই তরুণকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

আজ প্রধানমন্ত্রীকে দাবি জানানোর আশায় ভূমিরক্ষা কমিটি

মোদির সভার পাশেই চলবে আন্দোলন

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : কাওয়াখালির মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার জনসভা থেকে যখন বক্তব্য রাখবেন, তখন জমি ফেরতের দাবিতে সেই মাঠেই অনিচ্ছুক কৃষকরা জমির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে নরেন্দ্র মোদির কাওয়াখালির মাঠে জনসভার আয়োজন করা হলেও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে জমি আন্দোলনকারীদের মঞ্চ সরিয়ে দেওয়া হয়নি। উলটে পোড়াঝাড় কাওয়াখালি ভূমিরক্ষা কমিটির এক সদস্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছেন বলে খবর। জমির দাবিতে যে আন্দোলন চলছে, তা তাঁরা অন্তত একবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরতে চাইছেন।

চলতি বছরের ২৯ জানুয়ারি থেকে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনিচ্ছুক কৃষকরা জমি ফেরত ও সমস্ত কৃষককে পুনর্বাসনের দাবিতে কাওয়াখালি মাঠে অবস্থান চলছে। শীত, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করে পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ঝড়ে আন্দোলনকারীদের সব অস্থায়ী ঘর উড়ে যাওয়ার পরও তাঁরা দমে যাননি। নতুন করে ঘর বানিয়ে সেখানে দিনরাত আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। মোদির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আধিকারিকরা আন্দোলনকারীদের সেই মঞ্চের চারপাশ ঘুরে দেখেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য অস্থায়ী ঘরগুলি গেরুয়া ও সবুজ রংয়ের কাপড় দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। দু'দিন যাতে অবস্থান মঞ্চে রান্না বন্ধ রাখা হয়, সেই নির্দেশ নিরাপত্তা আধিকারিকরা দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী শনিবার অবস্থান মঞ্চে কোনও রান্না করা হয়নি। ভূমিরক্ষা কমিটির তরফে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ডাক পেয়েছেন বলে দাবি মিঠুন সরকারের। তিনি বলেছেন, 'বিজেপি নেতৃত্ব আমাদের দাবির বিষয়টি জানে। সুযোগ পেলে প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের দাবির বিষয়টি বলব। আমাদের মঞ্চে কোনও রাজনীতির বিষয় নেই। আমাদের পাশে সকলেই দাঁড়াতে পারেন।'

প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলের কাছেই ভূমিরক্ষা কমিটির অবস্থান মঞ্চ। শনিবার।

এদিকে, আন্দোলনকারীরা রবিবার নরেন্দ্র মোদির কথা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বলুক, সেটা চাইছেন চিনুরানি সরকার, কানন মিত্ররা। আন্দোলনকারীদের মধ্যে চিনুরানির কথায়, 'প্রধানমন্ত্রীর সভা ঘিরে আমাদের কোনও সমস্যা হয়নি। কেউ উঠে যেতে বলেননি। কাঠ দিয়ে রান্না করি, তাই যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেজন্য রান্না বন্ধ রেখেছি। আমাদের তরফে যাঁকে ডাকা হয়েছে, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে দাবির কথা জানাবেন।'

আরেক আন্দোলনকারী কানন মিত্র বলছেন, 'তিন মাসের বেশি সময় ধরে আন্দোলন করেও রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থাই করছে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় চেয়ার নিয়ে সামনে বসব। তাঁর কথা শুনব।'

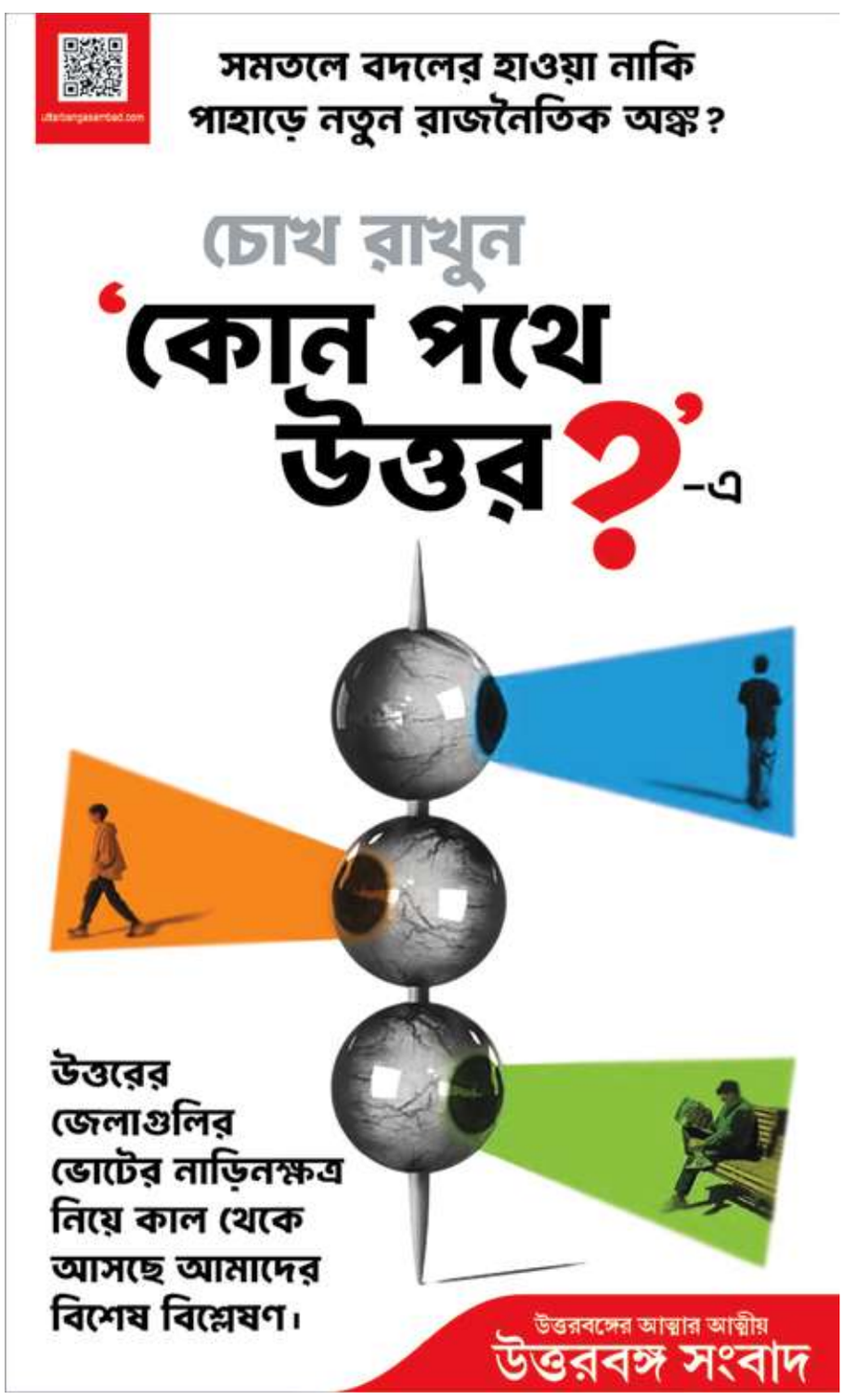

বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

বিধানসভার নাম চোপড়া
বিধায়ক হামিদুল রহমান

প্রাপ্ত নম্বর ৬.৫/১০

তহবিল খরচে : ৯/১০
বিধায়কের দাবি, তিনি তাঁর তহবিলের ৯০ শতাংশ অর্থ উন্নয়নে খরচ করেছেন।

উন্নয়নে : ৫/১০
চোপড়া বিধানসভা এলাকায় একাধিক রাস্তা, পানীয় জলপ্রকল্প, স্থায়ী সেতু ও কালভার্ট গড়ে তুলেছেন। কিন্তু স্বাস্থ্য ও ক্ষিা ক্ষেত্রে প্রচুর কাজ বাকি। বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে।

মানুষের পাশে : ৬/১০
তিনবারের বিধায়ক হওয়ায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ ভালো।

প্রতিশ্রুতি
চোপড়ায় মহিলা কলেজ ও দমকলকেন্দ্র চালু করবেন।

বাস্তব
প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিষেবা বেহাল।

যা ভালো
সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজে মিশতে পারেন। অহংকারী নন।

যা খারাপ
চোপড়ায় সিন্ডিকেটরাজ, কাটমানি, বালি মাফিয়া ও জমি মাফিয়াদের উপর লাগাম কষতে ব্যর্থ।

বিরোধীর বাউন্সার

একের পর এক চা বাগান বন্ধ হয়ে শ্রমিকরা কাজ হারিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় চোপড়া অনেক পিছিয়ে। সবই নিয়ন্ত্রণ করছে সিন্ডিকেট ও মাফিয়ারা। বিধায়ক এসব নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ।

আনওয়ারুল হক,
২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সিপিএম প্রার্থী

প্রশ্নবাণ

১. ১০-এ নিজেকে কত মার্কস দেবেন? কেন?

উত্তর : আমি নিজেকে ১০/১০ দেব। কারণ বিধায়ক তহবিলের অর্থে প্রচুর উন্নয়নমূলক কাজ করেছি।

২. চোপড়ার উন্নয়নে আপনার কী ভূমিকা?

উত্তর : এলাকার উন্নয়নের সমস্ত ক্ষেত্রে আমার ভূমিকা রয়েছে। স্থায়ী সেতু, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা তৈরিতে বিভিন্ন দপ্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ করতে সবসময় সচেষ্ট ছিলাম।

৩. প্রতিশ্রুতি দিলেও মহিলা কলেজ ও দমকলকেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেননি কেন?

উত্তর : এই দুটি বিষয় নিয়ে আমি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছি। আগামীতেও চেষ্টা চালাব।

পরিবারের রাজনৈতিক ইতিহাসই তুরুপের তাস

ফাঁসিদেওয়া, ১১ এপ্রিল : বাপঠাকুরদার রাজনৈতিক ইতিহাসের আবেগই ভোট প্রচারে তুরুপের তাস হতে চলেছে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী নবনীতা তিরকির। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের মহম্মদ বক্স, লিউসিপাকড়িতে জনসংযোগ সারেন কংগ্রেস প্রার্থী। পরে গোয়ালটুলি বাজারেও প্রচার করেছেন নবনীতা।

ওই বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনি লড়াইয়ে এবার কংগ্রেসের প্রার্থী নবনীতা তিরকি। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গের এই জনপদে এখন প্রধান চর্চার বিষয় তিরকির পরিবারের দীর্ঘ রাজনৈতিক উত্তরাধিকার। ১৯৬৯ ও ১৯৭১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র তিরকির হাত ধরে এই কেন্দ্রে কংগ্রেসের জয়ের ধারা শুরু হয়েছিল। পরে তাঁর উত্তরসূরি সুনীলচন্দ্র তিরকি ২০১১ ও ২০১৬ সালে পর পর দু'বার জয়ী হয়েছিলেন।

নবনীতা বলছেন, 'গত পাঁচ বছর এলাকার মানুষ এক প্রকার অন্ধকারের মধ্যে রয়েছেন এবং তাঁরা আবারও কংগ্রেসের সেই ভরসা ফিরে পেতে চাইছেন।' এলাকার মানুষের সেই আবেগকেই জয়ের মূল চাবিকাঠি হিসেবে দেখছেন নবনীতা। জালাস নিজামতারা অঞ্চলে পৌঁছে মানুষের আশীর্বাদ ও ভোটপ্রার্থনা করে উন্নয়নের ধারা ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার করছেন তিনি।

সুনীলচন্দ্র তিরকির মেয়ে নবনীতা বললেন, 'আমার পূর্বপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র তিরকি এবং বাবা প্রাক্তন বিধায়ক সুনীলচন্দ্র তিরকি এই জনপদের মানুষের কল্যাণে দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। প্রচারে গিয়ে দেখছি, এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁদের সেই কাজের প্রভাব আজও অম্লান এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার পরিবারের প্রতি আস্থা প্রকাশ করছেন।'

দ্রৌপদীর অপমানই বাণ নমোর

কুশমণ্ডিতে দক্ষিণ দিনাজপুরের মুখা হাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সৌরভ রায় ও নীতেশ বর্মন

কুশমণ্ডি ও শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুমুর্কে নিয়ে বিতর্কে কম জলঘোলা হয়নি। আদিবাসীদের অসম্মান করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। শনিবার কুশমণ্ডির খাগড়াকুড়ি গ্রামের মাঠে উপচে পড়া জনসভার মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই বিষয়টিকেই নিশানা করলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি সম্প্রতি শিলিগুড়িতে আদিবাসীদের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে এসে তৃণমূল সরকারের হাতে অপমানিত হয়েছিলেন। সুযোগ পেলেই তৃণমূল সরকার আদিবাসীদের, এমনকি সংবিধানকেও অপমান করতে ছাড়েনি।' ভোটে জিতলে আদিবাসীদের জন্য প্রচুর উন্নয়ন করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী এদিন ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেন। পাশাপাশি, অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে দেশের বাইরে বের করে দেওয়া হবে বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

মোদি রবিবার শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে জনসভা করবেন। কুশমণ্ডির জনসভা শেষে বায়ুসেনার বিমানে তিনি বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে জাতীয় সড়কে উঠে তিনি রোড শোয় শামিল হন। বিহার মোড়ে তিনি রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ হাঁটেন। পরে স্টেশন মোড়ে তাঁর রোড শো শেষ হয়। প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এদিন বিমানবন্দরের বাইরে জাতীয় সড়ক থেকে মাটিগাড়া পর্যন্ত রাস্তার ধারে প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিল।

কুশমণ্ডির খাগড়াকুড়ি গ্রামের মাঠে এদিন ব্যাপক ভিড় হয়েছিল। ভিড়ের কারণে অনেকে সেই মাঠে ঢুকতে পারেননি। তাঁদের উদ্দেশে ক্ষমা চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, 'বসার জন্য যে জায়গা তৈরি হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। উন্নয়নের মাধ্যমে আমি আপনাদের এই কষ্টের মূল্য ফেরত দেব।' তাঁর কথায়, 'ওড়িশা, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ডের মতন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী। বিরসা মুন্ডার জন্মদিবসকে 'জনজাতি দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। চুরকা মুর্মু, জিতু সাঁওতালদের মতো গুণী মানুষদের জন্য আমরা গর্বিত।' এ প্রসঙ্গেই তিনি রাজ্য সরকারকে বিঁধে শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতির সেই ঘটনার উল্লেখ করেন। রাজ্য সরকারকে বিঁধে তিনি বলেন, 'ঘর তৈরিতে কেন্দ্রীয় সরকার আদিবাসীদের টাকা দেয়। ওড়িশা ও ত্রিপুরাতে আমাদের ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রায় ৪৬ হাজার ঘর বানিয়ে ফেলেছে। অথচ বাংলায় আদিবাসীদের জন্য একটি ঘরও তৈরি হয়নি।'

রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এদিন তিনি সমানে তোপ দেগেছেন। মোদির কথায়, 'কিছুদিন আগে কলকাতায় ফুটবলকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের সিন্ডিকেটবাজিতে বাংলা গোটা দুনিয়ার কাছে সুনাম হারিয়েছে। দুই দিনাজপুরে গত কয়েক বছরে মহিলাদের ওপর অত্যাচারের বেশকিছু উদাহরণ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগানের মতো ক্লাবের খেলোয়াড়রাও মাঠে নেমে এই সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। এই সরকার গত ১৫ বছরে স্রেফ গুন্ডারাজ তৈরি করেছে। ক্ষমতায় এলে আমরা ভয়মুক্ত বাংলার পাশাপাশি ভরসার বাংলা তৈরি করব। গত ১৫ বছরে যত অন্যায় হয়েছে সেগুলির ফাইল খোলা হবে। সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সামনে রেখে এজন্য একটি কমিশন তৈরি হবে।' সেই কমিশনের হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শিক্ষা প্রসঙ্গে মোদির আশ্বাস, 'দিনাজপুর ইউনিভার্সিটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই। অব্যবস্থার কারণে অনেকেই মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। শিক্ষক নেই। গেস্ট টিচাররা মাসে ৪০০-৫০০ টাকা বেতন পান। এসবেরই পরিবর্তন করা হবে।'

অন্যদিকে শিলিগুড়িতে রাষ্ট্রপতিকে কেন্দ্র করে ঘটনায় মোদির এদিনের সরব হওয়া প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের হরিরামপুরের প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র বলেন, 'এটি তৃণমূল তথা রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে বিজেপির চক্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়।' মোদি এদিন বেলা ৫টা বেজে ২০ মিনিটে বাগডাগরায় নামেন। দলের নেতারা সেখানে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। পরে তাঁর রোড শো বাগডোগরা স্টেশন মোড় পর্যন্ত যায়। বিহার মোড়ে তিনি যখন হাঁটছিলেন সেই সময় দলীয় সাংসদ রাজু বিস্ট, প্রার্থী আনন্দময় বর্মন সহ দলের বেশ কয়েকজন নেতা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। সবকিছু ঠিকঠাক আছে বলে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে রিপোর্ট দেন।

ইভিএমের গাড়িতে জিপিএস

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : সুষ্ঠুভাবে ভোটপর্ব সম্পন্ন করাই এখন নির্বাচন কমিশনের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। ওই লক্ষ্যে একের পর এক পদক্ষেপ করছে কমিশন। বিশেষ নজরে থাকছে ইভিএম। মূলত প্রত্যেকটি ইভিএমকে যাতে সুরক্ষার বলয়ে রাখা যায়, তার জন্য প্রযুক্তির সাহায্য নিতে চলেছে কমিশন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ডিসিআরসি থেকে ইভিএম নিয়ে বুথের পথে রওনা হওয়া প্রতিটি গাড়িতে জিপিএস বসানো থাকবে। অর্থাৎ, ডিসিআরসি থেকে বুথ পর্যন্ত, ইভিএম নিয়ে যাওয়ার পথে গাড়িগুলিতে নজরদারি চালাবে কমিশন। আধিকারিকদের দাবি, জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রতিটি ইভিএম স্ট্রংরুমে না পৌঁছানো পর্যন্ত কমিশন সুচারুভাবে নজরদারি চালাতে পারবে। এবিষয়ে জেলা শাসক তথা তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক হরিশংকর পানিক্কর বলেন, 'ইভিএম নিয়ে যাওয়া-আসার কাজে ব্যবহার হওয়া প্রতিটি গাড়িতেই জিপিএস বসানো থাকবে। সেইসঙ্গে নিরাপত্তার স্বার্থে আর্মড ফোর্সও থাকবে।'

ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের আগে থেকেই বাংলায় একের পর এক পদক্ষেপ করছে নির্বাচন কমিশন। প্রশাসনিক স্তরে রদবদলের পর ভোটগ্রহণকেন্দ্রগুলিতেও নজর পড়েছে কেন্দ্রের। ইতিমধ্যে পাহাড় থেকে সমতল, স্পর্শকাতর বুথগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে মোবাইল শ্যাডো জোনের আওতায় থাকা বুথগুলিও চিহ্নিত করা হয়েছে। দার্জিলিং জেলা নির্বাচনি প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলার সমতল এলাকায় মোবাইল শ্যাডো জোনের আওতায় কোনও বুথ না থাকলেও পাহাড়ে এমন বুথের সংখ্যা সাত। দার্জিলিং ও কার্সিয়াং বিধানসভা এলাকায় রয়েছে ওই বুথগুলি। নিরাপত্তার স্বার্থে কমিশনের তরফে ওই বুথগুলিতে বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, মোবাইল শ্যাডো জোনের আওতাধীন বুথগুলিতে পৃথকভাবে ভিডিওগ্রাফির বন্দোবস্ত থাকবে। এছাড়াও নির্দিষ্ট বুথগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে স্যাটেলাইট ফোনও ব্যবহার করা হবে।

শা'র সভার প্রস্তুতি রাজগঞ্জে

রাজগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : আগামী ১৫ এপ্রিল নববর্ষের দিন রাজগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী দীনেশ সরকার এবং জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারীর সমর্থনে রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরে সভা করতে আসছেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর সভাকে ঘিরে রাজগঞ্জে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে এখন সাজোসাজো রব। ব্যস্ততা এতটাই যে, জেলা এবং ব্লক স্তরের নেতারা খাওয়ার সময় পাচ্ছেন না বলে জানালেন। রাজগঞ্জের ফাটাপুকুর মোড় থেকে কিছুটা দূরে বুড়ির মোড়ে সভা করবেন শা। মাঠ পরিষ্কার করে চলছে প্যান্ডেল বাঁধার কাজ। পুলিশের আধিকারিকরা গিয়ে মাঠ পরিদর্শন করছেন।

চোখ পরীক্ষা

চোপড়া, ১১ এপ্রিল : মেরধাগছ এলাকায় হরিনাম সংকীর্তন কমিটির উদ্যোগে শনিবার একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রক্তদান শিবিরের পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে মোট ২২ জন রক্তদান করেন। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর ব্লাডব্যাংকের কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্থানীয়দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে শিবিরটি সফল হয়েছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ছদ্মবেশী।। মহারাষ্ট্রের টাডোবা ন্যাশনাল পার্কে ছবিটি তুলেছেন স্বপ্নেন্দু আচার্য্য।

গোরু উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১১ এপ্রিল : গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ শনিবার মহম্মদবক্স সংলগ্ন এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালায়। অভিযানের সময় পুলিশ চারটি লরি আটক করে। লরিগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে ৪০টি গোরু এবং ১৫টি বাছুর উদ্ধার করা হয়। লরিচালকদের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ কোনও নথি ছিল না। এই ঘটনায় রবি কুমার, সরপথ, হারকিত এবং প্রবীন্দ্র কুমার নামক চার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা সকলেই হরিয়ানার বাসিন্দা। এই গোরু ও বাছুরগুলো বিহার থেকে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জেনেছে। উদ্ধার গোরু ও বাছুরগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।

একই দিনে দুই শিশু উদ্ধার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : শনিবার সকালে চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোবিন্দনগরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া মহিষমারি নদীতে নেমেছিল কিছু কিশোর। নদীতে কচুরিপানার মধ্যেই একটি ব্যাগ দেখে কৌতূহলের বশে এগিয়ে গিয়েছিল তারা। ব্যাগের ভেতরে প্রথমে একটি সোয়েটার দেখে ওই কিশোরদের মনে হয়েছিল, হয়তো কেউ জামাকাপড় ফেলে দিয়েছে। সেই সোয়েটার সরাতেই চক্ষু চড়কগাছ সকলের। নজরে আসে, ব্যাগের ভেতরে একটি সদ্যোজাত শিশু রয়েছে। তখনও জীবিত না মৃত, তা বুঝতে না পেরে ব্যাগ সহ শিশুকে নিয়েই তারা চিৎকার করে ছুটতে থাকে। শেষমেশ বড়রা ওই ব্যাগটি নিয়ে খবর দেন প্রধাননগর থানায়। প্রধাননগর থানার পুলিশ এসে ওই সদ্যোজাত শিশুটিকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে ওই এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে শনিবার সন্ধ্যার পর হায়দরপাড়ার ঘুগনি মোড় এলাকায় একটি পরিত্যক্ত জায়গায় এক শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে চমকে ওঠেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের নজরে আসে, মাস দেড়েকের এক পুত্রসন্তান কাপড়ের এক টুকরোর মধ্যে শুয়ে কাঁদছে। ফুটফুটে ওই শিশুকে কারা রেখে গেল, তা নিয়ে ওই এলাকায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এদিকে, স্থানীয়দের তরফে ভক্তিনগর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ এসে ওই শিশুকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই শিশুটি।

চম্পাসারিতে নদীতে ওই সদ্যোজাত শিশুটিকে কে বা কারা ফেলে গিয়েছে, তা নিয়ে ওই এলাকায় খোঁজখবর নেওয়া হয়। যদিও এরকম কারও সন্ধান না পাওয়ায় পুলিশ ও স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, কেউ নদীর ধারে এসে ওই ব্যাগটি কচুরিপানার মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে। কারণ, ওই ব্যাগটি পুরোপুরি ভেজা ছিল না। নদীতে ভেসে এলে ভেজা থাকত। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ব্যাগের মধ্যে সদ্যোজাত পুত্রসন্তান ছিল।

গোবিন্দনগরের ওই এলাকাটি জমজমাট। নদীর ওই অংশে থাকা সেতু পেরিয়ে দেবীডাঙ্গায় সবসময়ই গাড়ি, বাইকের যাতায়াত চলে। এলাকার বাসিন্দা মণীশ মাহাতো বলছিলেন, 'এলাকার মধ্যে দিয়ে যাওয়া এই নদী আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। সারাবছর ধরে এখানে প্রতিমার ভাসান হয়। ভাসানের সময়ে অনেকেই নদীতে পয়সা ছোড়েন। প্রায়ই এলাকার কচিকাঁচারা নদীতে নেমে পয়সা সংগ্রহের চেষ্টা করে। আজ ওই কিশোররাও সেই পয়সার খোঁজে নদীতে নেমেছিল বলে মনে হয়।'

সোয়েটারে মোড়া দেহ চম্পাসারিতে, হায়দরপাড়ায় জীবিত

- মহিষমারি নদীতে কচুরিপানার মধ্যে একটি ব্যাগে সদ্যোজাত শিশুকে দেখতে পায় কিছু কিশোর
- প্রধাননগর থানার পুলিশ শিশুটিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন
- হায়দরপাড়ার ঘুগনি মোড়ে একটি পরিত্যক্ত জায়গায় আরেক শিশু উদ্ধার হয়

স্থানীয় ব্যবসায়ী গজেন রায় বলছিলেন, 'হঠাৎ করেই কিশোরদের চিৎকার শুনতে পাই। দোকান থেকে বেরোতেই নজরে আসে, ওই কিশোরদের হাতে একটি ব্যাগ রয়েছে। এরপর কাছে গিয়ে ওই ব্যাগ খুলতেই দেখি, ভেতরে সদ্যোজাত পুত্রসন্তান রয়েছে। এমনকি ব্যাগের একাংশে রক্তের দাগও লেগে রয়েছে। পরে শুনলাম, ওই পুত্রসন্তানের মৃত্যু হয়েছে।'

পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, 'গোটা ঘটনার তদন্ত করা চলছে।'

এদিকে, হায়দরপাড়ার ঘুগনি মোড় এলাকার বাসিন্দা বিষ্ণু পাসোয়ান বলেন, 'হঠাৎই আমাদের কানে বাচ্চা কাঁদার আওয়াজ আসে। শিশুটিকে দেখে মনে হচ্ছে, সন্ধ্যার দিকেই কেউ হয়তো এই পুত্রসন্তানকে ফেলে দিয়ে গিয়েছে।' সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজের সূত্র ধরে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

গাড়িতে আগুন

চোপড়া, ১১ এপ্রিল : শনিবার দুপুরে চোপড়ার রাঙ্গাগছ এলাকায় জাতীয় সড়কের ওপর ফুলবাড়ি অভিমুখী একটি গাড়িতে আগুন লাগে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চলন্ত অবস্থায় গাড়িটিতে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ইসলামপুর থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে পুলিশ জানিয়েছে। এদিকে, গাড়ির চালক সুজিতকুমার যাদব বলছেন, 'গাড়িতে আমি একা ছিলাম। বিহারের বারাউনি থেকে ফুলবাড়ি এলাকার একটি সিমেন্ট কারখানায় ফ্লাই অ্যাশ নিয়ে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার পথে টায়ার ফেটে যায়। গাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনতেই দেখি আগুন লেগেছে।'

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জাতীয় সড়কের ফোর লেনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট লাইনে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিক হয়নি। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে বিপত্তি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অস্ত্র বাজেয়াপ্ত

চোপড়া, ১১ এপ্রিল : চোপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা নেশিমউদ্দিন নামে এক তরুণকে শুক্রবার রাতে হাপতিয়াগছের মোলানি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের পকেট থেকে একটি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

প্রতিশ্রুতি পদ্মের সংকল্পপত্রে

শিলিগুড়ির মতো আরও ৪ শহর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : শিলিগুড়ির মতো উত্তরবঙ্গে আরও চারটি শহর তৈরির আশ্বাস দিলেন সাংসদ রাজু বিস্ট। রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষকে পাশে বসিয়ে এই আশ্বাস দেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। দলীয় ইস্তাহারে চারটি শহরের কথা উল্লেখ রয়েছে বলেও জানান তিনি। শিলিগুড়ির মতো আরও চারটি শহর কীভাবে হবে, তা নিয়ে কিন্তু অনেকেই সংশয়ে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি। দার্জিলিং, সিকিম তো বটেই, উত্তরবঙ্গের পর্যটনও শিলিগুড়ির ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ফলে শিলিগুড়ির মতো গুরুত্ব পায় না উত্তরবঙ্গের কোনও শহর। অর্থাৎ শিলিগুড়ির মতো শহর তৈরির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ বলছেন, 'আমরা ক্ষমতায় এলে শিলিগুড়ির মতো উত্তরবঙ্গে আরও চারটি বড় শহর তৈরি হবে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসবে বিপুল পরিবর্তন। বিনিয়োগ বাড়বে।' এদিন বিজেপির সংকল্পপত্রে উত্তরবঙ্গের দিকগুলি তুলে ধরেন রাজু, শ্রিংলা। এইমসের পুরোনো আশ্বাস প্রসঙ্গে রাজু বলছেন, 'উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সঠিক পরিষেবা প্রদান, প্রয়োজনীয় জমি থাকবে এমন জায়গায় এইমস করব আমরা।'

উত্তরবঙ্গকে আলাদা রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার দাবি দীর্ঘদিনের। বিজেপির সংকল্পপত্রে এইমস, আইআইটি, আইআইএম, ক্যানসার হাসপাতালের মতো আশ্বাস রয়েছে। প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ হলে কি পৃথক রাজ্যের দাবি উঠবে না? শংকরের দাবি, উত্তরের মানুষের

> উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, সঠিক পরিষেবা প্রদান, প্রয়োজনীয় জমি থাকবে এমন জায়গায় এইমস করব আমরা।
>
> রাজু বিস্ট *সাংসদ*

বঞ্চনার কারণ নির্ণয় করেছেন তাঁরা। তার মধ্যে সংকল্পপত্রে থাকা দাবিগুলি গুরুত্বপূর্ণ। তাতে কিছুটা হলেও উত্তরের মানুষের দাবি পূরণ হতে পারে। শংকর বলেন, 'বঞ্চনার দাবি অনুন্নয়নের জন্য। বিজেপি ক্ষমতায় এলে অনুন্নয়ন দূর হবে। উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রত্যেকটি দাবি বিবেচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।'

মুড়িতে দিন শুরু, প্রচারে সঙ্গী গরম জল

মনজুর আলম

চোপড়া, ১১ এপ্রিল : শসা দিয়ে চিঁড়ে-মুড়ি খেয়ে কেউ দিন শুরু করছেন কেউবা কথাবার্তার ফাঁকে গোলমরিচ মেশানো গরম জলে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন। গরম চড়তে শুরু করলেও চোপড়া বিধানসভা এলাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তাকে পাত্তা দিতে নারাজ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা জনসংযোগে তাঁরা ব্যস্ত থাকছেন। নিজেদের ফিটনেসের দিকেও তাঁদের বাড়তি নজরও থাকছে।

বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী হামিদুল রহমান সকাল ৬টার মধ্যেই উঠে পড়ছেন। চিঁড়ে-মুড়ির সঙ্গে শসা আর এক কাপ লাল চা-এ সকালের খাবার সারছেন। নানা সমস্যায় বাসিন্দারা সকাল সকালই বরাবর তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। এখনও করছেন। বাড়তি হিসেবে যুক্ত হয়েছে

প্রার্থীর রোজনামচা

প্রচারে বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারী। শনিবার চোপড়ায়।

ভোট নিয়ে কর্মীদের সঙ্গে জোরদার আলোচনা। এরপর সকাল ১০টার মধ্যে প্রচারে বেরিয়ে পড়ছেন। কর্মীদের সঙ্গে দুপুরের খাবার সারছেন। হঠাৎ খিদে পেলে তার মোকাবিলায় গাড়িতে চিঁড়ে-মুড়ি ও আপেল রাখছেন। প্রচার শেষে রাতে বাড়ি ফিরে রাতের খাবারের তালিকায় রুটি-সবজি থাকছে। মাঝেমধ্যে ছোট মাছও। প্রচারের সময় যাতে গলা ঠিক থাকে সেজন্য নিয়ম করে গরম জলে গার্গলও সারছেন। ঘুমোতে ঘুমোতে মাঝেমধ্যে রাত ১টা বেজে যাচ্ছে। তারপর আবার সকাল সকাল ওঠা। এরপর সেই অ্যাকশন-রিপ্লে।

ভোর হতে হতেই বিজেপি প্রার্থী শংকর অধিকারীর দিনও একইভাবে শুরু হচ্ছে। রুটি-সবজি খেয়েই তিনি দিন শুরু করছেন। প্রচারের চাপ এতটাই থাকছে যে ধরাবাঁধা নিয়মে এখন লাঞ্চ হচ্ছে না। মাঝেমধ্যে কোনও কর্মীর বাড়িতে খেয়ে নিচ্ছেন। গলা ঠিক রাখতে শংকর গোলমরিচ মেশানো গরম জল সঙ্গে রাখেন। মাঝেমধ্যে তাতেই চুমুক দিচ্ছেন। সব সেরে বাড়ি ফিরতে মাঝেমধ্যেই অনেকটা দেরি হচ্ছে। কখনও বাইরে ডিনার সারছেন, অথবা বাড়ি ফিরে রাতের খাবার খাওয়ার পালা চলছে।

সিপিএম প্রার্থী মকলেশ্বর রহমানের সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে পড়ার অভ্যাস। রুটি-তরকারি খেয়ে সাড়ে ৮টার মধ্যেই প্রচারে বের হচ্ছেন।

প্রচারের ফাঁকে কর্মীদের সঙ্গে কোথাও দুপুরের আহার সেরে সামান্য বিশ্রাম। তারপর আবারও জনসংযোগ। রাত প্রায় সাড়ে ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরে ডিনার সারছেন। কংগ্রেস প্রার্থী জাকির আবেদিন সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়েন। দুধ-রুটি বা চা-বিস্কুট খেয়ে প্রচারে বের হচ্ছে। কর্মীদের বাড়িতে দুপুরের খাবার সারছেন। বাকিদের মতো বাড়ি ফিরতে তাঁরও দেরি হচ্ছে। তারপর ডিনার।

সবার মধ্যে আরও একটি মিল বলতে, স্বাস্থ্যের দিকে সবারই কড়া নজর রয়েছে। অবশ্য নজর রাখারই কথা। সামনেই যে ভোট-যুদ্ধ। দারুণ লড়াই না লড়ে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়তে রাজি নন।

হাকিমপাড়া জিএসএফপি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া ঋত্বিকা মণ্ডল পড়াশোনা ও নাচে পারদর্শী।

আন্দোলনে নেই বিরোধীরা

ভোট বৈতরণি পেরোতে সম্বল শাসকবিরোধী হাওয়া

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১১ এপ্রিল : কোনও আন্দোলন বা সাংগঠনিক শক্তি নয়, ইসলামপুরে ভোট বৈতরণি পেরোতে তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী হাওয়া যেন বিরোধী শিবিরের একমাত্র সম্বল। বেহাল নাগরিক পরিষেবা, কাটমানি, সিন্ডিকেট সহ একাধিক বিষয়ে সরব হলেও, বিরোধীদের সেভাবে কোনও আন্দোলন করতে দেখা যায়নি। বিধানসভা নির্বাচন যখন দুয়ারে কড়া নাড়ছে, ঠিক সেসময় বিরোধীদের 'অবস্থান' নিয়ে শহরের আনাচকানাচে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সিপিএম, কংগ্রেস এবং বিজেপি সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের ভূমিকা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে চায়ের দোকান, আড্ডাতে। তবে শুধু ইসলামপুর শহর নয়, বিধানসভা এলাকাজুড়েই বিরোধীদের নীরবতা নিয়ে চর্চা রয়েছে। বিরোধী দলগুলিও নিজেদের 'ব্যর্থতা' একবাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছে। কারণ হিসেবে সাংগঠনিক দুর্বলতাই তাদের একমাত্র অস্ত্র। সিপিএম অবশ্য আন্দোলন গড়ে

দলঞ্চা নদীতে অস্থায়ী সাঁকোতে পারাপার। -ফাইল চিত্র

তুলতে না পারার জন্য সাংগঠনিক ব্যর্থতার পাশাপাশি মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার ভয়কে দায়ী করছে।

ইসলামপুর শহরের পিডব্লিউডি মোড়ে কথা হচ্ছিল ধীরেন শর্মার সঙ্গে। বেশ হতাশার সঙ্গে তিনি বললেন, 'দীর্ঘদিন বিজেপিকে ভোট দিই। হয়তো এবারও দেব। তবে দাড়িভিট ছাড়া কোনও আন্দোলন তারা গড়ে তুলতে পারেনি।' মাটিকুন্ডা বাজারে চায়ের দোকানে বসে কট্টর সিপিএম সমর্থক মহম্মদ ইলিয়াস বললেন, 'স্মারকলিপি নির্ভরতা আন্দোলন ছাড়া গত পাঁচ বছরে সাধারণ মানুষের বঞ্চনা নিয়ে পার্টির সরব হওয়ার নজির নেই। জনমত বা সংগঠন জোড়ালো হবে কী করে?' ডাঙ্গাপাড়া সংলগ্ন দলঞ্চা নদীর বাঁশের সাঁকো পার করার সময় কংগ্রেস সমর্থক সরফরাজও একই অভিযোগ করলেন।

ইসলামপুরের কংগ্রেস প্রার্থী গুড্ডি রিয়াজের স্বামী তথা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি হারুণ রশিদ বললেন, 'দলঞ্চা নদীর ওপর স্থায়ী সেতু সহ একাধিক ইস্যুতে আন্দোলন করে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি। তবে কোনও ইস্যুতে টানা আন্দোলন আমরা করতে পারিনি। তার কারণ আমাদের সাংগঠনিক ব্যর্থতা।' সিপিএমের ইসলামপুর নির্বাচনি কমিটির আহ্বায়ক বিকাশ দাসের কথায়, 'আমাদের জনবল কম। সঙ্গে রয়েছে সাংগঠনিক দুর্বলতা। ফলে টানা জোরদার আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছি। তাছাড়া আন্দোলন করতে গিয়ে আমাদের প্রার্থী ইতিপূর্বে একাধিক মামলার শিকার হয়েছেন।'

বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলার সহ সভাপতি সুরজিৎ সেনের জবাব, 'বিরোধী দল হিসেবে নাগরিক বঞ্চনা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারা আমাদের ব্যর্থতা তা স্বীকার করতে বাধা নেই। এই সুযোগে তৃণমূল একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছে। তবে এবারের ভোটে একনায়কতন্ত্র শেষ করতে আমরা তৈরি।'

বিগত বিধানসভা ও লোকসভা ভোটে ইসলামপুর শহর থেকে বিজেপি বড় ব্যবধানে লিড পেয়েছে। কিন্তু নাগরিক পরিষেবার বেহাল দিকগুলি নিয়ে তারা বড় আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। আবর্জনা জমে থাকা, বাড়ি বাড়ি পরিস্রুত পানীয় জল না পৌঁছানো, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির পরিবেশ লাটে ওঠা, জবরদখল সহ একাধিক ইস্যুতে তাদের পথে দেখা যায়নি। শহরের সাধারণ মানুষের কথায়, মিডিয়া বাইট দিয়ে কাগুজে বাঘ সেজে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শহরের এক বাসিন্দা বললেন, 'কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি একমাত্র বৈদ্যুতিক চুল্লি বিকল হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু বিরোধীদের মুখে কুলুপ। একটিমাত্র কলেজে বছরের পর বছর ১০ থেকে ১২ হাজার পড়ুয়া। অথচ নতুন কলেজ তৈরি করা নিয়ে বিরোধীদের আওয়াজ নেই।'

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কীসের ভিত্তিতে ভোটের ময়দানে বিরোধীরা বলছেন জোর টক্কর হবে?

জীবিকার ভার। শনিবার শিলিগুড়িতে দীপ্তেন্দু দত্তের তোলা ছবি।

ইভিএমে কারচুপির আশঙ্কা গৌতমের

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : তৃতীয় দফায় শনিবার 'টক-টু-গৌতম' কর্মসূচি সারলেন শিলিগুড়ির তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। নির্বাচনি আবহে অন্য দিনগুলির মতো এদিনও দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে ওই কর্মসূচি সারেন গৌতম। নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট পর ফোনের সামনে বসেন গৌতম।

এদিনও ফোনের ওপার থেকে গৌতমকে সুবিধা-অসুবিধার কথা জানান শহরের বাসিন্দারা। তবে, প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের তুলনায় এদিন যথেষ্ট কম ফোন তাঁর কাছে এসেছিল। এদিন এক ঘণ্টায় ১৮ জন ফোন করেন। তাঁদের মধ্যে কেউ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা না পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। কেউ আবার যুবসাথী প্রকল্পের টাকা না পাওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। এছাড়াও পোর্টাল সমস্যার জেরে জন্ম সার্টিফিকেট না পাওয়ার বিষয়টিও জানান কেউ কেউ। শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আলপনা শর্মা পানীয় জলের সমস্যার কথা তুলে ধরেন গৌতমের কাছে। অন্যদিকে, জাতীয় সড়কে গোরুর অবাধ দৌরাত্ম্যের বিষয়টি গৌতমকে জানান এক নাগরিক। তবে শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা আকাশ চট্টোপাধ্যায় ফোন করে এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ার প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন।

এনিয়ে গৌতম বলেন, 'শিলিগুড়িতে ৪২ হাজার নাম বাদ গিয়েছে। নির্বিচারে নাম কাটা হয়েছে। আমরা পার্টি অফিসে ক্যাম্প করছি। কিন্তু এখনও ট্রাইবিউনাল বসেনি। বিজেপি নিজের মর্জিমাফিক ভোটার লিস্ট করে ভোট করাতে চায়। দেশে বিজেপির সংবিধান চলছে।' পাশাপাশি কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী। নির্বাচনে ইভিএমে কারচুপির আশঙ্কা করে তাঁর বক্তব্য, 'দিল্লি থেকে কারচুপি করা হতে পারে। এনিয়ে আমি সন্দিহান। এভাবে নির্বাচনকে প্রহসনের দিকে নিয়ে যাওয়ার মরিয়া চেষ্টা চলছে।'

গৌতমের এমন মন্তব্য নিয়ে শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'উনি আর্বিট্রেটরের মতো নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বসে এবিষয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিংবা সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আবেদন করতে পারেন। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের দিকে আয়না ফেললেই বুঝতে পারবেন নাম বাদ যাওয়ার ঘটনায় রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের একাংশের হাত থাকলেও থাকতে পারে।'

এদিকে গৌতম এদিন জানিয়েছেন, তিনি নির্বাচনে জয়লাভ করলে শহরবাসীর সঙ্গে বছরভর নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখতে নয়া পদক্ষেপ করবেন। বিধায়ক হিসাবে প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পর্কে শহরবাসীকে ওয়াকিবহাল রাখতে হোয়াটসঅ্যাপ মারফত বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হবে বলে তিনি এদিন জানান।

দাপট নেশাগ্রস্তদের, বাড়ছে চুরি

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে চুরির ঘটনা বাড়ছে ৪ নম্বর এলাকায়। যা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। স্থানীয়দের বক্তব্য, চন্দ্রপার্ক সংলগ্ন গভর্নমেন্ট স'মিলের একপাশ দিয়ে যাওয়া রেললাইন এলাকায় প্রত্যেকদিন বসছে নেশার আসর। সন্ধ্যার পর থেকেই এখানে ভিড় বাড়ছে বহিরাগতদের। এলাকায় চুরির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায়, এমন দুষ্কর্মের পিছনে নেশাগ্রস্ত তরুণদের হাত রয়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন।

শুক্রবার সকালে কিশোর সংঘ ক্লাবের মূল দরজা খুলতেই ক্লাব সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয়দের নজরে আসে ক্লাবঘরের ভিতরের থেকে উধাও টিভি। এমনকি ক্লাবে থাকা জল তোলার পাম্প নেই। ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাধারণ বাসিন্দা তথা ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শংকর সরকারের বক্তব্য, 'এই কাজ নেশাগ্রস্তদেরই। দিনের পর দিন এই এলাকায় নেশাগ্রস্তরা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এরাই চুরির ঘটনা ঘটাচ্ছে। প্রশাসনের উচিত বিষয়টা দেখা।' যদিও এলাকায় নজরদারি রয়েছে বলে পুলিশের দাবি।

চন্দ্রপার্ক সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনে নেশাগ্রস্তদের দাপট নতুন নয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে মাদক পাচারও হচ্ছে। মাঝে মাঝে পুলিশি অভিযান চললেও, নেশার আসর ও মাদক কারবার বন্ধ হয়নি। নিরাপত্তার স্বার্থে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দা বললেন, 'সত্যি কথা বলতে এলাকায় নেশাগ্রস্তদের দাপট চললেও খুব একটা বিশেষ প্রতিবাদ করা যায় না। এর আগে একাধিকবার প্রতিবাদ করায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। কখনও ঢিল ছুড়ে মারে, কখনও আবার চুরির চেষ্টা করা হয়।' এই পরিস্থিতিতে কার্যত নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে অত্যাচার মুখ বুজেই সহ্য করতে হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। শংকর বলেন, 'শুক্রবার সকালে ক্লাবের মূল দরজা খুলে দেখি টিভি নেই। পাম্প সহ একাধিক সামগ্রী নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা।' জানলায় শিক খুলে সেখান দিয়ে দুষ্কৃতীরা ভিতরে ঢুকেছে বলে মনে করছেন ক্লাব সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয়রা। তাঁরা চাইছেন, নিয়মিত পুলিশি অভিযান এবং কড়া পদক্ষেপ।

পথ নির্দেশিকা

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : কাওয়াখালিতে প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে একাধিক নির্দেশিকা জারি করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। পুলিশের তরফে এদিন জনসাধারণের উদ্দেশে ন'টি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এই নির্দেশিকার মধ্যে পাহাড় থেকে নামা এনজেপি স্টেশনগামী যানবাহনকে সেবক রোড এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে ফাঁসিদেওয়া আন্ডারপাস ব্যবহার করে কাওয়াখালির রাস্তা ধরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরগামী গাড়িগুলিকে দার্জিলিং মোড় এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনজেপি স্টেশন থেকে দার্জিলিং, কার্সিয়াং ও মিরিকগামী যানবাহনকে নৌকাঘাট, কাওয়াখালি, খাপরাইল রোড ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে পাহাড়গামী যানবাহনকে দার্জিলিং মোড়ের পরিবর্তে খাপরাইল রোড ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিকিম ও কালিম্পং থেকে এনজেপি স্টেশন ও বাগডোগরা বিমানবন্দরগামী যানবাহন ভক্তিনগর চেকপোস্ট হয়ে ইস্টার্ন বাইপাস ব্যবহার করতে পারবে।

নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান চায় শহরের নারীশক্তি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : নিরাপত্তা এবং কর্মসংস্থান। ভোটের বাজারে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছে এই দুই দাবিই রাখছে শিলিগুড়ির নারীশক্তি। কেবল উত্তরবঙ্গ নয়, পড়াশোনা ও কর্মসংস্থানের সুবাদে গোটা রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মেয়েদের ঠিকানা হয়ে উঠেছে এই শহর। কিন্তু সেই শহরে মেয়েরা কতটা সুরক্ষিত, তা নিয়ে প্রশ্নটা থেকেই যায়। এছাড়া কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করছে শিলিগুড়ির মহিলা মহল।

শিলিগুড়ি উত্তরবঙ্গের শিক্ষা ও ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র। অথচ এই শহরে নারী নির্যাতনের উদাহরণ ভূরিভূরি। মার্চ মাসে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে দিনদুপুরে এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি হয়। গত মাসেই আবার ভক্তিনগর থানা এলাকার এক তরুণীকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে তাঁর বন্ধু। আশিঘর ফাঁড়ি এলাকায় অসুস্থ মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণ করে এলাকারই একজন। এছাড়া বিভিন্ন সময় কর্মস্থলে নারীর অসম্মানের ঘটনাও ঘটেছে। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা সুস্মিতা বসাক বলেন, 'রাত সাড়ে ৯টায় যখন কাজ থেকে ফিরি, তখন অনেক রাস্তাই অন্ধকার থাকে। দিনে যেখানে শ্লীলতাহানি হচ্ছে, সেখানে রাত আমাদের জন্য কতটা নিরাপদ?'

তাঁর দাবি, 'পথবাতি, পর্যাপ্ত আলো সব অলিগলিতে থাকা উচিত। পুলিশের টহলদারি প্রতিটি অলিগলিতে বাড়াতে হবে।'

নারী সুরক্ষায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পিঙ্ক মোবাইল ভ্যানকে রাস্তায় দেখা যায় না বলে একসময় অভিযোগ উঠেছিল। শহরের রাস্তার সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি আদৌ কার্যকর কি না, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে অনেকের। কলেজ পড়ুয়া অনন্যা দত্ত যেমন বললেন, 'সিসি ক্যামেরা তো রয়েছে, সেগুলো কি আদৌ কাজ করছে? প্রমাণের অভাবে অনেকে ছাড়া পেয়ে যায় বলেও শুনেছি। নারী নিরাপত্তা একটা বড় ফ্যাক্টর। ক্ষমতায় যেই আসুক না কেন, এই বিষয়টিকে যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়।' বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা কবিতা ভগৎ আবার কর্মসংস্থানের প্রসারের দাবি রাখছেন। তিনি বলেন, 'চাকরির সুবন্দোবস্ত চাই। কর্মসংস্থানের স্থায়ী পরিকাঠামো তৈরির বিষয়ে জোর দিতে হবে। বেসরকারি সংস্থায় কাজ করলেও আমাদের ভবিষ্যৎ যেন নিশ্চিন্ত থাকে।'

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী অবশ্য মেয়েদের এই দাবিগুলিকে মান্যতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'নারীর ক্ষমতায়ন এখন গোটা দেশের অন্যতম চর্চার বিষয়। আমাদের সংকল্পপত্রে মেয়েদের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরা হয়েছে। মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি সহ আত্মরক্ষার দিকেও নজর দেওয়া হবে। আর সবকিছুর শুরু হবে স্কুল স্তরেই।'

তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেবের কথায়, 'কয়েক বছরে শিলিগুড়িতে মেয়েদের কর্মসংস্থানকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে। নির্মল সাথী, সহশিক্ষাকেন্দ্র, খেলাধুলো সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা আসলে গভীর বিষয়। মেয়েদের নিয়ে অনেক পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।' সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'নারী সুরক্ষা ও কর্মসংস্থান আমাদের মূল লক্ষ্য। শহরজুড়ে সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। মহিলাদের স্বনির্ভর করার চেষ্টা করব। অর্ধেক আকাশ পুরুষের হলে অর্ধেক আকাশ নারীরও।'

গণ্ডগোল নিয়ে সরব তৃণমূল প্রার্থী

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : নির্বাচন আবহে শহর শিলিগুড়ির রাজনৈতিক পরিবেশ ক্রমেই তপ্ত হয়ে উঠছে। শনিবার সেবক মোড় এলাকায় দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব কমিশনের ভূমিকায় প্রশ্ন তোলেন। তাঁর অভিযোগ, 'কমিশন তৃণমূলের অভিযোগে খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছে না।' শহরের একাধিক জায়গায় রাস্তার উপর দিয়ে গেরুয়া পতাকা লাগানো রয়েছে। সেসব খোলা না হলে আগামীতে দলের তরফে তিন রঙের পতাকা লাগানো হবে বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন।

গৌতম বলেন, 'কমিশনকে নিরপেক্ষ হতে হয়। তবে এখানে কমিশন প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের লড়াই শুধু বিজেপির বিরুদ্ধে নয়। কোথাও গিয়ে আমাদের লড়াইটা কমিশনের সঙ্গেও হয়ে যাচ্ছে।' এদিকে, আগেই গৌতম অভিযোগ তুলেছিলেন, বিজেপি বহিরাগতদের শহরে এনে গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে। এদিনও ফের সেই প্রসঙ্গ তিনি তুলে ধরে আমজনতাকে নিয়ে রাস্তায় নামার হুঁশিয়ারি দেন। গৌতমের কথায়, 'নির্বাচনের দিন ভোটার নন এমন ব্যক্তিরা এখানে আসবে আর আমরা চুরি পরে বসে থাকব। এটা হবে না। আমাদের দুর্বল ভাবার কোনও কারণ নেই। ভদ্রতা মানেই কিন্তু দুর্বলতা নয়। গৌতমের বক্তব্যের পালটা শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ বলেন, 'আমি মনে করি এই লড়াই গৌতমবাবু ভার্সেস শংকর নয়। এখানে পশ্চিমবঙ্গ বাঁচবে না শেষ হয়ে যাবে এটাই মূল বিষয়।'

আজ শহরে

■ জাতীয় পথনাটক দিবস উপলক্ষ্যে সৃজনসেনার অন্তরঙ্গ নাটক 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় মিত্র সম্মিলনীর চণ্ডীমণ্ডপে।

বেতন নিয়ে সমস্যা

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মীরা নির্দিষ্ট সময় বেতন পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে অস্থায়ী কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সূত্রের খবর, এক সময় মাসের প্রথমেই অস্থায়ী কর্মীরা বেতন পেতেন। কিন্তু কয়েক মাস ধরে ১০ তারিখের পরেও বেতন মিলছে না। যেমন শনিবার মাসের ১১ তারিখ হয়ে গেলেও কর্মীরা বেতন পাননি। কেন নির্দিষ্ট সময়ে বেতন দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও পুরনিগমের কমিশনার অশ্বিনীকুমার রায় জানিয়েছেন, সোমবার সকলের বেতন দিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'রাজ্যজুড়ে ট্রেজারির পোর্টালে সমস্যা চলছে। তবে সোমবার সকল কর্মীর বেতন হয়ে যাবে।'

ডিএসপি'র পোস্টিং

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল: অবশেষে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) পদে পোস্টিং হল। শনিবার এক নির্দেশিকায় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার রানা মুখোপাধ্যায়কে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) পদে নিয়ে আসা হল। কিছুদিন আগেই তাঁকে এই পদে নিয়ে আসার জন্য রাজ্য সরকারের তরফে নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এতদিন এই দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) তন্ময় সরকার।

ফের পথ চলা শুরু রেনল্ট ডাস্টারের

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : মাটিগাড়ার বোহানিয়া অটোমোবাইলস প্রাইভেট লিমিটেডের রেনল্ট শোরুমে শনিবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফের পথ চলা শুরু করল নতুন রেনল্ট ডাস্টার। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শোরুমের কর্ণধার তানশু আগরওয়াল। ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথিরা।

২০২১ সালে এই গাড়িটি বন্ধ হয়ে যায়। তবে ২০২৬-এর ২৬ জানুয়ারি রি-লঞ্চ করে গাড়িটি। পাওয়ারফুল ইঞ্জিন, অফ রোডিং, আধুনিক ডিজাইন, স্মার্ট ফিচার্স, সুরক্ষার দিক থেকে আরও বেশি উন্নত এই নতুন গাড়িটি।

টার্বো পেট্রোল ইঞ্জিনযুক্ত গাড়ির দাম শুরু হচ্ছে ১০ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা থেকে। শোরুমের সেলস ম্যানেজার বিজয় কুমার বললেন, 'পুনরায় ফিরে আসা এই গাড়িটি নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা দেখা দিয়েছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই ৩১ মার্চের মধ্যে ১০০টিরও বেশি গাড়ির প্রি-বুকিং হয়ে গিয়েছে।' এদিন অনেকেই গাড়ির টেস্ট ড্রাইভ করেন।

ভোটের প্রাক্কালে পোশাকেও রাজনীতির রং

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : ভোট মানেই গণতন্ত্রের উৎসব। আর উৎসব বললেই মনে আসে নতুন জামাকাপড়ের কথা। তাই ফ্যাশনের জগতেও লেগেছে বিধানসভা ভোটের রং। তবে এই ফ্যাশন একটু ভিন্ন। কোনও জামার ওপর কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থনে লেখা রয়েছে স্লোগান আবার কোনওটিতে রয়েছে দলের প্রতীক, আবার কোনটিতে রয়েছে মোদির মুখ আঁকা। ভোটের আবহে এই ধরনের টি-শার্ট, শাড়ি বেশ বিক্রিও হচ্ছে। এছাড়াও চাহিদা রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক দেওয়া টুপি। মূলত কোনও দলের প্রার্থীর হয়ে যখন সমর্থকরা বেরোচ্ছেন তখন এই ধরনের পোশাকগুলি পরছেন। পয়লা বৈশাখের বাজারেও মহাবীরস্থান সহ অন্য মার্কেটে এই পোশাকগুলি বেশ বিক্রি হচ্ছে।

মহাবীরস্থানে বিভিন্ন দলের পতাকা, গেঞ্জি, টুপির পসরা। -সঞ্জীব সূত্রধর

ফলে ব্যবসায়ীদেরও বেশ লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে।

হাতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি থাকায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিও বেশ জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছে। বিজেপি, তৃণমূল থেকে সিপিএম, কংগ্রেস সব দলই চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষের নজর কাড়তে নতুন উপায়ে প্রচার করতে। এই প্রচারে ট্রেন্ডে রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক দেওয়া পোশাক। এগুলি পরেই প্রার্থী প্রচার পর্ব সারছেন। কোয়ালিটি অনুযায়ী বাজারে দুই রকমের টি-শার্ট পাওয়া যাচ্ছে। একটি বিকোচ্ছে ১০০ টাকায়, অন্যটি ১৫০ টাকায়। এছাড়াও ২০০ টাকায় মিলছে পদ্মফুল ও জোড়াফুল আঁকা শাড়িও।

> **বিধানসভা ভোটের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে এই ধরনের পোশাকের অর্ডার আসতে শুরু করেছিল। ভালো বিক্রিও হচ্ছে।**
>
> **মোহন বর্মন** *দোকানের কর্মী*

মহবীরস্থানের এক দোকানের কর্মী মোহন বর্মন বলেন, 'কয়েকবছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক আঁকা পোশাকের চাহিদা বেড়েছে। বিধানসভা ভোটের তারিখ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে এই ধরনের পোশাকের অর্ডার আসতে শুরু করেছিল। ভালো বিক্রিও হচ্ছে।' বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীক দেওয়া টুপিগুলি বিক্রি হচ্ছে মাত্র ছয় টাকায়।

বাজারে এই টি-শার্ট কিনতে এসে বিজেপির এক সমর্থক অজয় পাসোয়ান হেসে জানান, তিনি রবিবার মোদির সভায় এই জামা পরে যাবেন। প্রচারে চমক আনতেই এধরনের জামা, শাড়িকে বেছে নিচ্ছেন রাজনৈতিক দলের কর্মী ও সমর্থকরা। তৃণমূল ও বিজেপির সমর্থকদের মধ্যে পোশাকের চাহিদা থাকলেও সিপিএমের সমর্থকদের মধ্যে টুপির চাহিদা বেশি বলে জানান মহাবীরস্থানের আরেকটি দোকানের কর্মী সমর দাস।

তুষারাবৃত এলাকায় জড়ো হয়েছেন পর্যটকরা। লাহুল-স্পিতিতে। শনিবার। -পিটিআই

হাতেগোনা কয়েকটি পণ্যবাহী গাড়ি ঢুকছে চ্যাংরাবান্ধায়

ওপারে তেলসংকট, মন্দা এপারে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ এপ্রিল : রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বিশ্বজুড়ে চলছে জ্বালানিসংকট। এবার তার আঁচ লাগল কোচবিহার জেলার আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর চ্যাংরাবান্ধার বৈদেশিক বাণিজ্যে। এই বন্দরের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ-ভুটানের ত্রিদেশীয় বৈদেশিক বাণিজ্য চলে। বাংলাদেশ থেকে পণ্যবোঝাই হয়ে আমদানি বাণিজ্যের গাড়ির সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনই ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যেও প্রভাব পড়েছে। এনিয়ে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজকুমার কানুর কথায় উদ্বেগ। তিনি বললেন, 'সীমান্তের আন্তর্জাতিক ব্যবসার ওপর নির্ভর করেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মেখলিগঞ্জ ব্লক তথা সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকে। বাংলাদেশে তেল সরবরাহ ঠিক না থাকায় পণ্য আমদানি কমেছে। আবার ভারত থেকে ট্রাক গিয়ে বাংলাদেশে পণ্য খালাস করার পর সেসব নিয়ে যে গাড়িগুলি সারা দেশে যায়, সেগুলিও ঠিকঠাক চলছে না। তাই বাংলাদেশের ব্যবসায়ী মহল পণ্য নেওয়া কমিয়েছেন।'

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে চলছে বৈদেশিক বাণিজ্য। শনিবার।

শনিবার ভারত থেকে বাংলাদেশে ১৩২ গাড়ি পণ্য রপ্তানি ও সেখান থেকে ৫৭ গাড়ি পণ্য আমদানি হয়েছে। ভুটান বাংলাদেশে যথাক্রমে ১৯৭ গাড়ি পণ্য রপ্তানি ও সেখান থেকে মাত্র ৮ গাড়ি পণ্য আমদানি করেছে। বাংলাদেশের যশোর থেকে পণ্যবোঝাই ট্রাক নিয়ে ভারতে এসেছিলেন মহম্মদ বিপ্লব। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'আমাদের দেশের অর্ধেক গাড়িই চলছে না। মালিকের বাড়ির সামনে সব গাড়ি বসে রয়েছে। তেলের সংকট মারাত্মক। যতটা তেল প্রয়োজন ততটা মিলছে না। যেখানে একটি গাড়ির ২০০ লিটার তেল প্রয়োজন সেখানে পাম্পগুলি থেকে কখনও ১০ বা ২০ লিটার তেল দেওয়া হচ্ছে। ১০০ লিটার তেল নিতে যদি ১০টা পাম্প ঘুরতে হয় তাহলে তো আর গাড়ি নিয়ে এপারে ব্যবসা করতে আসা সম্ভব হবে না।' তিনি আরও জানালেন, এক সপ্তাহে ১০ গাড়ি সামগ্রী আনার কথা ছিল চ্যাংরাবান্ধায়। কিন্তু জ্বালানির অভাবে গাড়ি নিয়ে আসা যাচ্ছে না। চূড়ান্ত ক্ষতি হচ্ছে ব্যবসার। তার ওপরে জ্বালানি তেলের চোরাকারবারও চলছে।

> **সীমান্তের আন্তর্জাতিক ব্যবসার ওপর নির্ভর করেই মেখলিগঞ্জ ব্লক তথা সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থিক ভারসাম্য বজায় থাকে। বাংলাদেশে তেল সরবরাহ ঠিক না থাকায় পণ্য আমদানি কমেছে।**
>
> **মনোজকুমার কানু**
> সভাপতি, চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন

অপর বাংলাদেশি গাড়ির চালক মহম্মদ নোমানের কথায়, 'তেল সরবরাহ ঠিক নেই, তাই দীর্ঘ লাইন দিয়ে তেল আনতে হচ্ছে। গাড়ি না চলায় ব্যবসা ঠিকমতো হচ্ছে না। তার ওপর ১৩০০ টাকার গ্যাস সিলিন্ডার ২২০০ টাকায় কিনতে হচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের মতো দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের সবচেয়ে কঠিন দশা। না কাজ ঠিকমতো হচ্ছে, না পাতের ভাত জুটছে।' তাঁর আশা, নতুন সরকার এসেছে। এখন যদি ভারতের সঙ্গে আগে সুসম্পর্ক ফিরে আসে আর জ্বালানিসংকট শেষে ব্যবসাও ঠিকমতো হয় তাহলে দুই দেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষরা উপকৃত হবেন।

এদিকে আমদানি বাণিজ্যের গাড়ি কম আসায় ভারতের শ্রমিকরাও সংকটে পড়েছেন। মহম্মদ রাজা নামের এক শ্রমিক বললেন, 'সীমান্তে বা গোডাউনের কাছে পাথরের বেডে বহু শ্রমিক কাজ করেন। আমদানি বাণিজ্য কমে যাওয়ায় সকলের প্রত্যেকদিন কাজ জুটছে না। কাজ না থাকলে সংসার চলবে কী করে?'

এদিকে ক্ষতির মুখে পড়েছে হোটেল ব্যবসাও। মরিয়ম বিবি নামে এক ব্যবসায়ী জানালেন, তিনি এখন খাবার অনেক কম বানান। ট্রাক না আসায় ব্যবসা সেভাবে চলছে না।

বাহিনীর বায়নাক্কায় নাজেহাল পুলিশ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : ভোট সামলাতে ঘাঁটি গেড়েছে বাহিনী। আর বাহিনীর বায়নাক্কা সামলাতে গিয়ে দম ছুটছে পুলিশের। আবদার শুনে কখনও চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। কারও চাই বড় আয়না, কারও আবার রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম চাই। আর এত আবদার রাখতে গিয়ে পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন থানার পুলিশকর্মীদের। আবদার না মেটাতে পারলেই শোনানো হচ্ছে কটু কথা।

গত শুক্রবার বক্সিরহাট থানায় অ্যালটমেন্ট অফিসারের কাছে হঠাৎ ফোন আসে আধাসেনা বাহিনীর এক কর্তার। ওপার থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে হিন্দিতে ভেসে আসে, 'অ্যাটাচড বাথরুম নেই কেন? আমাদের জন্য হোটেলের ব্যবস্থা করে দিন।' শুনে ভ্যাবাচাকা খেয়েছিলেন ওই পুলিশ অফিসার। একটু ধাতস্থ হয়ে তড়িঘড়ি হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পরে অবশ্যই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের রুমে থাকার বন্দোবস্ত করা হলেও তাতে মন মজেনি বাহিনীর।

প্রথম দফার ভোটের জন্য তুফানগঞ্জ ও বক্সিরহাট থানায় ৯ কোম্পানি বাহিনী এসেছে। থানা এলাকায় স্কুল-কলেজে বাহিনীর জওয়ানদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডিং অফিসারদের জন্য স্কুলের ভালো শ্রেণিকক্ষ রাখা হয়েছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই স্কুলে মন মজছে না আধাসেনা কর্তাদের।

শুধু তাই নয়, মাঝেমধ্যেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাতে দাবি, বড় আয়না, পাপোশ, ভালো মানের বিছানা, ভালো চাদর, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, বই পড়ার জন্য টেবিল

কোচবিহার

ল্যাম্পের মতো কত কী। অসহায় ওই পুলিশকর্মী বলেছেন, 'আমাদের কাছে যেমন নির্দেশ এসেছে, সেইমতো স্কুলে তাঁদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ওইরকম চাহিদা পূরণ করার সাধ্য কি আর আমাদের আছে? এমন আবদার আগে কখনও শুনিনি।'

বক্সিরহাট থানা এলাকায় বাহিনীর দায়িত্বে থাকা অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডিং অফিসারদের একাংশ এই ধরনের অবাস্তব দাবি করছে বলে অভিযোগ মিলেছে। চাহিদামতো ব্যবস্থা না হলে পুলিশের অ্যালটমেন্ট আধিকারিকদের কটু কথাও শোনানো হচ্ছে। বিশেষ করে, হ্যান্ডওয়াশ, বিছানার চাদর, রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম দেওয়ার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। বিপদে পড়ে এক অ্যালটমেন্ট অফিসার নিজের পকেটের টাকা খরচ করে সেই জিনিসপত্র এনে দিয়েছেন। জোড়াই স্কুলে ঘাঁটি গাড়া জওয়ানরা যেদিন এসেছেন, সেদিন থেকেই হোটেলে রাখার আবদার করতে থাকেন। সেই আবদার মেটাতে গিয়ে হন্যে হয়ে ঘোরেন পুলিশকর্মীরা। তৎক্ষণাৎ জোগাড় করে না দিতে পারলেই পুলিশ সুপারকে অভিযোগ জানানোর হুমকি দেওয়া হয়।

পুলিশকর্মীদের কথায়, এই চাই, সেই চাই। এত আবদার মেটানো সম্ভব নাকি? বাধ্য হয়ে বাহিনীদের কাছে রিকুইজিশন চেয়ে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে তা ব্লক নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে ফরওয়ার্ড করে দেওয়া হয়। কয়েকটি ঘটনায় আবার নালিশও জানানো হয়েছে পুলিশকর্তাদের কাছে। পরে কর্তাদের হস্তক্ষেপেই অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু যাঁদের পকেট থেকে টাকা খসল, তাঁরা অবশ্য তা ফেরত পাবেন কি না তা জানা নেই।

পুলিশের এক কর্তা বলেন, যেখানে বাহিনী থাকবে সেখানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডিং অফিসারকেও থাকতে হবে, এমন নির্দেশ এসেছে। তাই তাঁদের জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের ঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু অনেকেরই সেই রুম পছন্দ নয় বলে জানাচ্ছেন। বিষয়গুলো ওপরমহলে জানানো হয়েছে।

ভিড় টানতে কোমর বাঁধছে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

দুপুর ১২টার মধ্যেই লোকজন, সমস্ত মিছিল নিয়ে জংশনের এসজেডিএ অফিসের সামনে পৌঁছে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। দলের এক নেতার কথায়, লোক জমায়েত বেশি হলে হিলকার্ট রোডের দুটি লেন ধরেই মানুষ হাসমি চকের দিকে হাঁটবেন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পদযাত্রায় শিলিগুড়ির পাশাপাশি মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার প্রার্থী উপস্থিত থাকবেন। ফলে, এই চারটি বিধানসভা থেকেই লোক নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত হয়েছে। শোভাযাত্রাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে দলীয় ঝান্ডা, ফেস্টুনের পাশাপাশি তেরঙা বেলুনে সাজানো হবে। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে দলের প্রতীক আঁকা টুপি দেওয়া হবে। দলের ফাঁসিদেওয়া বিধানসভার কোঅর্ডিনেটর কাজল ঘোষ বলেছেন, 'ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা থেকে যত বেশি সংখ্যায় লোক পাঠানো যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় গাড়ির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।' একই বক্তব্য মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির কোঅর্ডিনেটর অরুণ ঘোষের। তিনিও বলেছেন, 'আমরা পদযাত্রায় এই বিধানসভা থেকে প্রচুর লোক নিয়ে যাব।' তবে, পদযাত্রা শেষে হাসমি চকে পথসভা হবে কি না তা নিশ্চিত হয়নি। ফলে এখনই হাসমি চকে মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে না।

দলীয় সূত্রের খবর, ১৫ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইসলামপুরে জনসভা সেরে শিলিগুড়িতে পৌঁছাবেন। এখানে তিনি পদযাত্রায় অংশ নিয়েই হেলিকপ্টারে চালসার উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন। সেখানেও তাঁর জনসভা করার কথা রয়েছে।

অসুস্থ আশা, ভর্তি হাসপাতালে

মুম্বই, ১১ এপ্রিল : হৃদরোগ এবং ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ভারতীয় সংগীত জগতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী আশা ভোঁশলে। শনিবার রাতে তাঁকে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর নাতনি, জানাই ভোঁশলে সামাজিক মাধ্যম এক্স ডট কমে একটি পোস্ট করে এ খবর জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, 'আমার ঠাকুমা ফুসফুসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। ওঁর চিকিৎসা চলছে। আমরা পারিবারিক গোপনীয়তা বজায় রাখার আবেদন জানাচ্ছি।'

দু'বারের জাতীয় পুরস্কার, দাদাসাহেব ফালকে এবং পদ্মবিভূষণ সম্মানিত আশার বয়স ৯২। রাহুল দেব বর্মন, ওপি নায়ার, খৈয়ামের মতো খ্যাতনামা সুরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি।

কিশোরের মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : বিগত ১২ ঘণ্টায় কিশনগঞ্জের নতুন আরারিয়া-গলগলিয়া রেললাইনে পোয়াখালি ও সুখানি রেলস্টেশনের কাছে দুর্ঘটনায় দুজন হতাহত হয়েছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। শনিবার সকালে পোয়াখালি রেলস্টেশনের কাছে তেলিভিত্তা গ্রামের বাসিন্দা কিশোর মহম্মদ জিসানের (১৬) রেললাইন পারাপারের সময় মালগাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় গ্রামের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এদিন দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

অপরদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট রেললাইনের দূরাঘাটি উড়াল সেতুতে স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ ইমতিয়াজ সেলফি নেওয়ার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। সেই সন্ধ্যায় স্থানীয় লোকজন আহতকে পোয়াখালি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করেন। শনিবার হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, আহতের অবস্থা স্থিতিশীল।

কবুল হুমায়ুনের

প্রথম পাতার পর

জোট ভেঙে যাওয়ার জন্য সরাসরি মিমের রাজ্য সভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি এবং মুর্শিদাবাদ জেলা সভাপতি আসাদুল শেখকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''ওই দুই নেতার সঙ্গে জঙ্গিপুরের তৃণমূল সাংসদ খলিলুর রহমান এবং তৃণমূলের অন্য প্রতিনিধিদের প্রায় ২০ কোটি টাকার 'ডিল' হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাঁরা সেই চুক্তির ২ কোটি টাকা অগ্রিম হিসেবে পেয়ে গিয়েছেন।''

সবশেষে হুমায়ুন মনে করিয়ে দেন, আলাদা দল গঠন করার পর তাঁকে সাসপেন্ড করা হলেও খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেকের নির্দেশেই রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে কুণাল ঘোষকে তাঁর বহরমপুরের ফ্ল্যাটে পাঠানো হয়েছিল। কেন তাঁদের পাঠানো হয়েছিল এবং কী নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, সেই সমস্ত বিষয়ের ভিডিও প্রমাণ তাঁর কাছে সুরক্ষিত রয়েছে।

তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু সমাজের প্রতি বঞ্চনার এক গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগও তুলেছেন তিনি। হুমায়ুনের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসলে কখনোই চান না যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে উঠে এসে কেউ একজন বড়মাপের বা স্বাধীনচেতা নেতা হয়ে উঠুন। বিশেষ করে তাঁর মতো একজন নেতাকে তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। আর সেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা এবং মুসলিমদের নেতৃত্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখার গভীর চক্রান্ত করেই তাঁর বিরুদ্ধে এই সাজানো কাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন।

তাঁর হুঁশিয়ারি, আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি শাসকদলের এই দুই শীর্ষ নেতার মুখোশ টেনে খুলবেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১০, জখম ৩০

শক্তিপ্রসাদ জোয়ারদার

কিশনগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : মেলা দেখে ফেরার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১০ জনের। শনিবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে বিহারের কাটিহার জেলার কোরা থানা এলাকায় ফুলবাড়িয়া ও বাসগোরা গ্রামের মাঝে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনায় জখম হন অন্তত ৩০ জন। একটি দ্রুতগতির বাস ও পিকআপ ভ্যানের প্রথমে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এরপর দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে একটি বাইক। জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পূর্ণিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

কাটিহারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রঞ্জন সিং জানিয়েছেন, সন্ধে সাড়ে ৬টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫০ জনের বেশি মানুষ ঝাড়খণ্ডের দুমকা এলাকা থেকে মেলা দেখে পিকআপ ভ্যানে করে পূর্ণিয়া জেলার ধামদহ গ্রামে ফিরছিলেন। তখন ফুলবাড়িয়া গ্রাম সংলগ্ন জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। পিকআপ ভ্যানটি পুরোপুরি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। বাসের সামনের অংশ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে ছিল রক্তাক্ত দেহগুলি।

মৃতদের মধ্যে মহিলা ও শিশু রয়েছে। তবে প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত, মৃতদের প্রত্যেককে শনাক্ত করা যায়নি। এদিকে, বাস ও পিকভ্যানের সংঘর্ষে জড়িয়ে প্রাণ হারালেন এক বাইক আরোহী। মৃতের নাম সদানন্দ। তিনি স্ত্রী ও একটি শিশুকে নিয়ে মরবা গ্রামে নিজের ছেলের জন্য পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের তলায় চাপা পড়েন এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুতর জখম হন তাঁর স্ত্রী প্রমীলাদেবী। শিশুটিরও চোট লাগে। তাঁদের দুজনকেও পূর্ণিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে পুলিশ। স্থানীয়রাও সহযোগিতা করেন। মৃতদের মধ্যে বেশিরভাগই পিকআপ ভ্যানের যাত্রী। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যানে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় বাসের চালকও জখম হন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের উদ্যোগ

কিশনগঞ্জ, ১১ এপ্রিল : কিশনগঞ্জের প্রাচীন ও ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে এক বিশেষ অভিযান শুরু হয়েছে। জ্ঞান ভারত মিশন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণ ও ডিজিটাইজেশনের এই কাজে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছে জেলা প্রশাসন। এটি প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম কাঙ্ক্ষিত প্রকল্প। এই অভিযানে ৭৫ বছরের বেশি পুরোনো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও ঐতিহাসিক নথিপত্র ডিজিটাইজ করে পোর্টালে আপলোড করা হবে, যাতে বিশ্বের দরবারে ভারতের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য তুলে ধরা যায়।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবেই, কিশনগঞ্জ জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় মোগল আমলে খাগড়া নবাবদের প্রাচীন প্রাসাদ থেকে ফারসি, পার্সিয়ান ও উর্দু ভাষায় লেখা ১৯১৬ সালের আগের প্রচুর পাণ্ডুলিপি এবং নথিপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। খাগড়ার শেষ নবাব সৈয়দ জৈনুদ্দিন হোসেন মির্জার উত্তরসূরি সৈয়দ মুদ্দসর মির্জা, সৈয়দ জৌগম মির্জা এবং সৈয়দ আলি আব্বাস মির্জা স্বেচ্ছায় এই সমস্ত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও বংশলতিকা জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছেন।

মোদি-বরণ

প্রথম পাতার পর

বিহার মোড় থেকে স্টেশন মোড় প্রায় পাঁচশো মিটার রাস্তার দুই পাশে মানুষের মধ্যে সেই ফুল বিলি করেন বিজেপি কর্মীরা। মোদি নামতেই শুরু হয় পুষ্পবৃষ্টি। জনতার দিকে হাত নেড়ে, নমস্কার করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকেন মোদি। ব্যারিকেডের ধার ধরে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগোতে থাকে জনতা।

বেলা ৩টে নাগাদ মোদির বাগডোগরায় আসার কথা ছিল। দুপুর গড়াতেই তাই ভিড় বাড়তে থাকে। এদিন দক্ষিণ দিনাজপুরে জনসভা শেষ করেই বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে বাগডোগরায় নামেন প্রধানমন্ত্রী। কর্মসূচি ছিল বিহার মোড় থেকে স্টেশন মোড় পর্যন্ত রোড শো। সেইমতো উড়ালপুলের নীচে বাঁশ দিয়ে দ্বিস্তরীয় নিরাপত্তাবলয় তৈরি করা হয়েছিল এসপিজির নির্দেশে। এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর সার্ভিস রোডে ডানদিকের লেন দিয়ে রোড শো করা হয়। স্টেশন মোড়ে এসে বাঁ দিকের সার্ভিস রোড দিয়ে কনভয় মাটিগাড়া নিউ চামটা চা বাগানের দিকে এগোতে থাকে। সেখানেই রাতে একটি রিসর্টে থাকার কথা তাঁর। রিসর্ট পর্যন্ত গোটা রাস্তায় তিনি টানা হাত নেড়েছেন দু'পাশে থাকা জনতার উদ্দেশে।

নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকেও বহু মানুষ এসেছিলেন মোদি-দর্শনে। নেপালের নকলবান্ধার প্রণয় তামাং বলেন, 'আমরা নেপালের বাসিন্দারা মোদিকে শ্রদ্ধা করি বলেই হেঁটে মেচি নদী পেরিয়ে ভারতে এসে নকশালবাড়ি পৌঁছে গাড়িতে বাগডোগরায় আসি।' বিহার সীমান্ত সংলগ্ন গলগলিয়া থেকে উমেশ যাদব, পীতাম্বর সিংরা গাড়ি ভাড়া করে এসেছেন মোদিকে দেখতে। তাঁরা বলেন, পুলিশ গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেয়নি। আপার বাগডোগরায় নকশালবাড়ি সড়কে গাড়ি রেখে এসেছি। দুপুরে ঝালমুড়ি খেয়েছি। তবে মোদিকে দেখা হল, এটাই লাভ।

মাটিগাড়ার কলাবাগানের অনিল বর্মন মোদিকে দেখতে এলেও মোদির পরিচয় তাঁর কাছে শুধুই বিজেপির নেতা। এদিন সকাল থেকেই এসপিজির এডিজি, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার, ডিসিপি, ডিসিপি (ট্রাফিক) সহ পুলিশকর্তারা নিরাপত্তার তদারকিতে ছিলেন। উড়ালপুলের নীচে যেসব অস্থায়ী দোকান ছিল সেগুলো এসপিজি সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেও তা সম্ভব হয়নি।

বিকেল ৩টে থেকেই সড়কে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা শুরু হয়। কিছু গাড়ি উড়ালপুলের ওপর দিয়ে যেতে দেওয়া হয়। মোদি আসার আগে উড়ালপুলের ওপর দিয়েও যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানে আধাসেনাকে পাহারায় রাখা হয়।

আরও তিন কোম্পানি

শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : ভোট এগিয়ে আসার সঙ্গেই শহরে আরও তিন কোম্পানি আধাসেনা। এদিন সেনাদের ওই বাস ঘোগোমালি স্কুলে রাত্রিবাসের জন্য নিয়ে আসা হয়। যদিও ওই বাস স্কুলে ঢোকাতে সমস্যা হওয়ায় এলাকায় সামান্য যানজট তৈরি হয়।

পাহাড়ে মৌন বিদ্রোহ

প্রথম পাতার পর

কথাও কেউ আর বিশ্বাস করে না। সবাই বারেবারে ঠকছে। তাই চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। সেকারণেই কেউ ভোট নিয়ে মাথা ঘামায় না।' পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে, ঐতিহ্যের আড়ালে ধুঁকছে এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট বাস্তবতা। কার্সিয়াং শহরের কাছেই সেন্ট মেরিজ হিলে হোমস্টে মালিক সুরজ সুব্বাও ভোটের কথায় বিরক্তি প্রকাশ করেন। ভোট তাঁর কাছে এক প্রকারের বাধ্যবাধকতা। ক্ষোভের সুর ওই তরুণের গলাতে, 'আমরা গোর্খাল্যান্ড চাই। কিন্তু নেতাদের বিশ্বাস করি না। ভোট মানেই নেতাদের ইনকাম। তাই ভোট দেব কিন্তু কোনও মিটিং, মিছিলে আর যাব না।'

কুয়াশা সরিয়ে নীল রঙের ছোট্ট রেলগাড়িটা সোনাদা স্টেশন ছেড়ে ঘুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। মনে হল, এক টুকরো ইতিহাস জীবন্ত হয়ে সমতল থেকে শিখরে উঠে আসছে। ইউনেসকোর হেরিটেজ তকমা গায়ে সেঁটে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে আজও পর্যটকদের কাছে এক পরম বিস্ময়। কিন্তু ঝকঝকে নীল রঙের প্রলেপের নীচে যে মরচে ধরা বাস্তব লুকিয়ে আছে, নির্বাচনের মরশুমে তা যেন আরও বেশি করে প্রকট হয়ে ওঠে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পাহাড়ের গায়ে রাজনৈতিক দলগুলোর নিশান ওড়ে, কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাগ্যের চাকা ব্রিটিশ আমলের খাঁজকাটা লাইনেই আটকে থাকে। দার্জিলিং শহরে নিজের অফিসে বসে ক্ষোভের সঙ্গে সেই বারোমাস্যাই শোনাচ্ছিলেন একটি হেরিটেজ ক্লাবের ম্যানেজার। বললেন, 'আমরাও এক সময় ঝান্ডা নিয়ে দৌড়েছি। কিন্তু কলকাতার কথায় ওঠবস করা নেতাদের পকেট ভারী করার জন্য আর ঝামেলায় যাব না। গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে নীরবে কাজ করে যাব।'

পাহাড়ের ভোট মানেই এক অদ্ভুত জাদুর খেলা। সেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘার শুভ্রতা যেমন সত্যি, ঠিক তেমনই সত্যি রাজনীতির ঘন কুয়াশা। দার্জিলিং স্টেশনের অদূরে রেললাইনের ধারে ছোট্ট চায়ের দোকান চালান দাওয়া শেরপা। গরম মোমোর ডেকচিতে ধোঁয়া উঠতে উঠতে তিনি একগাল হেসে বলেন, 'স্যর, এই ট্রেনের ইঞ্জিনে যেমন কয়লা লাগে, আমাদের ভোটেও তেমনি শুধু প্রতিশ্রুতির জ্বালানি দেওয়া হয়। ভোট মিটলে ধোঁয়া হয়ে সব উড়ে যায়, আমরা সেই লাইনের ধারেই পড়ে থাকি।' দাওয়ার মতো পাহাড়ের অসংখ্য মানুষের মনের কথা এক। দশকের পর দশক ধরে ট্রেনের জানলা দিয়ে পর্যটকরা হাত নেড়েছেন, আর লাইনের ধারের পাহাড়ি তরুণরা বড় হয়েছেন বেকারত্বের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। ভোট আসে, নেতারা আসেন, প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ভোট মিটলে সেই নীল ট্রেনটা আবার একা হয়ে যায়, পর্যটকদের ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি হয়ে সে কেবল এক শো-পিস হয়েই থেকে যায়। যেমনটা থেকে যায় পাহাড়ের আমজনতা।

বাতাসিয়া লুপে যখন টয়ট্রেন একটা বৃত্ত সম্পন্ন করে, তখন মনে হয়, পাহাড়ের রাজনীতিও যেন এক লুপের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। সেই একই দাবি, সেই একই বঞ্চনার ইতিহাস আর সেই একই রঙিন প্রতিশ্রুতি। পাহাড়ের তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি প্রেমা ভুটিয়া এসব দেখতে দেখতে বিরক্ত। ম্যালে দাঁড়িয়ে গল্পের মাঝে জানালেন তাঁদের কর্মসংস্থানের সমস্যার কথা, সেই সমস্যা নিয়ে নেতাদের মাথাব্যথা না থাকার যন্ত্রণার কথা। ভোটে না মেতে পাহাড়ের বাসিন্দারা নিজেদের কাজে মন দেওয়ায় খুশি প্রেমা।

তাঁদের প্রতি সাধারণ মানুষের ক্ষোভের আঁচ পেয়েছেন পাহাড়ের নেতারাও। তাই তাঁরা সতর্কে পা ফেলছেন। গোর্খাল্যান্ড আদায় করতে না পারার ব্যর্থতা মেনে নিয়েছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং। তাঁর কথা, 'আমাদের আবেগ নিয়ে অনেক দল খেলা করেছে। সাধারণ মানুষের রাগ হওয়াটা যথার্থ। তাঁদের ভাবনাকে সম্মান দিয়েই আমরা ভোটের প্রচার করছি।' ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার নেতা অনীত থাপার দাবি, পাহাড়বাসী উন্নয়নের নিরিখে ভোট কাকে দিতে হবে সেটা নাকি ঠিক করে ফেলেছেন। তাই ঝান্ডা লাগিয়ে লোকদেখানো প্রচারের বদলে ছোট ছোট খুলি বৈঠককেই তাঁরা গুরুত্ব দিচ্ছেন। অবশ্য অন্য কথা শুনিয়েছেন ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের শীর্ষ নেতা অজয় এডওয়ার্ড। পাহাড়ের মানুষজন যেসব অভিযোগ করছেন তার প্রত্যেকটি ঠিক বলেই মনে করেন অজয়। তাঁর কথা, 'ঝান্ডা ঝুলিয়ে নয়, কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নিতে যেভাবে প্রচার করার সেটাই করছি।'

দার্জিলিংয়ের রাজনীতি যে ধীরে ধীরে রূপ বদলাচ্ছে পাহাড়ে ঘুরলে তা ভালোই বোঝা যাচ্ছে। নেতারা যখন ছোট ছোট বৈঠকে জয়ের সমীকরণ মেলাচ্ছেন, পাহাড় তখন নিঃশব্দে জানিয়ে দিচ্ছে- রকমারি বোর্ড বানিয়ে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বা উন্নয়নের ধুয়ো তুলে আর পাহাড়ের মানুষের মন জেতা সহজ হবে না।

চৈত্রের বেখেয়াল ও দোলাচলে ভোটাধিকার

প্রথম পাতার পর

তাঁর যুক্তি, 'বুঝলাম রাস্তা হয়েছে। আপনি এরপর বলবেন, দিদি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়েছেন। কিন্তু আমার ছেলেটা যে শ্রমিক হয়ে মহারাষ্ট্রে থাকে, তার জন্য একটি কাজ তো দিতে পারলেন না দিদি।'

ঘোর চৈত্রেও দিনহাটা ঢোকার মুখে রাস্তার পাশের জমিতে জল। প্রকৃতি কতটা অনিশ্চিত হলে এমন হয়! কামাখ্যাগুড়ি ঢোকার মুখে দেবেনবাবুর চৌপথিতে একদল শ্রমিকের সঙ্গে দেখা। হরিয়ানা থেকে ফিরছেন। 'ভোট দিতে এলেন?' মাধ্যমিক পাশ হরিহর সরকার বলেন, 'গত লোকসভায় ভোট দিতে আসি নাই। অনেকদিনের হাজিরা মারা যায়। যাতায়াতের খরচই কত! গ্রামের লোক ফোনে বলল, এবার ভোট না দিলে তালিকায় নাম থাকবে না।' সেই একই অনিশ্চয়তার গল্প। পরিযায়ী শ্রমিকদের ওই দলের সুধীর অবশ্য ভোট দিতে আসেননি। তাঁর নাম ডিলিটেড খাতায়। এলেন কেন? সুধীর বলেন, 'বাড়ির লোক কইল ট্রাইবিউনালে যাওয়া লাগবে। ভোটার কার্ডখান না থাকলে যদি হরিয়ানার পুলিশ ধইরা নিয়া বাংলাদেশে পাঠায়া দ্যায়।' ভয়, আতঙ্ক... অনিশ্চয়তাই ঘুরে ফিরে। চৈত্রের বৃষ্টি যেমন সর্বনাশ করেছে, তেমনই ভোট, এসআইআর, বিচারাধীন, ডিলিটেড তকমা জীবন যেন তছনছ করে দিয়েছে। দিনহাটার কাছে মাতালহাটে নদীর ব্রিজের যে পাশে ভোটকেন্দ্র, সেখানকার অধিকাংশ লোকের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ হয়ে গিয়েছে। তাঁদের কথায়, আমরা দিতে না পারলে ব্রিজের ওই পাড়ের লোকদেরও ভোট দিতে দেব না।' নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কতটা আশঙ্কা থাকলে মানুষ এত বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে ভাবছিলাম। এসআইআর-এ একদল মানুষের ভবিষ্যৎ এমনই অনিশ্চিত।

ব্রিজের অন্য পাড়ের লোক কি সহজে ছেড়ে দেবেন? এত কষ্ট করে, নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যুদ্ধ করে পাওয়া ভোটাধিকার। মাতালহাটের রাস্তায় দুই দল মানুষের মনে দুই ধরনের আশঙ্কার মেঘ। পরিণতি? ভাবতে গায়ে কাঁটা দিল। উত্তরবাংলার পথেপ্রান্তরে হঠাৎ মেঘ-বৃষ্টি ও রোদের হেসে ওঠার মতো মানুষের মুখে কতরকম আশঙ্কার যে চর্চা! সিতাইয়ের পথে ভোলাচাতরায় যাঁর সঙ্গে দেখা হল, সেই কৃষক মুখে বললেন, পদ্মফুলের হাওয়া চারদিকে।

কিন্তু তারপরই যে কথা বললেন, তাতে স্পষ্ট তিনি তৃণমূল সমর্থক। ততক্ষণে চাউর হয়ে গিয়েছে, বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারে মহিলাদের মাসে ৩০০০ টাকা ভাতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ভদ্রলোকের কথায়, 'দিদি এত দিলেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী... তাও এখন গ্রামের লোক কওয়ার ধরছে, মোদি তো ৩০০০ দিবে কইছেন।' উনি বোঝাতে চাইলেন, একটু বেশি ভাতার আশায় কীভাবে মানুষের মুড বদলে যাচ্ছে। মুডও অনিশ্চিত।

সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে মেঘ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মেঘের আড়ালে সূর্য ডুবছে। শীতলকুচির কাছে গোলকগঞ্জে চরাচরজুড়ে তখন শূন্যতা। বাজারের এক ওষুধের দোকানদার বললেন, 'ভোটটা তো হয়ে যাবে ২৩ তারিখ। ৪ মে জানা যাবে, কোন দল সরকার করবে। তারপর কী হবে- এটাই এখন আমাদের মতো ব্যবসায়ীদের বড় চিন্তা। একই দুশ্চিন্তার খবর শুনলাম দিনহাটায়। তাঁদের মনে দগদগ করছে সেই ভয়ংকর স্মৃতি- ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তৃণমূল অনেক দোকানের শাটার নামিয়ে দিয়েছিল।

আবার সেই দিন ফিরবে না তো? দিনহাটার মদনমোহন মন্দিরপাড়ায় পরিচিত এক শিক্ষকের কথায়, 'ভোট যত আসছে, তত বুক কাঁপছে। এরপর কী?' শুধুই ভয়, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা!

জ্যোতি বসু মামলার রায় অস্ত্র সুপ্রিম কোর্টের

মৌলিক অধিকার নয় ভোটাধিকার

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষের নাম বাদ পড়া নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর এখন তুঙ্গে। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোটে বাদ পড়া ভোটাররা আদৌ নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই নিয়ে তুমুল বিতর্কের মধ্যে ভোটাধিকারের আইনি সংজ্ঞা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগারত্নে এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ভোট দেওয়া বা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, কোনওটিই নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নয়। এই অধিকারগুলি আইনের দ্বারা নির্ধারিত বিধিবদ্ধ অধিকার মাত্র। রাজস্থানের জেলা দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়নগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত একটি মামলার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ জরুরি হলেও তা সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি একটি সাংবিধানিক বা বিধিবদ্ধ অধিকার, যা নির্দিষ্ট কিছু আইনি শর্ত সাপেক্ষে কার্যকর হয়।

এই প্রসঙ্গে আদালত ১৯৮২ সালের জ্যোতি বসু বনাম দেবী ঘোষাল ঐতিহাসিক মামলার নজিরের উল্লেখও করেছে। ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, নির্বাচনি বিরোধ কোনও সাধারণ দেওয়ানি বিষয় নয়, বরং এটি একটি বিশেষ আইনি প্রক্রিয়া। জনস্বার্থ বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই অধিকারে বিশেষ শর্ত বা যোগ্যতা আরোপ করতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা, ভোট দেওয়া এবং নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া—এই দুটি অধিকারের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে প্রার্থী হওয়ার অধিকারটি অনেক বেশি কঠোর আইনি নিয়ন্ত্রণের অধীন। কর্তৃপক্ষ চাইলে প্রার্থীর যোগ্যতা বা অযোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিতে পারে।

তাই রাজস্থান হাইকোর্ট প্রার্থী হওয়ার শর্তগুলিকে ভোটাধিকার হরণ বলে মনে করলেও, শীর্ষ আদালত সেই রায় খারিজ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য, নির্বাচনে লড়ার জন্য বিশেষ যোগ্যতা নির্ধারণ করার অর্থ ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া নয়। ভোট দেওয়ার অধিকার এবং নির্বাচনে লড়ার অধিকারকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। ভোট দেওয়ার অধিকার হল নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া, কিন্তু প্রার্থী হওয়া একটি বিশেষ ও অতিরিক্ত অধিকার যা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনেই নিয়মবদ্ধ করা হয়। আদালত আরও জানিয়েছে, সমবায় সমিতিগুলি যদি তাদের কার্যকারিতা এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বজায় রাখার জন্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও পারফরমেন্স-ভিত্তিক শর্ত বা যোগ্যতার মানদণ্ড তৈরি করে, তবে তাকে ভোটাধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ বলা যায় না। হাইকোর্টের তীব্র সমালোচনা করে সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, সব পক্ষকে যথাযথভাবে না শুনেই রাজস্থান হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছিল, তা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।

- ভোট দেওয়া বা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, কোনওটিই নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নয়
- এই অধিকারগুলি আইনের দ্বারা নির্ধারিত বিধিবদ্ধ অধিকার মাত্র
- ১৯৮২ সালের জ্যোতি বসু বনাম দেবী ঘোষাল মামলার রায়ের উল্লেখ এই মামলায়
- রাজস্থানের জেলা দুগ্ধ সমবায় ইউনিয়নগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত একটি মামলার প্রেক্ষিতে এই পর্যবেক্ষণ শীর্ষ আদালতের
- রাজস্থান হাইকোর্টের রায়কে বাতিল বলে ঘোষণা সুপ্রিম কোর্টের

খানিক বিশ্রাম... *শনিবার ধুলোঝড়ের মাঝে। প্রয়াগরাজে।*

নমোর নিরাপত্তায় কোপ

বক্সার, ১১ এপ্রিল : টাকার বিনিময়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার প্রস্তাব! আমেরিকার এক গোয়েন্দা সংস্থার ওয়েবসাইটে ইমেল পাঠিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বিহারের যুবক অমল কুমার তিওয়ারি। ডার্ক ওয়েব এবং ভিপিএন ব্যবহারে পারদর্শী এই যুবকের থেকে প্রচুর জাল নথিপত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। এর আগে কলকাতা বিমানবন্দরের ওয়েবসাইট হ্যাক করার হুমকি দেওয়ার রেকর্ডও রয়েছে তার ঝুলিতে। আপাতত সে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের জালে।

কাশ্মীরে মাদক-মুক্তির ‘সেঞ্চুরি’

শ্রীনগর, ১১ এপ্রিল : উপত্যকা থেকে মাদকের বিষ মুছতে ১০০ দিনের ‘নশা মুক্ত’ অভিযানের ডাক দিলেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গর্ভনর মনোজ সিনহা। ভূস্বর্গে ১৩ লক্ষ মানুষ নেশার কবলে। জনসচেতনতা বাড়াতে এমএ স্টেডিয়াম থেকে বিশাল পদযাত্রা দিয়ে শুরু হল এই লড়াই। সীমান্তে ড্রোন থেকে মাদক পাচার রুখতে এবার এআই চালিত নজরদারি এবং রাডার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন।

মোজতবার চেহারায় যুদ্ধ-ক্ষত!

তেহরান, ১১ এপ্রিল : ইরানের নতুন সুপ্রিম লিডার মোজতবা খামেনেইয়ের শারীরিক অবস্থা নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য মিলল। ২৮ ফেব্রুয়ারির হামলায় তাঁর মুখ মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। হারিয়েছেন একটি পা-ও। সেই কারণেই গত ৪ মার্চ দায়িত্ব নিলেও এখনও জনসমক্ষে আসেননি তিনি। নেপথ্যে থেকে অডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের প্রশাসন সামলাচ্ছেন এই ‘জাঁবাজ’ নেতা।

৩২ ঘণ্টার জন্য যুদ্ধবিরতি

মস্কো, ১১ এপ্রিল : অর্থোডক্স ইস্টার উপলক্ষে সাময়িকভাবে অস্ত্র নামিয়ে রাখতে রাজি হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ৩২ ঘণ্টার জন্য (শনিবার বিকেল থেকে রবিবার রাত) অস্ত্রবিরতির নির্দেশ দিয়েছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান পুতিন। তবে এই বিরতি দীর্ঘমেয়াদী শান্তির পথ দেখাবে কি না তা সময়ই বলবে। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, রাশিয়া আন্তরিক হলে মে-জুন মাসেই হওয়া উচিত মূল শান্তি আলোচনা।

শান্তির মাঝে হরমুজ দখলের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ইসলামাবাদ, ১১ এপ্রিল : কয়েক দশকের শত্রুতা আর রক্তক্ষয়ী সংঘাতকে পিছনে ফেলে শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের মাটিতে শান্তির খোঁজ শুরু করল ইরান ও আমেরিকা। দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মধ্যে শনিবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের ‘সেরেনা হোটেলে’ উচ্চপর্যায়ের আলোচনা শুরু করেছে দু-পক্ষ। তবে মুখোমুখি নয়। সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানি কূটনীতিকদের মাধ্যমে ইরান ও আমেরিকার প্রতিনিধি দল দর কষাকষি চালাচ্ছে। চলছে শর্ত আদানপ্রদান। এই প্রক্রিয়া শেষ হলে দুই শিবিরের মধ্যে মুখোমুখি বৈঠক হওয়ার কথা। তবে এদিন রাত পর্যন্ত সেই বৈঠক সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি। এদিন আলোচনা শুরুর ঠিক আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া হুঁশিয়ারি এবং অন্যদিকে ইরানের কঠিন শর্ত-তালিকা শান্তি প্রক্রিয়াকে এক চরম অনিশ্চয়তার মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

শনিবার সকালে ট্রাম্প এক সাক্ষাৎকারে জানান, এবারের আলোচনা ব্যর্থ হলে তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। তাঁর হুংকার, ‘আমরা একটি রিসেট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের যুদ্ধজাহাজগুলিতে সেরা গোলাবারুদ ও অস্ত্রবোঝাই করা হচ্ছে। এমন অস্ত্র যা আমরা আগে কখনও ব্যবহার করিনি। যদি চুক্তি না হয়, তবে আমরা সেইসব অস্ত্র অত্যন্ত কার্যকরভাবে ব্যবহার করব।’ ট্রাম্পের দাবি, ইরান বর্তমানে সামরিকভাবে চরম বিপর্যস্ত এবং তাদের নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কার্যত ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তিনি মনে করেন, ইরানিরা এখন শুধু আলোচনার টেবিলে থাকার কারণেই টিকে রয়েছে।

ইরানি প্রতিনিধি দলের প্রধান তথা পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফের গলায়। তিনি বলেন, ‘মার্কিনীদের সঙ্গে আলোচনার পূর্ব অভিজ্ঞতা সবসময়ই ব্যর্থতা এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের। আমাদের সদিচ্ছা আছে কিন্তু কোনও বিশ্বাস নেই।’ ইরান স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, লেবাননে ইজরায়েলি হামলা বন্ধ করা এবং বিদেশের ব্যাংকে আটকে থাকা ইরানের বিপুল অর্থ বা সম্পদ হস্তান্তর না করা পর্যন্ত মূল আলোচনা শুরু করা সম্ভব নয়। যদিও আমেরিকার তা খারিজ করে দিয়েছে। শনিবার বিকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স এবং ইরানি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন। শাহবাজ শরিফ এই সংকটের মুহূর্তকে ‘হয় এসপার নয় ওসপার’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, ‘গোটা বিশ্ব এখন ইসলামাবাদের দিকে তাকিয়ে আছে।’ পাক প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই আলোচনা মধ্যপ্রাচ্যে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। মার্কিন প্রতিনিধি দলে জেডি ভান্সের পাশাপাশি রয়েছেন জ্যারেড কুশনার ও স্টিভ উইটকফ, যা আলোচনার গুরুত্বকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আলোচনার টেবিলে যখন চরম ব্যস্ততা, তখন মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় সমরসজ্জা ও ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা কমেনি। গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, চিনের পক্ষ থেকে ইরানে অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পাঠানোর তৎপরতা শুরু হয়েছে, যা ওয়াশিংটনের কপালে চিন্তার ভাঁজ গভীর করেছে। হরমুজ প্রণালী নিয়েও উত্তেজনা তুঙ্গে। ইরান হুমকি দিয়েছে, কোনও মার্কিন যুদ্ধজাহাজ প্রণালী পার হওয়ার চেষ্টা করলে মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে হামলা চালানো হবে। ট্রাম্প পালটা দাবি করেছেন,‘আমরা হরমুজে ঢুকে পড়েছি। মার্কিন বাহিনী ইতিমধ্যেই প্রণালীটি মাইনমুক্ত করার কাজ শুরু করে দিয়েছে।’

বিমানে রক্তমাখা স্কুলব্যাগ, পড়ুয়াদের ছবি : বিমানে সব ফাঁকা আসন। কোনও যাত্রী নেই, আছে শুধু রক্তমাখা স্কুলব্যাগগুলি। প্রতিটি ব্যাগের সঙ্গে খুদে পড়ুয়ার ছবি, যারা আর কোনওদিন স্কুলে ফিরবে না। ইসলামাবাদে আমেরিকার সঙ্গে শান্তি বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার পথে বিমানে এই মর্মস্পর্শী দৃশ্য সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন ইরানের স্পিকার মহম্মদ বাঘের গালিবাফ। তিনি লিখেছেন, ‘বিমানে এরাই আমার সঙ্গী। মিনাব১৬৮।’ ২৮ ফেব্রুয়ারি মিনাবের একটি স্কুলে মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলায় নিহত ১৬৮ জন পড়ুয়ার স্মৃতি উসকে দিতেই তাঁর এই প্রতিবাদ।

ফ্রান্স, স্পেনের পথেই গ্রিস

আথেন্স, ১১ এপ্রিল : কিশোর-কিশোরীদের ডিজিটাল সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালের পথেই হাঁটল গ্রিস সরকার। সে দেশের অনূর্ধ্ব-১৫ বয়সিদের জন্য ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও টিকটকের

মতো সমাজমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিস জানিয়েছেন, ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে এই নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর হবে। মূলত শিশুদের মানসিক চাপ কমাতে এবং স্মার্টফোনের সর্বনাশা আসক্তি থেকে মুক্তি দিতেই এই পদক্ষেপ। সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, গ্রিসের ৮০ শতাংশ মানুষই এই সিদ্ধান্তের পক্ষে।

নিজেদের পাতা মাইনের জালে ইরান

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ১১ এপ্রিল : হরমুজ প্রণালী নিয়ে নিজেদের পাতা জালে নিজেরাই ফেঁসে গিয়েছে ইরান! যুদ্ধের শুরুতে এই কৌশলগত জলপথে যে অসংখ্য মাইন বিছিয়েছিল তারা, এখন সেগুলির অবস্থান শনাক্ত করতে না পারায় স্বাভাবিক জাহাজ চলাচল শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। শনিবার ইসলামাবাদে আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে প্রস্তাবিত শান্তি বৈঠকের আগে মার্কিন আধিকারিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে সেদেশের একটি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত মাসে আমেরিকা ও ইজরায়েল ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর ছোট ছোট নৌকার সাহায্যে হরমুজ প্রণালীতে মাইন পাততে শুরু করে তেহরান। কিন্তু সেই কাজ ভীষণ অপরিকল্পিতভাবে করা হয়েছিল। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, ইরান সম্ভবত সব মাইনের অবস্থান নথিভুক্ত করেনি। এমনকি যেগুলি করা হয়েছিল, সেগুলিও স্রোতের টানে আগের জায়গা থেকে সরে গিয়েছে। ফলে এখন ইরান নিজেই জানে না কোথায় বিপদ লুকিয়ে রয়েছে।

এই প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে অবিলম্বে প্রণালীটি পুরোপুরি খুলে দিতে পারছে না ইরান। তারা একটি সরু পথ খোলা রেখেছে যেখান দিয়ে ‘টোল’ দিয়ে জাহাজ যাতায়াত করছে। বুধবার ইরানের বিদেশমন্ত্রী

অবরুদ্ধ হরমুজ

আব্বাস আরাঘাচিও ‘প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার’ কথা স্বীকার করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, জলপথ থেকে মাইন সরানো খুব জটিল কাজ, যা তাড়াতাড়ি করার ক্ষমতা খোদ মার্কিন বাহিনীরও নেই। ইরানের ক্ষেত্রে তাই মাইন উদ্ধারকাজ কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। শনিবার ইসলামাবাদে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের সঙ্গে বৈঠক চলছে।

মুনিরের ‘পোশাক কূটনীতি’

ইসলামাবাদ, ১১ এপ্রিল : ইরানে যুদ্ধ থামাতে পাকিস্তান সরকারের মধ্যস্থতায় ইসলামাবাদে শুরু হয়েছে শান্তি আলোচনা। শনিবার পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আলাদাভাবে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং ইরানের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দেখা করেন। তবে এই হাই-ভোল্টেজ বৈঠকের আবহে সবথেকে বেশি চর্চায় পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের ভূমিকা। প্রোটোকল ভেঙে নূর খান এয়ারবেসে দুই প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান তিনি। তাঁর পোশাক বদলের ‘কূটনীতি’ নজর কেড়েছে বিশেষজ্ঞদের।

এদিন ইরানি প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জানানোর সময় মুনির পরেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত ‘কমব্যাট ড্রেস’, যা ইরানের সঙ্গে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক সীমান্ত

উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে একটি কড়া সামরিক বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা পর জেডি ভ্যান্সকে স্বাগত জানাতে তিনি হাজির হন মার্জিত কালো সুটে, যা আমেরিকার কাছে তাঁর ‘কূটনীতিক’ ভাবমূর্তি তুলে ধরার চেষ্টা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের উপস্থিতিকে ছাপিয়ে সেনাপ্রধানের এই সক্রিয়তা প্রমাণ করে যে পাকিস্তানের ক্ষমতার আসল চাবিকাঠি এখনও সেনাবাহিনীর হাতেই রয়েছে। ইসলামাবাদে এই ‘মেক অর ব্রেক’ বৈঠকের ওপর এখন সারা বিশ্বের নজর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁর মূল লক্ষ্য ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র থেকে দূরে রাখা। যদিও লেবাননে ইজরায়েলি হামলা চলতে থাকায় যুদ্ধবিরতি কতক্ষণ স্থায়ী হবে, তা নিয়ে সংশয় কাটছে না।

১৪ এপ্রিল ইস্তফা দিচ্ছেন নীতীশ কুমার

পাটনা, ১১ এপ্রিল : বিহারের রাজনীতিতে দীর্ঘ দু’দশকের এক বর্ণময় অধ্যায়ের অবসান হতে চলেছে। আগামী ১৪ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন নীতীশ কুমার। ওই দিনই রাজ্য পেতে চলেছে তার নতুন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনাচক্রে, ১৪ এপ্রিল একদিকে যেমন সংবিধান প্রণেতা বিআর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী, অন্যদিকে হিন্দু পঞ্জিকা মতে অশুভ ‘খরমাস’ সময়েরও সমাপ্তি!

১০ এপ্রিল রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে শপথ নিয়েছেন নীতীশ। তিনিই দেশের প্রথম কোনও আসীন মুখ্যমন্ত্রী, যিনি সরাসরি উচ্চকক্ষে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। নীতীশের প্রস্থানের পর বিহারে প্রথমবারের মতো বিজেপি থেকে মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছে। দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই এবং দিলীপ কুমার জয়সওয়াল। পাশাপাশি, নীতীশের উত্তরসূরি হিসাবে তাঁর ছেলে নিশান্ত কুমারের নাম ভাসছে।

যশবন্তের ইস্তফা ‘বিরল নয়’

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার মুখে দাঁড়িয়ে একরকম বাধ্য হয়েই ইস্তফা দিতে হয়েছে এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি যশবন্ত ভার্মাকে। বিষয়টি বিরল হলেও ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে একেবারে বেনজির নয়। ভারতে এই নিয়ে তৃতীয়বার কোনও কর্মরত বিচারপতি পদত্যাগ করলেন ইমপিচমেন্টের খাঁড়া এড়াতে।

২০১১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমিত্র সেনের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপ ও তথ্য গোপনের অভিযোগে রাজ্যসভায় ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কিন্তু লোকসভায় চূড়ান্ত ভোটাভুটির মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি পদত্যাগ করেন। ওই বছরই সিকিম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পিডি দিনকরন দুর্নীতি ও জমি দখলের অভিযোগে অপসারণ প্রক্রিয়া এবং তদন্ত কমিটির মুখোমুখি হওয়ার আগেই ইস্তফা দেন।

সম্প্রতি বাসভবন থেকে দগ্ধ নগদ টাকা উদ্ধারের ঘটনায় তদন্ত কমিটি দোষী সাব্যস্ত করার পর একই পথে হেঁটে পদত্যাগ করেন বিচারপতি ভার্মাও। বিশেষজ্ঞদের মতে, সংসদীয় অপসারণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত হওয়ার আগেই এই পদত্যাগগুলি বিচারবিভাগের প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন রেখে গেল।

বন্ধু কী খবর... শনিবার সংসদ চত্বরে রাহুল গান্ধি ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঙ্গে জেপি নাড্ডা ও অন্যান্যরা।

মরণঝাঁপ

আলোয়ার, ১১ এপ্রিল : তাদের আর কখনও দেখা হবে না। শুক্রবার সকালে রাজস্থানের আলোয়ার জেলার সুরের রেলস্টেশনে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে জীবন শেষ হয়ে গেল দুই স্কুলপড়ুয়ার। মৃত কিশোর রাজগড়ের একটি স্কুল থেকে এবারই দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এবং কিশোরীটিও ছিল একই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী।

পুলিশ জানিয়েছে, তাদের মধ্যে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক থাকলেও দুই পরিবার তা মেনে নেয়নি। এই টানাপোড়েন ও পরিবারের অমত সহ্য করতে না পেরেই তারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় বলে মনে করা হচ্ছে। দুটি পরিবারই জানিয়েছে, শুক্রবার ভোরে কাউকে কিছু না জানিয়েই তারা ঘর ছেড়েছিল। মৃত্যুর ঠিক আগে কিশোরটি সমাজমাধ্যমে লিখেছিল, ‘হঠাৎ করে মরে গেলেও দুঃখ কোরো না বন্ধু, কথা তো বন্ধুত্বের দিয়েছিলাম, জীবনের নয়!’ তার এই শেষ বার্তাটি এখন নেটপাড়ায় ভাইরাল। খবর পেয়ে রেল পুলিশ দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজগড় কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের মর্গে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফরেন্সিক দল এবং রেল পুলিশ।

মোদি-রাহুলের সৌজন্য বিনিময়

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : বিরল সৌজন্য বিনিময়ের সাক্ষী থাকল সংসদ চত্বরের প্রেরণাস্থল। শনিবার মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সৌজন্য বিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। শাসক ও বিরোধী দুই মহারথীকে বেশিরভাগ সময়ই পরস্পরকে তীব্র আক্রমণ করতেও দেখেছেন দেশবাসী। সংসদের ভিতরে হোক বা বাইরে, রাজনীতির লড়াইয়ে দুই নেতার কেউই পরস্পরকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়েন না। ‘নরেন্দর সারেন্ডার’, ‘কম্প্রোমাইজড পিএম’, ‘রুপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো কংগ্রেসের শাহজাদা’, ‘পাপ্পু’, ‘দেশদ্রোহী’র মতো শব্দগুলি একে অন্যের বিরুদ্ধে হামেশাই প্রয়োগ করেন উভয় নেতা। এহেন সংঘাতের আবহে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে শাসক-বিরোধী স্বাভাবিক সৌজন্যের পরিবেশ কার্যত হারিয়ে যেতে বসেছে।

এমতাবস্থায় শনিবাসরীয় সংসদ চত্বর একটু হলেও ভারতীয় রাজনীতির সেই হারানো অধ্যায়ের পাতা উলটে দেখল। প্রেরণাস্থলে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যসভার নেতা জেপি নাড্ডা, আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়ালের সঙ্গেই দাঁড়িয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে গাড়ি থেকে নেমে প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে সৌজন্য বিনিময় করেন। রাহুলও তাঁকে নমস্কার জানান। সৌজন্য বিনিময়ের পর দুজনকে কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা যায়। দুই নেতার হাসিমুখে একফ্রেমে ছবি খুব একটা দেখা যায়নি। এর আগে অষ্টাদশ লোকসভার স্পিকার হিসেবে ওম বিড়লাকে বেছে নেওয়ার সময়ও মোদি-রাহুলকে করমর্দন করতে দেখা গিয়েছিল। ২০১৮ সালে লোকসভায় রাহুল নিজের আসন ছেড়ে উঠে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ওই ঘটনায় হতচকিত মোদি তারপর রাহুলকে কাছে ডেকে তাঁর সঙ্গে কুশল বিনিময়ও করেছিলেন।

দু’বছরের মধ্যেই চাঁদে ঘাঁটি গাড়বে নাসা

হিউস্টন, ১১ এপ্রিল : আর্টেমিস-২ মিশনের ১০ দিনের রোমাঞ্চকর সফর শেষে শুক্রবার প্রশান্ত মহাসাগরে সফলভাবে অবতরণ করেছেন চার নভশ্চর। পৃথিবী থেকে প্রায় ৪ লক্ষ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা এক নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন এই যাত্রায়। অর্ধশতক পর এটিই ছিল মানুষের প্রথম চন্দ্রাভিযান, যা মূলত ভবিষ্যতে একটি দীর্ঘমেয়াদি চন্দ্রঘাঁটি বা ‘লুনার বেস’ তৈরির প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে।

আর্টেমিস মিশনের তৃতীয় পর্যায়ে নাসার লক্ষ্য ২০২৮ সালের

মধ্যে চাঁদের মাটিতে ফের মানুষ নামানো। তবে গত শতাব্দীর ছয়ের দশকের ‘অ্যাপোলো’ মিশনের মতো এবারের মিশনটি ততটা স্বল্পমেয়াদি হবে না। এবার চাঁদে দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ থাকার পরিকল্পনা রয়েছে নাসার। এই বিশাল কর্মযজ্ঞ চালাতে তারা সাহায্য নিচ্ছে দুই ধনকুবের এলন মাস্কের ‘স্পেসএক্স’ এবং জেফ বেজোসের ‘ব্লু অরিজিন’ সংস্থার। ওই দুই সংস্থার তৈরি আধুনিক ল্যান্ডারগুলি হবে আগের তুলনায় দুই থেকে সাতগুণ বড় ও অত্যাধুনিক।

তবে ওই অভিযানে মহাকাশে জ্বালানি ভরার মতো জটিল প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে নাসাকে। ওই প্রযুক্তি এখনও পুরোপুরি পরীক্ষিত নয়।

এদিকে ২০৩০ সালের মধ্যে চিনের চাঁদে পৌঁছোনোর লক্ষ্য আমেরিকার ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করেছে। তবে সব বাধা কাটিয়ে ২০২৮ সালেই মানুষ ফের চাঁদের মাটিতে পা রাখবে বলে আশা করছেন মার্কিন মহাকাশবিজ্ঞানীরা।

সাজ পোশাকে বৈশাখ

নববর্ষে নবহর্ষে। আপনার বাড়িকে দিন বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। ঘরের ভোল বদলে রইল বিশেষ টিপস।

বসার ঘরে থাকুক বাঙালিয়ানার ছোঁয়া। উৎসবটি যেহেতু বাঙালি নববর্ষ সে কারণে বাড়িতে থাক নতুন ছোঁয়া। সারা বছরই তো নানা রকম পেন্টিং কিংবা বিদেশি শো পিস দিয়ে ঘর সাজান। এবার ঘরে রাখুন মাটির শো পিস। আর দেওয়ালে লাগান হাতপাখা। দেওয়ালে লাগানোর জন্য বিভিন্ন মাপের হাতপাখা কিনতে পাওয়া যায়। ঘরের মাপ বুঝে কিনে নিন।

নববর্ষের দিন বাড়ির মেঝেকে সাজাতে ভুলবেন না। বাড়ির মেঝেতে আলপনা আঁকুন। সময়ের অভাব হলে, আজকাল আলপনার স্টিকারও কিনতে পাওয়া যায়। তা কিনতে পারেন। বাড়িতে ঠাকুর ঘর থাকলে, ঠাকুর ঘরের সামনে এমন আলপনা আঁকতে ভুলবেন না। এতে ঘরের লুক পুরো বদলে যাবে। নববর্ষের আগের দিন বা সেদিন সকালে সেরে ফেলুন এই কাজ।

সবুজ গাছ দিয়ে ঘর সাজাতে পারেন। এই সকল গাছ বাড়িকে একটা আলাদা লুক দেবে। রাখতে পারেন লাকি বাম্বু। রাখতে পারেন মানি প্ল্যান্ট। এই সকল গাছ রাখা বাস্তু মতেও ভালো। ফলে ঘরের সজ্জার সঙ্গে ঘরে ইতিবাচক এনার্জিও তৈরি হবে। তাছাড়া, গরমে গাছ রাখলে ঘর ঠান্ডা থাকে। তাই আর দেরি না করে ঠিক করে নিন কোন গাছ রাখবেন আপনার বাড়িতে।

● মাটির মোমবাতি ও বাঁশের গ্লাস স্ট্যান্ড কিংবা শো পিস কিনতে পারেন। বসার ঘর কিংবা শোওয়ার ঘরেও রাখতে পারেন এমন জিনিস। ঘর সাজাতে মোমবাতি কিংবা বাঁশের শো পিস পাওয়া যায়। এগুলো দিয়ে নববর্ষে ঘর সাজাতে পারেন। একেবারে নতুন লুক আসবে আপনার ঘরের। ছোট ছোট জিনিসের বদলে ফেললে ঘরের ভোল বদল হয়।

● ঘরে নতুন লুক আনতে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে বিছানার চাদরে। শোওয়ার ঘরে রঙিন চাদর পাতুন। এমন কোনও ডিজাইনের চাদর কিনবেন, তা যেন রঙিন হয়। বাউলের ডিজাইন, ফুলের নকশা, আলপনা ডিজাইনের মতো নকশা বেছে নিন। তবে, কোনও কার্টুন কিংবা পুতুল ডিজাইনের নকশার চাদর পয়লা বৈশাখে না পাতাই ভালো।

● হতেই পারে নববর্ষে বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তাহলে বাড়ি সাজাতে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত নজর দিতে হবে সর্বত্র। দেওয়াল ও সিলিং সাজাতে ভুলবেন না যেন। আলপনা আঁকা কাগজ ব্যবহার করে সাজিয়ে তুলুন বাড়ির এই দুটি জায়গা। নববর্ষে মেকওভার করতে এই টিপস মেনে চলা খুবই প্রয়োজন। অনেকেরই বাড়িতে ফলস সিলিং থাকে। তারাও এই ডেকরেশন করতে ভুলবেন না।

● কুশন কভার, টেবিল ক্লথে রঙের ছোঁয়া আনুন। বাড়ির ভোল বদল করলে নজর দিতে হবে সর্বত্র। খাটে যেমন পাতবেন নতুন ডিজাইনের চাদর, তেমনই কুশন কভার, টেবিল ক্লথ বদল করতে ভুলবেন না। নববর্ষের কথা মাথায় রেখে কুশন কভার, টেবিল ক্লথের নকশা বেছে নেবেন।

● নববর্ষে গৃহসজ্জায় অবশ্যই থাক ফুলের ব্যবহার। এই বিশেষ দিনে বাড়িতে ফুলদানি রাখতে ভুলবেন না যেন। ফুল দিয়ে সাজিয়ে তুলুন বাড়ি। বসার ঘরে ফুলদানিতে যেমন রাখবেন সুগন্ধী ফুল, তেমনই শোওয়ার ঘরও সাজান ফুল দিয়ে। এদিন, কাঁঠাল চাঁপা, বকুল, রজনীগন্ধা, দোলন চাঁপা দিয়ে যেমন ঘর সাজাতে পারেন তেমনই রাখতে পারেন গোলাপ কিংবা অর্কিড।

সেজে উঠবেন যেভাবে

গরমে সুতির কাপড়ের বিকল্প নেই। তাই বাঙালিয়ানা সাজ ফুটিয়ে তুলতে সুতির শাড়ি পরতে পারেন। বৈশাখী সাজে সুতির শাড়ি ছাড়াও সিল্ক, মসলিন, জামদানি পরতে পারেন।

শাড়ি একেবারেই সাদামাটা হলে বাহারি নকশার ব্লাউজ পরতে পারেন। ব্লক, বাটিক, চেকসহ বড় ফুলের প্রিন্টের ব্লাউজ পরতে পারেন।

● শাড়িতে আরামবোধ না করলে সালোয়ার-কামিজ, কুর্তি বা টপস পরতে পারেন। বর্তমানে স্কার্টও হাল ফ্যাশনে জায়গা করে নিয়েছে। পছন্দের রঙের স্কার্ট ও টপসও পরতে পারেন।

● বর্তমানে বিভিন্ন ফ্যাশন হাউসে পোশাকের সঙ্গে ম্যাচিং মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে। শাড়ি বা কামিজ যা-ই পরুন না কেন সঙ্গে ম্যাচিং মাস্ক পরতে পারেন।

● যেহেতু গরম, তাই বেশি সাজগোজ না করাই ভালো। তবে ছবি তোলার জন্য যদি ফুল কভারেজ মেকআপ করতে চান, তাহলে করতে পারেন। যেহেতু ঘরেই থাকবেন, তাই ভারী মেকআপে চিন্তা নেই।

● ছেলেরা পরতে পারেন লাল, সাদা, কমলা বা মাল্টি কালার কম্বিনেশনের পাঞ্জাবি, শার্ট। সেইসঙ্গে ফতুয়া বা টি-শার্টও পরতে পারেন।

● ছোট্ট মেয়েদের পরাতে পারেন ছোটদের শাড়ি, থ্রি-পিস, ফ্রক, স্কার্ট ও টপস।

পয়লা দিনে ৫ পদে

বাঙালির উৎসব। বাঙালিয়ানার উৎসব। এর সঙ্গে নাড়ির যোগ পেটপুজোর। আর বাংলা নববর্ষ মানেই বাঙালিয়ানাকে ফের নতুন করে আলিঙ্গন। তা পোশাকে হোক কিংবা ভূরিভোজের পাতে।

সজনে ডাঁটা চচ্চড়ি

উপকরণ : সজনে ডাঁটা ৬-৭টা, সর্ষেবাটা ২ টেবিল চামচ, কাঁচালংকা বাটা ৩-৪টা, পেঁয়াজ কুচি ২টা, লংকা ও হলুদগুঁড়ো আধ চা-চামচের একটু কম করে, জল ২ কাপ, তেজপাতা ২টা, পরিমাণমতো লবণ ও তেল।

প্রণালি : তেল গরম করে সর্ষের ফোড়ন ও পেঁয়াজ কুচি দিন। এবার বেটে রাখা সর্ষে ও কাঁচা লংকার সঙ্গে বাকি সব উপকরণ দিয়ে কষাতে হবে। সজনে ঢেলে দিয়ে দুই কাপ জল দিন। এবার ঢেকে রাখুন ১০ মিনিট। সজনে নরম হয়ে এলে কাঁচা লংকা ও তেজপাতা দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন।

সর্ষে ইলিশ

উপকরণ : ইলিশ মাছ ৫ টুকরো, সর্ষেবাটা ৩ টেবিল চামচ, পেঁয়াজবাটা ২ চা-চামচ, কাঁচালংকা বাটা ৪-৫টা, পেঁয়াজ কুচি ৩ চা-চামচ, আস্ত কাঁচা লংকা ৪-৫টা, হলুদগুঁড়ো আধ চামচ, তেল ২ টেবিল চামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি : কড়াইতে তেল দিন। এবার সর্ষে ও কাঁচালংকা বাটার সঙ্গে আগে থেকে হলুদ মিশিয়ে রাখুন। তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি ঢেলে দিন। এবার সর্ষে-লংকা পেস্ট ঢেলে দিন। এরপর নেড়ে মাছ ঢেলে দিন। দেড় কাপ জল দিয়ে নেড়ে ঢেকে রাখুন। কষানো হলে সর্ষে থেকে তেল ওপরে উঠে আসেব। এবার আস্ত কাঁচা লংকা দিয়ে দিন। মাছও হয়ে যাবে ততক্ষণে। এক মিনিট পর নামিয়ে নিন।

আমের শরবত

কাঁচা আম ৪টি, পরিমাণমতো চিনি, বিট লবণ, কাঁচা লংকা, বরফ কুচি, পুদিনা পাতা ও জল। আমগুলো প্রথমে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। এবার খোসাসহ মাঝারি আঁচে পুড়িয়ে নিন। ওভেন থেকে তুলে ঠান্ডা হলে আমের খোসা ছাড়িয়ে নিন। হাতে চটকে আমের ভেতরের নরম ক্বাথ বের করুন। আমের সঙ্গে সব উপকরণ দিয়ে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নিন। তৈরি আপনার পোড়া আমের শরবত। পছন্দমতো স্বচ্ছ গ্লাসে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

খাসির ঝোল

উপকরণ : খাসির মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজবাটা ৩ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ২ চা-চামচ, জিরা ১ চা-চামচ, তেজপাতা ৪টা, হলুদ ও লংকাগুঁড়ো ১ চা-চামচ করে, তেল ৩ টেবিল চামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি : প্রথমেই পেঁয়াজ ও রসুন কুচি ছাড়া বাকি সব মশলা মাংসে মাখিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। এবার তেল গরম করে তেজপাতা, পেঁয়াজ ও রসুন কুচি ছেড়ে দিন। পেঁয়াজ ও রসুন ভাজা-ভাজা হয়ে এলে মেরিনেট করা মাংসগুলো দিয়ে দিন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে তার মধ্যে পরিমাণমতো জল দিন। নামানোর আগে দারুচিনি গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন।

বেগুন ভর্তা

উপকরণ : বেগুন ১টা, শুকনো লংকা ১টা, লবণ স্বাদমতো ও সর্ষের তেল ১ চা-চামচ।

প্রণালি : বেগুন পুড়িয়ে অথবা সেদ্ধ করে নিন। পোড়া অংশ পরিষ্কার করে ফেলে চটকে নিন। লবণ, লংকা, পেঁয়াজ ও তেল দিয়ে একসঙ্গে ডলে নিয়ে বেগুন দিন। সব একসঙ্গে মিশিয়ে আবার খানিকটা চটকে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে বেগুন ভর্তা।

বাঙালির বারোটা আর ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম

জয়দীপ সরকার

বছর তিরিশ আগের কথা। মোবাইল ফোন নামক যন্ত্রটি আমাদের হাতে আসেনি তখনও। কেউ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত তার খবর রাস্তা ছাড়া আর কারও রাখার কোনও সুযোগ ছিল না। আমাদের পাড়ার মঞ্জুদির বিয়ে ঠিক হয়েছিল শিলিগুড়িতে। তখন দিনহাটা-শিলিগুড়ি রাস্তার অবস্থা ভয়ংকর। এমনিতেই বাঙালির বিয়েবাড়িতে বরযাত্রী কখনোই সময়মতো আসে না, তবুও সেদিন দেরি হতে হতে লগ্ন বয়ে যায় প্রায়। অতিথি আপ্যায়নে তখনও কেটারার সার্ভিস শুরু হয়নি এ তল্লাটে। কোমরে গামছা বেঁধে পাড়ার ছেলেরা পরিবেশনে ব্যস্ত। আমরা সিনেমার মতো দেখলাম, একটা সময়ের পর পাড়ায় আমাদের বয়হুড হিরো রঞ্জনদার কোমরের গামছা বদলে গেল নতুন ধুতিতে। যে হাত সন্ধ্যার পর থেকে বইছিল মাংসের বালতি, সে হাতে উঠে এল আমের পল্লবে মোড়া 'দর্পণ'। মঞ্জুদি 'লগ্নভ্রষ্টা' হলেন না। আমরা তখন হাইস্কুল ডিঙোচ্ছি সবে। মঞ্জুদি পাড়ার ডাকসাইটে সুন্দরী। ওর প্রতি রঞ্জনদার সীমাহীন দুর্বলতার কথা আমাদের কারও অজানা ছিল না। তো এই মধুরেণ সমাপয়েৎ আমাদের কাছে এক রূপকথার গল্পের মতো আনন্দ যাপন হয়ে উঠল। আর এইসব ঘটনা যখন ঘটছিল, বরযাত্রীর গাড়ি তখনও নাকি ময়নাগুড়ি বাইপাসের রেলগেটের জ্যামে আটকে।

ময়নাগুড়ি বাইপাস এখন চার লেনের ফ্লাইওভারের নীচে বিষণ্ণ এক বাজার মাত্র। ওই রাস্তার ধারে বিখ্যাত ঝাঝাঙ্গি ধাবা এখন বিরহী প্রেমিকের মতো উদাস চোখে ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে দেশি-বিদেশি ঝাঁ চকচকে গাড়ির

আসলে বাঙালির কোনও অনুষ্ঠান ১২টায় শুরু হবে মানে ১টায় পৌঁছালেই যথেষ্ট— এটা আমরা, মানে বাঙালিরা, ধরেই নিই। স্বতঃপ্রণোদিত বিলম্বে আয়োজকরাও যুক্তি দেন— 'বোঝেনইতো, বাঙালির টাইম।'

গতিময়তা মাপে সারাক্ষণ। কিন্তু এখনও, হরেকরকম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের তৈরি করা শিডিউলের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই বাঙালি বরযাত্রীর দল কিন্তু পথে একটু দেরি করেই ফেলে। এ দেরি মজ্জাগত।

আসলে বাঙালির কোনও অনুষ্ঠান ১২টায় শুরু হবে মানে ১টায় পৌঁছালেই যথেষ্ট— এটা আমরা, মানে বাঙালিরা, ধরেই নিই। স্মিতহাস্যে যে কোনও অনুষ্ঠানেই স্বতঃপ্রণোদিত বিলম্বে আয়োজকরাও যুক্তি দেন— 'বোঝেনইতো, বাঙালির টাইম।' উলটোদিকে, যেসব বাঙালি সময়ানুবর্তিতা মেনে চলেন, তাঁরা গর্ব করে বলেন, 'আমি কিন্তু ভাই ব্রিটিশ টাইম মেনে চলা লোক।' যদিও ব্রিটিশদের মজ্জায় দেরি করার প্রবণতা নেই, ইতিহাস সেকথা বলে না, কারণ ইংল্যান্ডে ভিক্টোরিয়ান যুগের আগে 'পাংচুয়ালিটি' ব্যাপারটা তাদের সামাজিক আচরণবিধির মধ্যে সেভাবে ছিল বলে জানা যায় না। ইতিহাস সাক্ষী, যৌনতার রক্ষণশীলতা সহ ইংরেজদের আজ যা কিছু সামাজিক 'এটিকেট' সেসবের সিংহভাগই ভিক্টোরিয়ান যুগ থেকে পল্লবিত হতে শুরু করে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের চালচিত্র সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, বিলম্বিত লয়ে চলা ভারতবর্ষের বিবিধের মাঝে মিলনের একটা অন্যতম উপাদান। ভারতবর্ষের এমন কোনও প্রদেশ নেই যেখানে নেতারা নির্ধারিত সময়ে মিটিংয়ে আসেন বা সরকারি কর্মচারীরা সঠিক সময়ে অফিসে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। স্বাধীনতা বা প্রজাতন্ত্র দিবসে লালকেল্লায় পতাকা উত্তোলন বা উন্মোচনে এক মিনিট দেরি কখনোই হয় না। কিন্তু সামান্য ব্যতিক্রম বাদ দিলে, গোটা ভারতেই সরকারি স্কুলে, কলেজে শিক্ষকরা একটু দেরি করেই ক্লাসে ঢুকবেন, এটাই দস্তুর। যদিও এই বদনামে আমাদের খুব একটা গাত্রদাহ হয় না। আসলে ঘড়ির বাইরে যে 'ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম' তার একটা আভিজাত্যের ঔদার্য আছে। স্কুলে ১০ মিনিট দেরি করে ঢোকা মাস্টারমশাইকে তাঁর পাণ্ডিত্যের নিরিখে, পড়ানোর শৈলীতে আমরা বিচার করেছি চিরকাল, সময় মেপে নয়। যদিও এখন সময় পালটেছে। বিদেশের মতোই ঘণ্টাপ্রতি পড়ানোর চুক্তিতে কর্পোরেট স্কুলগুলোতে শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে আমাদের দেশেও। কিন্তু এগুলো সাধারণ চালচিত্র নয়। গোটা দেশেই সরকারি অফিস যদি সকাল ১০টায় খোলার কথা হয়, সেখানে, আমাদের কাজ থাকলে, আমরা ১১টা নাগাদ যাব বলে ঠিক করি, কারণ, ব্যাংক, বিমার মতো কর্পোরেট সরকারি ক্ষেত্র বাদ দিলে, ১১টার আগে কেউ টেবিলে বসবেন কি না সেটা নিয়ে আমাদের সন্দেহ থেকেই যায়।

কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকজন জীবনচর্যার এই বিলম্বিত লয়ের দায় নিজেদের কাঁধে সেভাবে নেয় না, যেভাবে বাঙালি 'বাঙালির টাইম' শব্দবন্ধে এই দায় বহন করে। *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

বরযাত্রীরা আসতে দেরি করায় বিয়ে ভন্ডুল হতে বসেছিল। শেষে পাড়ার এক দাদা বিয়ের পিঁড়িতে বসে পড়ায় সেই যাত্রায় রক্ষা। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেরি না করলে যেন প্রেমটাও ঠিক জমে ওঠে না। আসলে দেরি করাটা আমাদের মজ্জাগত; আর সেই কারণেই বোধহয় 'বাঙালির টাইম'-এর কোনও দাম নেই। সময়মতো ইন্টারভিউয়ে না পৌঁছানোয় মনের মতো চাকরিটা হাতছাড়া হয়েছে ঠিকই, কিন্তু আবার বিমানবন্দরে পৌঁছাতে দেরি করায় আহমেদাবাদের সেই অভিশপ্ত বিমান দুর্ঘটনা থেকে কারও প্রাণ বেঁচে গিয়েছে। ভালোমন্দের মিশেলে 'দেরি' ঠিক এভাবেই আমাদের জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে।

অপেক্ষাই তো প্রেমের প্রাণ

পার্থপ্রতিম মিত্র

ফিলিং গুড হরমোন ডোপারিনের নিঃসরণ কী বাইরের অভিব্যক্তিতে কোনও চিহ্ন বহন করে চলে? সেদিন সমস্ত হোমটাস্ককে সিকেয় রেখে উলুলি ঝুলুলি চুলে আঙুল চালাতে চালাতে মোবাইলের কিপ্যাড ত্রস্ত হাতে টিপে চলা পৌত্রী জানিসাকে পরখমগ্ন ঠাম্মু জয়িতা এমনটাই ভাবছিল কিনা! ওর নাক টিপলে দুধ বের হওয়া নাত প্রেমিকপ্রবর জয় ছোকরাটিকে দর্শন ধন্য হওয়ার সুযোগের সাড়ে বারোটা বাজিয়ে তো দিয়েছে এই মোবাইল যন্ত্রটাই। অনুরাগ আর পূর্বরাগ যখন জন্ম হচ্ছে এবং সাঙ্গ হচ্ছে চ্যাটিংয়ের মধ্যে দিয়েই তখন নানা অছিলায় ফ্ল্যাটে এসে ঘুরঘুর করতে চ্যাংড়ার বয়েই গিয়েছে। ঠাম্মু হয়ে লাজলজ্জার মাথা খেয়ে নাতনির কাছে আবদারে আহ্লাদে এক ঝলক পুঁচকে প্রেমিকের প্রোফাইল পিকচারটা দেখতে পেয়েছিল মাত্র। আজ যখন কন্যা প্রজ্ঞা অফিস যাওয়ার আগে মেয়ের মোবাইলটা তার জিম্মায় রেখে রাগ দেখিয়ে বলে গেল, যেন ওর হাতে না যায় মা। তাহলে কিচ্ছুটি পড়বে না। জয়িতা দেবী তখন কপট গাম্ভীর্য দেখিয়ে মোবাইলের উপর চোরা চোখ রেখে দেখতে থাকে জয় ছোকরাটির মেসেজের অনন্ত নোটিফিকেশন স্রোত। হ্যাঁরে বাপু, একে কি প্রেম বলে? এই মোবাইল যন্ত্রটা তোদের তারিয়ে তারিয়ে প্রেম করতে দিল নারে! হ্যাঁ করেছিলাম বটে আমরা —! এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিভ কাটলেও ততক্ষণে স্মৃতি স্বর্গের উদ্যানে সৌরভ নিতে শুরু করে দিয়েছেন!

সারা পাড়ার অহংকার সুব্রতদা যখন জয়েন্টে হেব্বি র‍্যাংক করে শিবপুর বিই কলেজে শেষমেশ চলেই গেল, সেটা ছিল জুলাই মাস। পুরোপুরি তিন মাস নো চিঠি - নো টিকি! আচ্ছা চিঠিটা দেবে কীভাবে শুনি! বাড়ির দরজার পাশে ঝোলানো তালা লাগানো চিঠি বাক্সগুলো তো ছিল অভিভাবকদের কঠোর কঠিন নজরদারিতেই। আগে বসার ঘরের জানালার পর্দাটা ফাঁক করতেই চোখে পড়ে যেত সুব্রতদাদের বাড়ির বারান্দায় ওর সাইকেলটা ধুলোর প্রসাধনী মেখে দাঁড়িয়ে আছে কেমন! মাঝে ঝন্টু কাকুদের ধ্যাড়ধেড়ে বাড়ির মাধবীলতা গাছটা এমন করে বেড়ে উঠল যে দেখাও যায় না ছাই ঠিকঠাক! এখন ছাদে ওঠো! তুখোড় জিমন্যাস্টের মতো শরীরটাকে ১৮০ ডিগ্রি বেঁকিয়ে ঝুকাও! ওমা! দেখতেই শিরশির করে উঠল! সাইকেলটা নেই! তার মানে সুব্রতদা এসে গিয়েছে! এসেই চক্কর কাটতে বেরিয়েছে! সুতরাং আমাকেও বেরোতে হচ্ছে সুব্রতদার সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিযানে! — মা! অলকদা পুজোর ছুটিতে কুণ্ড স্পেশালে ঘুরতে যাচ্ছে। তাই আমাদের এক্সট্রা পড়াবে! যাওয়ার আগে অঙ্কটা শেষ করে দিয়ে যাবে। ভাগ্যিস তখন কোচিং-এর

পথের দিকে আর ঘড়ির দিকে সমানুপাতিক হারে তাকাতে তাকাতে প্রেমিকের জন্য অপেক্ষমাণ প্রেমিকার কপালের জমে ওঠা স্বেদবিন্দুগুলি মোবাইলের ঝোড়ো হাওয়ায় সব বাষ্পীভূত!

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছিল না! তাহলেই চিত্তির হত আর কি। ব্যাস! দুই বেণি করে লাল ফ্রকটা পরে বঙ্গলিপি খাতা হাতে নিয়ে সুব্রতদাকে বাউল খুঁজতে (প্রেমিকের বেলায় গোরু খোঁজা বলা যায় নাকি) বেরিয়ে যাওয়া! কাট! স্মৃতিবিহার এইটুকুই। — ওই যে! আসছে মোবাইলটা ছিনিয়ে নিতে। এই শোন! টেরোরিস্টের মতো প্রেম করার মজাটা কিন্তু তোরা পেলি না। আর তা এই মোবাইলের জন্য! দীর্ঘশ্বাস ফেলেন জয়িতা দেবী। ডোডো পাখির মতো পৃথিবীর থেকে হারিয়ে গিয়েছে বুঝি প্রেমিকার চোখের প্রতীক্ষার ভাষা! রেড ডেটা বুকে চলে গিয়েছে প্রেমিকের উদ্বেগের কথকতা! পথের দিকে আর ঘড়ির দিকে সমানুপাতিক হারে তাকাতে তাকাতে প্রেমিকের জন্য অপেক্ষমাণ প্রেমিকার কপালের জমে ওঠা স্বেদবিন্দুগুলি মোবাইলের ঝোড়ো হাওয়ায় সব বাষ্পীভূত! প্রেমের মতো সান্নিধ্যকামী মহার্ঘ মিথুনলীলার মাঝে ছিল কতই না অপেক্ষা প্রতীক্ষার হার্ডেল রেস! আর এখন? একমুহূর্ত দেরি না করে মোবাইল স্ক্রিনে প্রেম বার্তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হরেকরকিসিমসে ইমোজি- স্মাইলি -পিক্টিওগ্রাফি - লোগোগ্রাম- ইডিওগ্রাম- কতই না প্রযুক্তিধন্য ভাবলিপি! এক মুহূর্ত দেরি নয়। আরে দেরি হলে তবেই না মগজের রসায়নটা জমে ভালো!

নেহরুর পরামর্শে রিজার্ভ ব্যাংকের মূল ফটকের দুইপাশে ভাস্কর্য নির্মাণের কথা রামকিঙ্কর বেইজের। রামকিঙ্করের যক্ষ যক্ষীর ম্যাকেট পছন্দ হল রিজার্ভ ব্যাংককর্তাদের। দিন-বছর-ঋতুর পর ঋতু পেরোয়! ডেডলাইন পেরিয়ে যাওয়ার সতর্ক বার্তা আসে। রামকিঙ্করের প্রত্যুত্তর, 'আমাকে জেলে দিন। ভালোই হবে সেখানে বসে অনেক মূর্তি করতে পারব।' ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭, মাত্র ১২ বছর দেরি হয়েছিল অনন্য ভাস্কর্য 'যক্ষ ও যক্ষী' সৃজনে! শুধু কি রামকিঙ্কর? রঁদ্যার 'গেটস অফ হেল' নির্মাণ দেরি হচ্ছিল বলে সে দেশের মিনিস্ট্রি অফ ফাইন আর্টস দপ্তর অগ্রিম ফেরত চেয়ে বসেছিল! *এরপর চোদ্দোর পাতায়*

৬৭ বছর বয়সে প্রথাগতভাবে ছবি আঁকা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ

তৃণা বসাক

শহরের ট্রাফিক সিগন্যালে যখন লাল বাতিটা জ্বলে ওঠে, আমাদের বুকের ভেতরের ধুকপুকানি তখন সেকেন্ডের কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে। বাসটা ছেড়ে দিল? মিটিংয়ে দেরি হয়ে গেল? পছন্দের মানুষটা কি ক্যাফেতে বসে বসে বিরক্ত হয়ে ঘড়ি দেখছে? আধুনিক জীবনের সবচেয়ে বড় ভিলেনের নাম 'দেরি'। আমরা সবাই ছুটছি- যেন মহাবিশ্বের সব ট্রেন আজই ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছেন, এই যে অনাকাঙ্ক্ষিত দেরি, যা আমাদের টেনশন বাড়িয়ে দেয়, তা আসলে প্রকৃতির দেওয়া এক আশ্চর্য বর্ম হতে পারে?

হয়তো আপনার ঘড়িটা স্লো ছিল বলেই আপনি সেই লিফটে ওঠেননি যা মাঝপথে আটকে গিয়েছিল। কিংবা ইন্টারভিউতে দেরি হওয়ার গ্লানি নিয়ে বাড়ি ফেরার পথেই হয়তো এমন একজনের সঙ্গে দেখা হল, যে আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। জীবন তো কোনও অলিম্পিক রেস নয়, বরং সুখ-দুঃখ দিয়ে বোনা এক রঙিন নকশিকাঁথা, যেখানে প্রতিটি সুতোর নিজস্ব গল্প আছে। সেই গল্পের স্বাদ তাড়াহুড়ো করে নেওয়া যায় না।

আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে 'দ্রুততা'ই কাম্য। ফাস্ট ফুড, ফাস্ট ইন্টারনেট, ফাস্ট রিপ্লাই, ফাস্ট গ্রসারি ডেলিভারি এমনকি ফাস্ট প্রেম! কিন্তু তাড়াহুড়ো করে খাওয়া বিরিয়ানি আর মাটির উনুনে ঢিমে আঁচে রান্না করা মাংসের স্বাদের তফাতটা আমরা বোধহয় ভুলতে বসেছি। আমরা ভুলতে বসেছি অপেক্ষা করতে।

জীবনটাকে কি কেবল গন্তব্যে পৌঁছানোর মাধ্যম হিসেবে দেখবেন? নাকি জানলার ধারের সিটে বসে বাইরের বদলে যাওয়া দৃশ্যগুলো উপভোগ করবেন? ধীরলয়ে চলায় এক অদ্ভুত বিলাসিতা আছে। যখন আপনি ধীরেসুস্থে এক কাপ চা বানান, চায়ের লিকারের রং বদলানো দেখেন, আলসেমি করে পছন্দের গজল চালিয়ে জানলার ধারে বসে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে জানলার বাইরে বাচ্চাদের হুটোপাটি দেখেন, দেখেন ফেরিওয়ালাদের, সাইকেল নিয়ে বাজরের পথে যাওয়া পাড়ার মিশুকে বয়স্ক জেঠুকে... তখন আপনি আসলে নিজেকে সময় দেন। সময় দেন নিজের ভেতরের ক্লান্ত মানুষটাকে। যে মানুষটি রোজকার দ্রুত ধাবমানতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে ছুটতে ফেলে এসেছে নির্মল শৈশবের দিনগুলো। তাই দেরি হওয়া মানেই পিছিয়ে পড়া নয়; দেরি হওয়া মানে অনেক সময় নিজেকে গুছিয়ে নেওয়ার বাড়তি কিছু মুহূর্ত পাওয়া। 'তারে জমিন পর' সিনেমায় সেই ছোট্ট ঈশান অবস্তিকে মনে পড়ে? 'দেরি'র ভয়ে বাঁধাধরা রুটিনে সে কিন্তু নিজেকে হারিয়ে ফেলেনি বলেই তার শিশুমনের কল্পনার রং কখনও শুকিয়ে যায়নি। মুক্তছন্দেও যে কাব্য লেখা যায়!

তাড়াহুড়ো করে খাওয়া বিরিয়ানি আর মাটির উনুনে ঢিমে আঁচে রান্না করা মাংসের স্বাদের তফাতটা আমরা বোধহয় ভুলতে বসেছি। আমরা ভুলতে বসেছি অপেক্ষা করতে।

প্রথাগত সমাজ আমাদের শিখিয়েছে কাজ ফেলে রাখা বা 'Procrastination' এক মহাপাপ। কিন্তু ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায়, বিশ্বের বড় বড় আবিষ্কার আর কালজয়ী সৃষ্টির পেছনে এই 'দেরি' করার এক বিরাট ভূমিকা আছে। কত কিংবদন্তি শিল্পী মাসের পর মাস সাদা পাতার দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছেন, শুধু কিছু হিসেব মেলানোর তাগিদে, দুটো মনমাফিক তুলির আঁচড় কাটতে, দুটো হৃদয়স্পর্শী লাইন লিখতে। দিনের পর দিন প্রচারবিমুখ কেউ ঘরের কোণে রেয়াজে বসেছেন এক সা থেকে পরবর্তী সা পর্যন্ত যতদিন না সুরের যাত্রাপথ একেবারে মসৃণ হচ্ছে। এই দীর্ঘ অপেক্ষা, বারবার ব্যর্থতা, আর্থিক অসচ্ছলতা, পেশাগত জয়যাত্রা-পথে দেরি হওয়া- একি অহেতুক? কবিগুরু বলেছেন - 'আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই, বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে, এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর, জীবনভরে...'। তারা দোষ দিয়েছে অলক্ষ্যের, লোকে ভেবেছে তারা সময় নষ্ট করেছে, কিন্তু তাদের অন্তরে তখন চলেছিল এক মহাযজ্ঞের আহুতি। তাদের প্রতিভা জারিত হওয়ার অবকাশ দিয়েছিল তাদের এই 'দেরি'। যা ভবিষ্যতে গিয়ে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে তাদের।

মনোবিদরা বলেন, যখন আমরা কোনও কাজ ফেলে রাখি, আমাদের মস্তিষ্ক শান্ত হয় না; বরং সে ব্যাকগ্রাউন্ডে সেই সমস্যাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। একে বলা হয় 'ইনকিউবিশন পিরিয়ড'। এই দেরির মধ্যেই জন্ম নেয় এমন কোনও চিন্তা, যা হয়তো দ্রুত কাজ শেষ করলে কখনও মাথায় আসত না। সুতরাং, আজ যদি আপনার মনের সৃজনশীল জানলাটা খুলতে দেরি হয়, তবে হতাশ হবেন না। হয়তো আগের সৃষ্টিশীল চিন্তার ওপর অপর কোনও সৃষ্টিশীল চিন্তার স্তর জন্মাতেই এই দেরি... পরবর্তীতে যা হয়ে যেতে পারে এক মাস্টারপিস।

আমাদের চারপাশের সমাজটা এক অদৃশ্য ঘড়ি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। ২৫ বছরে চাকরি, ৩০-এ বিয়ে, ৩৫-এ ফ্ল্যাট- এই ছকে না পড়লেই আপনি 'দেরি' করে ফেলেছেন। কিন্তু সাফল্যের কি কোনও এক্সপায়ারি ডেট থাকে? ভেরা ওয়াং ফ্যাশন জগতে প্রবেশ করেছিলেন ৪০ বছর বয়সে। রে ক্রক যখন ম্যাকডোনাল্ডস শুরু করেন, তখন তার বয়স ৫২। জেকে রাউলিং হ্যারি পটার লিখে যখন জগৎ জয় করলেন, তার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন একজন ব্যর্থ মা ও বেকার নারী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন প্রথাগতভাবে ছবি আঁকা শুরু করেন (১৯২৮ সালে), তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর।

জীবন যাদের শুরুতে একটু বেশি স্ট্রাগল করায়, তাদের ঝুলি শেষমেশ অভিজ্ঞতায় ভরে ওঠে। দেরি করে সাফল্য পাওয়া মানুষগুলো জানে, সাফল্যের চূড়ায় ওঠার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল সঠিক পাহাড়ে ওঠা। ভুল পথে দ্রুত হাঁটার চেয়ে সঠিক পথে ধীরে চলাই তো আসল কাজ। নিজের প্যাশন খুঁজে পেতে যদি চল্লিশ বছর সময়ও লেগেও যায়, তবে সেই খুঁজে পাওয়াটা সার্থক। কারণ আপনি অন্তত অন্য কারও ছকে নিজের জীবনটা কাটিয়ে দেননি। দেরিতে হলেও সুযোগ দিয়েছেন নিজেকে, নিজের সত্তাকে।

ভালোবাসার ক্ষেত্রেও আমরা বড্ড অস্থির বোধহয় আজকাল। 'সবাই সেটল হয়ে গেল, আমি কেন একা?' এই হাহাকার আমাদের ভুল মানুষের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে। অথচ ভেবে দেখুন, সেই বিশেষ মানুষটির সঙ্গে দেখা হতে দেরি হচ্ছে বলেই হয়তো আপনি নিজেকে আরও বেশি করে চেনার সুযোগ পাচ্ছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ভোট এল দোর খোলো

গৌতমেন্দু রায়

আমাদের ছোটবেলায় কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটা কবিতা খুব প্রচলিত ছিল। তার প্রথম চরণ দুটি ছিল 'ভোর হলো, দোর খোলো/ খুকুমণি ওঠো রে'। ভোর হলে কেন খুকুমণিকেই উঠতে হবে আর খোকাবাবু পড়ে পড়ে ঘুমোবে সেই প্রশ্ন কখনও মাথায় আসেনি। পরে, কবির অন্য কবিতাগুলো পড়তে গিয়ে আরও একটি কবিতা পাই যেখানে খোকাবাবু ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে চাইলেও মা তাকে বারণ করছেন। বোঝো ঠ্যালা! খোকার সাধ নামের সেই কবিতাটি ছিল এইরকম -

''আমি হব সকাল বেলার পাখি
সবার আগে কুসম-বাগে উঠব আমি ডাকি।
সুয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে,
'হয়নি সকাল, ঘুমো এখন'–মা বলবেন রেগে।''

যাই হোক, জন্মসূত্রে খোকা হওয়ার সুবাদে আমি নিজেও এই কবিতার সুফল পেয়েছি। সেই যে দেরি করে ওঠার সুপরামর্শ কবি খোকাবাবুদের দিয়ে গিয়েছিলেন সেটা ধেড়ে খোকা হওয়া অবধি আমি খুব নিষ্ঠা সহকারে মেনে চলেছি।

এই লেখাটির শিরোনাম আপনার শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে ওঠার আগেই অন্য একটি বিষয় আমি উত্থাপন করতে চাই। তা হল- শিরোনামের মধ্যে সদম্ভে দাঁড়িয়ে থাকা দরজা বা 'দোর' শব্দটি। দোর কথাটা শুনলে আপনার ইংরেজি ডোর শব্দটির অনুষঙ্গ মনে পড়ে না? নিশ্চয়ই মনে পড়ে। কারণ, হে পাঠক, আপনি অতি বিচক্ষণ। লেখকদের মাঈ-বাপ। আপনারা থাকলে লেখক আছেন, আপনারা না থাকলে লেখক ভ্যানিশ কুমার অথবা ভ্যানিশ কুমারী।

তো, এইবার ফিরে আসি সেই ডোরের মায়াডোরে। তারজন্যে আপনাদের কাছে একটি কিসসা শোনাতে হবে। কিসসাটি আজকের নয়। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর ল্যাজা আর ঊনবিংশ শতাব্দীর মুড়োর দিকের। সেই সময়ে লালমুখো-রা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় নীলচাষিদের পৃষ্ঠদেশে কী পরিমাণ লাঠির বাড়ি মেরে নীল করে দিতেন সে অত্যাচারের ইতিহাস আপনারা সবাই কমবেশি জানেন। তবে তাঁদের মনে একটু ভয়ও ছিল। কখন আবার চাষিরা বেঁকে বসেন আর হামলা করেন তাঁদেরই না মুখ ব্যাঁকা করে দেন। তাই, যেখানে যেখানে নীল চাষ হত তার ধারেকাছে তাঁদের যে কুঠি ছিল সেখানে তাঁরা শক্তপোক্ত দ্বার নির্মাণ করতেন। দ্বার ওয়ান, দ্বার টু অথবা দ্বার থ্রি-তে যেসব দেশি রক্ষী সেই গোরাদের পাহারা দিতেন তাঁদের একটিই নাম ছিল। সেটি হল দারোয়ান। দ্বার ওয়ানেও দারোয়ান, দ্বার টু-তেও দারোয়ান। বাংলায় রাজত্ব করেও এই গোরা সাহেবরা বাংলা ভাষার গোড়ায় পৌঁছাতে পারেননি। যাকে বলা যায় গোড়ায় গলদ। আপনি অবশ্য এই বিষয়টিকে গোরার গলদও বলতে পারেন। সেই স্বাধীনতা আপনার অবশ্যই রয়েছে। এই যে নীলকুঠির ডোর-এর কথা উল্লেখ করলাম তা নিয়ে তাঁদের বেশ ডর ছিল। যাকে ডোরের ডর বললে অত্যুক্তি হবে না। দ্বারে যে দারোয়ান রয়েছেন তাঁরা তো সাহেবদের জড়ানো ইংরেজি হুকুম তামিল করতে পারবেন না। ইংরেজিতে 'ওপেন দ্য ডোর' বললে তাঁরা হয়তো একঘটি জল এনে দেবেন। তাই তাঁরা তখন একটা বুদ্ধি বার করলেন। এঁরা জানতেন যে, এই দ্বাররক্ষীরা ইংরেজি না জানলেও হিন্দি কিছুটা বোঝেন। সেজন্য তাঁরা মূলত দুটি হিন্দি হুকুম মনে রাখার চেষ্টা করলেন। প্রথমটি হল 'দরওয়াজা খোল দে'। সেটা তাঁরা রিপ্লেস করলেন ইংরেজি দিয়ে। 'দেয়ার ওয়াজ আ কোল্ড ডে'। ভারী জিভ দিয়ে উচ্চারণ করলে তা 'দর-ওয়া-জা- খোল-দে'র মতোই শোনায়। পরের হুকুমটি তার বিপরীত। এটা বলার জন্য তাঁরা যে ইংরেজি বাক্যটি জড়িয়ে জড়িয়ে বলতেন তা হল 'দেয়ার ওয়াজ আ ব্রাউন ক্রো' অর্থাৎ কিনা 'দর-ওয়া-জা-বন-করো'। সত্যি মিথ্যে জানি না বাপু! তবে হতেও তো পারে!

-এআই

এতক্ষণ ধরে আপনাদের কাছে ভোর, ডোর বা দোরের যে সাতকাহন মেলে ধরলাম তার কারণ একটাই। এখন আপনার দুয়ারে ভোট। আর ভোট মানেই নানা দলের জোট অথবা ঘোঁট। সেই ঘোঁটের ঘ্যাঁটে আপনি নিজে পাঁচফোড়ন। অর্থাৎ প্যাঁচে পড়ে ফোড়ন হয়েছেন। আপনাকে বাদ দিয়ে ভোটের ঘণ্ট স্বাদহীন। ভোটের নির্ঘণ্টও অর্থহীন। তাই বলে ভোটের ময়দান কিন্তু অর্থহীন নয়। এই ময়দানে ময়দানবেরা অর্থের বান্ডিল নিয়ে ঘুরছে। সিম্পল ফর্মুলা, একহাতে নাও অন্য হাতের আঙুল দিয়ে ভোটের মেশিনে চাপ দাও। কোনও চাপ নেই, সেই মোহন অঙ্গুলির চাপের ছাপ কোথায় পড়েছে বাপেরও সাধ্য নেই কোনওভাবে তা ঠাহর করার।

ঘুম ভাঙলেই আপনি এখন শুনতে পাবেন আপনার বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রার্থী রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন। 'খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে'। আপনি তো তেমন বাহুবলী নন, আপনার প্রাণের ভয় আছে, সেজন্য কাঁচা ঘুম বিসর্জন দিয়ে কান এঁটো করা হাসি হেসে আপনাকে দরজা খুলে বাহু বাড়াতেই হবে। আগে সে এক জমানা ছিল যখন আপনি ভোট দিতেন প্রার্থীর রাজনৈতিক দর্শন, তাঁর সেবামূলক মনোভাব, তাঁর ব্যবহার, শিষ্টতা, আচার-আচরণ, সৌজন্যবোধ, শরীরী ভাষা এইসব দেখে। এখন সময় বদলে গিয়েছে। এখন আর আপনি প্রার্থীর উপরিউক্ত রং-ঢং দেখে কিছু বিচার করেন না। আপনার আমার ইদানীন্তন একটাই বিচার্য বিষয়। সেটা হল রং। প্রার্থী মনুষ্য অথবা 'মনুষ্যেতর' যা-ই হোন না কেন তাঁর পরিচয় হল শুধু রং। কেউ লাল, কেউ নীল, কেউ সবুজ, কেউ গেরুয়া-

রসরঙ্গ

ঘুম ভাঙলেই আপনি এখন শুনতে পাবেন আপনার বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রার্থী রবীন্দ্রসংগীত গাইছেন। 'খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।' আপনি তো তেমন বাহুবলী নন, প্রাণের ভয় আছে, কাঁচা ঘুম বিসর্জন দিয়ে কান এঁটো করা হাসি হেসে আপনাকে দরজা খুলে বাহু বাড়াতেই হবে।

এইরকম আর কী। কত রঙে যে তিনি নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছেন সেই রংবাজির হিসেব রাখব সেরকম সামর্থ্য আমাদের কোথায়! যিনি সকালে ছিলেন লাল, দুপুরে হয়েছেন নীল, বিকেলে আবার তাঁরই রং গেরুয়া অথবা হলুদ। রং বদলানোর জন্য এঁদের হলুদ কার্ড দেখাবেন এমন রেফারি এখন ফেরারি। এঁরা এক একজন হলেন রঙের রামধনু। বেনীআসহকলা। রং বদলানোর কলাকৌশলের দিক থেকে এঁরা সবাই নিপুণ কলাকার। যদিও আপনার দরজায় বাইরে যিনি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ভোটভিক্ষা করছেন তাঁর বহিরঙ্গের আবরণ সাদা, মানে সাদা পাঞ্জাবি আর পাজামা। এঁদের ওয়ার্ডরোবে আর অন্য কোনও রঙের পোশাকই নেই। অন্তরঙ্গ বা বহিরঙ্গের রং যা হোক না কেন। রবীন্দ্রসংগীতের ওই দু'কলি শেষ করেই উনি জাম্প দিয়ে দাদাঠাকুরের আশ্রয় নেবেন এটা নিশ্চিত। এইবার তিনি মনে মনে গাইবেন 'আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারী সাজিনু/ফিরিনু গো দ্বারে দ্বারে'।

ভোট এলে দাদাঠাকুর সত্যিই খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েন। ১৪৫ বছর আগে জন্মেছিলেন এই প্রাতঃস্মরণীয় রসরাজ কিন্তু আজও তিনি রসিক বাঙালির হৃদয়ের অন্তঃপুরে বসে আছেন পূর্ণ মর্যাদায়। দাদাঠাকুর বলতে আমি যে শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের কথা মনে করাতে চাইছি সে নিশ্চয়ই আপনার মতো বিচক্ষণ পাঠককে খোলসা করে বলে দিতে হবে না। 'দাদাঠাকুর' নামাঙ্কিত একটি সিনেমার সুবাদে তাঁর লেখা একটি গান তদানীন্তন সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি হল 'ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়।/ মাছ কাটলে দুধ দিব, গাই বিয়োলে দুধ দিব। দুধ খাওয়ার বাটি দিব...'। এখন অবশ্য রসরাজ দাদাঠাকুর বেঁচে থাকলে গানের কথাগুলোর একটু হেরফের করতেন। হয়তো তিনি লিখতেন, 'নোট নিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...' নোট যোগ করার পরেও অবশ্য মুড়ো সমেত মাছটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে না। টিভিতে দেখেছি, একজন প্রার্থী গোটা একটা মাছ হাতে ঝুলিয়ে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার করছেন। রোদে ঝলসে সকালবেলার তাজা ভেটকি বিকেল গড়ালে খাজা শুঁটকি হয়ে যাচ্ছে। সে যাই হোক। মাছ বলে কথা। এই মাছ তাঁকে 'ভেড়ি মাছ' অথবা ভেরি মাচ টিআরপি তো দিচ্ছে রে বাবা। টিভির দৌলতে একজন প্রার্থীকে আবার দেখলাম ভোটারের দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছেন। ভোটারটি হয়তো দাড়ি রাখতেই চান কিন্তু প্রার্থী নাছোড়বান্দা। ক্যামেরার সামনে তিনি ভোটারের দাড়ি কামিয়ে তবেই ছাড়বেন।

আটান্ন বছর আগে মারা গিয়ে একরকম বেঁচে গিয়েছেন দাদাঠাকুর। ঘন ঝোপের মতো গোঁফ ছিল তাঁর। ইংরেজিতে যার নাম ওয়ালরাশ মুশটাশ। রসরাজ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ওই ভোটকেন্দ্রের ভোটার হলে নরসুন্দর প্রার্থী হয়তো তাঁর ওই নধর গোঁফজোড়া কামিয়ে তবেই ছাড়তেন।

বাঙালির বারোটা

তেরোর পাতার পর

এটাও আসলে বাঙালির এক ধরনের বৌদ্ধিক আঁতলামি। আসলেই, সারাদিন বাঙালি যেভাবে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে—বাঙালির কিছু হবে না, বাঙালি কাঁকড়ার জাত, ইত্যাদি, ইত্যাদি— সেরকমভাবে নিজের জাতিসত্তার অবমূল্যায়ন সারা ভারতের অন্য কোনও জাতি করে বলে জানা নেই। খুব গভীরভাবে দেখলে, বাঙালি অস্মিতা একটা রাজনৈতিক প্রয়োজনের শব্দ এখন। অবশ্যই একটা সময় প্রকৃত অস্মিতা বাঙালির ছিল। বাঙালি তখন নোবেল পেত, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজে বক্তৃতা করতে যেত। সেই বাঙালির যাপন ছিল বিলম্বিত লয়ের, সে শিলাইদহের কাছারি বাড়িতে হোক বা মংপুর বাংলো, কিন্তু তাঁর বৌদ্ধিক অনুশীলন ছিল বিশ্বকে দিশা দেখানোর। সেই বৌদ্ধিক আভিজাত্যের মানুষগুলোকে আমরা হারিয়েছি, বিনিময়ে পেয়েছি সেইসব বাঙালি জাতিসত্তার নেতৃত্বদের যাঁরা আমাদের সামনে মডেল হিসেবে দাঁড় করান উত্তরপ্রদেশ বা অসমের কর্মতৎপরতাকে। আমরা এখন ঈর্ষা করি গুজরাটি ব্যবসায়ীদের, না, দক্ষিণ ভারতীয়দের বৌদ্ধিক অনুশীলনকে নয়। কিন্তু একসময় বাংলার সমগোত্রীয় বৌদ্ধিক চর্চা ছিল দক্ষিণেই। বছর কুড়ি আগে আমরা কয়েকজন বাঙালি অধ্যাপক ভিনরাজ্যে একটা অ্যাকাডেমিক কোর্সে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন গোটা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। সেখানে একজন অধ্যাপক ছিলেন, যিনি হরিয়ানা থেকে এসেছিলেন। তিনি পড়াতেন একটা আইন কলেজে। খুব সুপ্রতিভ ছিলেন তিনি। কীভাবে যেন হঠাৎ করেই আমরা তাঁকে ডাকতে শুরু করেছিলাম 'উকিল সাব' বলে। তিনি যতই বলতেন— আরে ভাই, আমি উকিল নই, ল' কলেজে পড়াই মাত্র— কিন্তু কে শোনে কার কথা! ল'য়ের লোক মানেই উকিল! ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার উপর সেই অধ্যাপকের গভীর আস্থা ছিল, এবং তা নিয়েই একজন রিসোর্সপার্সনের সঙ্গে একদিন তাঁর লম্বা একটা তার্কিক আলোচনা চলে। না, তখনও সব অনুষ্ঠানের প্রতিটি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু আমাদের এক বন্ধু ফিল্ম ক্যামেরায় সেই মুহূর্তটি বন্দি করেছিলেন। সেই হরিয়ানি অধ্যাপক অনেক দিন সেই ছবিটি আমাদের বাঙালি অধ্যাপক বন্ধুর কাছে চেয়েছিলেন। না, ছবিটি তিনি পাননি। হ্যাঁ, ১০ বছর পর ছবিটি তাঁকে পাঠিয়েছিল আমার সেই বন্ধু, আর নোট লিখে দিয়েছিল— তোমার সেদিনের ছবিটা পাঠাতে আমার একটু দেরি হয়ে গেল, তবে তোমার জন্য খুব বেশি দেরি নয় হয়তো, কারণ তুমি তো বিচার বিভাগের মানুষ!

সম্প্রতি একটা 'দেরি'র ঘটনা সইতে হয়েছে আমাকে। কলেজ যাচ্ছিলাম। ঘুঘুমারিতে পথ অবরোধে আটকে পড়লাম। ঘড়িতে দেখলাম, প্রথম ক্লাস নেওয়ার জন্য মিনিট ৪০ হাতে আছে তখনও। এই রাস্তায় পঁচিশ বছর নিত্যযাত্রী হিসেবে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা থেকে ভাবলাম, পুলিশের মধ্যস্থতায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অবরোধগুলো উঠে যায় সাধারণত, আর তাই একটু দেরি হলেও ক্লাসটা ধরতে পারব ঠিক। ছাত্রদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে মেসেজ করে দিলাম— একটু দেরি হবে আমার পৌঁছাতে, তোরা অপেক্ষা করিস। কিন্তু সেই একটু দেরিটা শেষ অবধি দাঁড়াল প্রায় ঘণ্টাতিনেক। একের পর এক গ্রুপে মেসেজ করতে হল আমাকে— তোরা ফিরে যা, আজ আমি ক্লাসটা নিতে পারছি না। কিন্তু তিন ঘণ্টা দেরি হলেও, কলেজ না গিয়েও আমার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না, কারণ পেছনে গাড়ি ঘোরানোর কোনও পথও ছিল না। পথ অবরোধ করেছিলেন এসআইআর-এর সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে যেসব বৈধ ভোটারের নাম ডিলিটেড, তাঁরা। তাঁদের মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছিল। কোনও রাজনৈতিক দলের পতাকা অবরোধকারীদের হাতে ছিল না, পতপত করে উড়ছিল জাতীয় পতাকা। এর মধ্যে খবর পেলাম, তোর্ষা সেতুর ওপরে নাকি এলাকার বিজেপি আর তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীর মুখোমুখি একপ্রস্থ বচসা হয়ে গেল এই অবরোধ নিয়ে। গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে নিশ্চুপ বসে আছি। তিন ঘণ্টা পর আমি যখন কলেজের দিকে এগোচ্ছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল, আমাদের জুতোয় পেরেক ছিল বলে পথে বড় কষ্ট, আর তাই কবির যেমন দেরি হয়েছিল, আমাদেরও অনেক পেরেকের হিসেবনিকেশ করতে করতে ক্রমাগত দেরি হয়ে যায়, সে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিতে হোক বা এসআইআর শুরু করতে, সময়টা ব্রিটিশ রাজ হোক বা ৭৫ পেরোনো অভিজ্ঞ ভারতীয় গণতন্ত্র। জল থেকে তুলতে দেরি না হলে রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো আজ তাঁর পডকাস্টের নতুন কোনও পর্বে সময়মতোই শামিল হতেন।

অপেক্ষাই তো প্রেমের প্রাণ

তেরোর পাতার পর

রঁদ্যার বন্ধুরা ২৭ হাজার ৫০০ ফ্রাঁ চাঁদা তুলে ফেরত দিতে উদ্যোগী হয়েছিল এই 'দেরি' -কে মহিমান্বিত করতে। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি মোনালিসা আঁকা শুরু তো করলেন ১৫০২-তে। ১৫০৫-এর বসন্ততে ভিঞ্চির স্টুডিওর ফুলের কেয়ারির পাশে সিটিং দিচ্ছেন মোনালিসা সালাইনোর বেহালা আর আটলান্টোর বাঁশি শুনতে শুনতে। আর এই দেরিতে বেড়ে যাচ্ছে তার ধনকুবের স্বামী গাইকোণ্ডোর পায়চারি এবং সোনার পাইপে ঘন ঘন তামুক সেবন। 'পথের পাঁচালি'র শুটিংয়ে লাল ফিতের গেরোতে 'দেরি' হওয়াতে সত্যজিতের সৃজনী উদ্ভাবনী ক্ষমতা পরীক্ষিত হয়ে ডালপালা মেলেছে। বর্ধমানের পালসিট গ্রামে প্রথম দৃশ্য গ্রহণের মাত্র সাতদিন পরে গিয়ে দেখা গিয়েছে কাশফুলশূন্য ধু-ধু মাঠ। গোরু নাকি সব সাবাড় করে দিয়েছে। বাকি অংশের চিত্রগ্রহণের জন্য পরের শরৎ পর্যন্ত দেরি। প্রথম চিনিবাস ময়রার কটা শট নিয়ে শুটিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তী শুটিংয়ের আগেই তাঁর মৃত্যু এবং দ্বিতীয় নাদুসনুদুস চিনিবাস ময়রার খোঁজ। ভুলু কুকুরকে নিয়েও এক কাণ্ড আর সেটাও শুটিংয়ের দেরির ফল। আর তিন মাস আগে ব্যান্ড বক্সে ধুতে দেওয়া স্যুট যথাসময়ে না নেওয়া অর্থাৎ দেরি করা এবং সেই স্যুট দেরি করে নিতে গিয়ে কর্মচারীদের ধর্মঘটের জন্য না নিতে পারা অর্থাৎ সেই 'দেরি'কে উপজীব্য করেই মৃণাল সেনের 'ইন্টারভিউ' চলচ্চিত্র!

পাগলা দাশুর নাটকে বকলস আটকে যাওয়ায় তলোয়ার বের করতে দেরি হয়েছিল বলেই না অমন মুচমুচে আখ্যান পেলাম সুকুমার রায়ের কাছ থেকে।

পাগলা দাশুর নাটকে বকলস আটকে যাওয়ায় তলোয়ার বের করতে দেরি হয়েছিল বলেই না অমন মুচমুচে আখ্যান পেলাম সুকুমার রায়ের কাছ থেকে। 'দেরি'তে দুঃখ ও আনন্দের এক যুগপৎ দ্বন্দ্ব আছে। পুজোর সময় আমার ছোট বোন বড় সাধ করে বানাতে দিয়েছিল ববিপ্রিন্টের ঘটিহাতা ফ্রক। ডেলিভারিতে দেরি! দেরি বলে দেরি! বোধন হয়ে ষষ্ঠী সপ্তমী পেরিয়ে রাত জাগা দরজি কাকুর চোখ যেমন লাল ফ্রক না পাওয়ায় কেঁদে কেটে একশা বোনের চোখও তেমনি লাল। শেষপর্যন্ত অষ্টমীর দিন অঞ্জলি দিয়ে আসার সময় মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সেই ফ্রক নিয়ে আসতেই নতুন ফ্রকের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দিয়ে বোনের সেই হাসি মুখটা আজও ভুলিনি বা ক্লাস এইটে একদিন স্কুল যেতে দেরি হওয়ায় গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই না সারাটা দিন পুরানো স্টেশনে চক্কর দিয়ে ভানুমতির খেল থেকে ঝান্ডি মুন্ডি জুয়া দেখার অচেনার আনন্দ টইটুম্বুর ভরে নিয়েছিলাম জীবনপাত্রে। বাবা সন্ধেতে অঙ্ক করতে বসিয়ে ক্লাবে গিয়ে 'দেরি' করে ফিরত বলেই না খুনখারাবির হুংকারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সুখনিদ্রায় সমর্পণ করতে পারতাম কিশোর বয়সের দিনগুলিতে। বন্ধু পলাশের বৃদ্ধা বিধবা মার অনুযোগ ছিল, বাছা আমার বিয়ে করতে দেরি করছে। কিন্তু আমরা সবাই জানতাম পলাশ এবাড়ি ওবাড়ি রোজই প্রায় পাত্রী দেখে বেড়াত। একটাও পছন্দ হচ্ছে না? পলাশকে পাকড়াও করাতে বলেছিল, আরে এই দেরি তো আমার অফিস ফেরত বিকালের টিফিনের পয়সা বাঁচানোর একটা প্রোজেক্ট। পাড়ার এক অনূঢ়া পিসির কাছে শুনেছিলাম, নকশালবাড়ি আন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ দ্রোণাচার্য ঘোষ বা তিমিরবরণ সিংহের মতোই এক উজ্জ্বল তরুণের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রেম। যার একহাতে রেডবুক আর একহাতে হৃৎপিণ্ড। শহিদ হল সে। পিসি বলেছিল, দিনক্ষণ ঠিক করে রাখা বিপ্লবের জন্য তার আর দেরি সয়নি। বিপ্লব শেষে ঘরে ফিরে বিয়ে করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। বিপ্লবীকে বিয়ে করতে দেরিটা সয়ে নিয়েছিল পিসি আমার। এদিকে, আমি তো কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লব হতে দেরি হওয়ার মতো আমার প্রেমিকাকে চুম্বন দিতে 'দেরি' হওয়ায় ওর বিয়েতে কবজি ডুবিয়ে মাংস সাঁটাতে পেরেছিলাম। আসলে পবিত্র 'দেরি' হচ্ছে প্রেমের জঙ্গমতা। মোবাইলের মবিলিটি প্রেমেরই ধ্রুবসত্যের রিজিডিটিকে ভেঙে চুরমার করে দিল। তারিয়ে তারিয়ে প্রেম করতে গেলে 'দেরি' করা তার প্রাথমিক প্রভাবক! পূর্ণেন্দু পত্রীর 'কথোপকথনে' শুভঙ্কর তো 'দেরি'কেই কুর্নিশ করেছে! 'তোমার চিঠি আজ বিকেলে চারটে নাগাতে পেলাম /দেরি হল জবাব দিলে সপ্তকোটি সেলাম।' শুভঙ্কর অনর্গল, 'আসছো তো সেই রেস্টুরেন্টে সিতাংশু যার মালিক / সোনালি ধান খুটবে বলে ছটফটাচ্ছে শালিক।' রেস্টুরেন্টে সেদিন কে দেরি করে এসেছিল? শুভঙ্কর না নন্দিনী? দেরি না হলে সোনালি ধান খোঁটা হবে না যে! অপেক্ষাই তো প্রেমের আসল শ্বাসপ্রশ্বাস।

৬৭ বছর বয়সে

তেরোর পাতার পর

কখনো-কখনো সঠিক মানুষটি ভুল সময়ে আসে, আবার ভুল মানুষটি আসে একেবারে সঠিক সময়ে। কিন্তু জীবন যখন আপনাকে একা রাখে, তখন সে আপনাকে তৈরি করে। যাতে যখন আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ মানুষটির সঙ্গে আপনার দেখা হবে, তখন আপনি তাকে দেওয়ার মতো একটা পরিণত মন নিয়ে দাঁড়াতে পারেন। মূল্য দেন তার সব ছোট ছোট চেষ্টার। তখন আপনি নিজের অজান্তেই জগজিৎ সিং-এর সেই গানের লাইনগুলো গুনগুন করতে করতে অফিস থেকে বাড়ি ফিরবেন- 'দের লগি আনে মে তুমকো, শুক্র হ্যা ফিরভি আয়ে তো...' জীবনের রিক্ত বাগানে দেরিতে আসা বসন্তের ফুলগুলো বুঝি সহজে ঝরে যায় না, সৌরভে ভুলিয়ে দেয় দীর্ঘ দহনযন্ত্রণা।

অনেকের জীবনেই আবার এমন কিছু দেরির গল্প আছে যা শুনলে গায়ে কাঁটা দেয় আজ। সেই অভিশপ্ত দিনগুলোতে গন্তব্যে যাওয়ার পথে তাঁরা দেরি করে ফেলেছিলেন। কারণ হতে পারে, হয়তো কারও জুতোর ফিতে ছিঁড়ে গিয়েছিল, জল শেষ হয়ে গেছিল শৌচাগারে, অথবা ইস্ত্রি করা ছিল না পছন্দ করে রাখা কুর্তিটা। কেউ

শৈশবের সেই দিনগুলোর কথা ভাবুন তো, যখন লোডশেডিং হলে আমরা বিরক্ত হতাম না, বরং মোমবাতির আলোয় ছায়ার খেলা খেলতাম। জীবন তখন ধীর ছিল, আর সেই ধীরতাতেই ছিল আনন্দ।

হয়তো ফ্লাইট মিস করেছিলেন জ্যামের কারণেই। আর তাই বিমান দুর্ঘটনা বা হাড়হিম করা নানা ঘটনাগুলিকে এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। আমরা যখন দেরি হওয়ার জন্য ট্রাফিক পুলিশকে গালাগাল দিই বা কপাল চাপড়াই, আমরা জানি না মহাজাগতিক কোনও শক্তি হয়তো আমাদের বড় কোনও বিপদ থেকে আড়াল করতে চাইছে। কে বলতে পারে? জীবন মাঝে মাঝে আমাদের থামিয়ে দেয়, কারণ সামনে হয়তো কোনও গভীর খাদ আছে তা হাঁ মুখ নিয়ে। যাতে একমুহূর্তের ব্যবধানে শেষ হয়ে যেতে পারে এ নশ্বর জীবনের যাবতীয় মায়াখেলা। এই 'দেরি' আসলে হয়তো তখন বিধাতার এক গোপন আশীর্বাদ।

শৈশবের সেই দিনগুলোর কথা ভাবুন তো, যখন লোডশেডিং হলে আমরা বিরক্ত হতাম না, বরং মোমবাতির আলোয় ছায়ার খেলা খেলতাম। জীবন তখন ধীর ছিল, আর সেই ধীরতাতেই ছিল আনন্দ। আজ আমরা ফাইভজি গতির যুগে এসে সেই মানসিক প্রশান্তি হারিয়ে ফেলেছি।

দেরি হওয়াকে শাপ হিসেবে না দেখে, একে একখণ্ড অবসর হিসেবে দেখা উচিত। বাস আসতে দেরি হচ্ছে? পাশের মানুষটার সঙ্গে কথা বলা যেতে পারে। ইন্টারভিউতে সুযোগ মেলেনি? হয়তো আপনার জন্য আরও বড় কোনও মঞ্চ অপেক্ষা করছে।

জীবনটা কোনও প্রতিযোগিতার ট্র্যাক নয় যে ফিনিশ লাইনে প্রথম পৌঁছালেই ট্রফি মিলবে। এখানে প্রতিটি মোড়, প্রতিটি দেরি আর প্রতিটি থমকে যাওয়া আসলে এক একটি নতুন গল্প। তাই পরের বার যখন কাজে দেরি হবে বা জীবনে পিছিয়ে পড়েছি বলে মনে হবে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাসাটাই দারুণ কাজে দেবে। মনে রাখতে হবে, নদীর স্রোতও কিন্তু পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আটকে যায় বলেই এত সুন্দর জলপ্রপাতের জন্ম দেয়। দেরি হোক, ক্ষতি নেই- যাত্রাটা যেন মনের মতো সুন্দর হয়। তবেই জীবন সার্থক।

খোকা মিত্তির

সেবন্তী ঘোষ

-এআই

ছোটগল্প

হেভিওয়েট নেতা, ফলে বাবা কিছু বলতেও পারছে না। এ বাড়ির কুকুরের নামকীর্তন শুনেই এসেছিল মনে হয়। প্রথমটা ঠিক ছিল, কিন্তু পাকামো মেরে 'খোকা খোকা' করে ডাক দিল। খোকা আসে না। এবারে বাবা হঠাৎ করে ডেকে বলেছে, 'খোকা মিত্তির' বলে ডাকুন। মা প্রায় লাফিয়ে মুখ চাপতে যায় কিন্তু ওর মধ্যেই মানুষ খোকা মিত্তির, কুকুর খোকা মিত্তিরকে দাঁড়িয়ে উঠে নাটকীয় ভঙ্গিতে ডাকতে শুরু করল। দলের লোক তটস্থ।

ওই যে বেডের মধ্যে দেখছিস কমলা, বেগুনি, হলুদ, সাদা, মভ রঙা সন্ধ্যামালতী, ওরা একই জাতির ভিন্ন রঙের ফুল। ওদের নাম রেখেছি মিরো। গাঁদা, ডালিয়াগুলো কান্দিনস্কির 'কালার্স স্টাডি' ছবি থেকে উঠে এসেছে মনে হচ্ছিল। তাই ওদের নাম শিল্পীর নামে ভাসিলি। সূর্যমুখীর নাম যে ভ্যান গঘ হবে সেটা তো বুঝতেই পারছিস? আর পুরো বাগানটার ওই নীল, বেগুনি ফুলে ভরে থাকা, ক্লদ মোনের ছবির কথা মনে পড়িয়ে দেয়, তাই নাম রাখলাম মোনে। গোরুর জাবনা খাওয়ার চাড়ি কিনে ছোট পদ্ম বসিয়েছি, নাম রামচন্দ্রন। ওহো, তোরা তো আবার বিদেশি নাম না বললে, ছবি চিনতে পারিস না। একবার গিয়ে রামচন্দ্রনের অসাধারণ ছবিগুলো দেখে নিস। দিয়া একটানা কথাগুলো বলে থামল।

শ্রমণ এই এত বড় হাঁ করার বদলে বলল, অন্য কেউ এই নামকরণে চমকে যেতে পারে কিন্তু আমি এতদিনে তোদের গুষ্টিসুদ্ধ চিনি। তোর বাবা নিজের পার্টির এক নেতার নামে তোদের নেড়ি কুকুরের নাম রেখেছিল।

দিয়া প্রতিবাদ করে বলে, ওই কুকুরটা মোট ছ'জনকে কামড়েছিল। আর ওই লোকটার নামে তোলাবাজির মামলা ছিল। পার্টির মধ্যে গণতন্ত্র নেই বলে তখন ওটাই বাবার অস্ত্র হয়ে গেল।

শ্রমণ বলে, সুবিধাও হয়েছিল। খোকা, মিঠু, বুড়ো এমন নাম হলে ছেলেমেয়ে যে কাউকে মনে করা যেতে পারে। ওই নামে ডাকলে যে কেউ সাড়া দেবে ফলে ওই খোকা মিত্তির কিছু বলতেও পারেনি, তাই না? বাঙালির তো ঘরে ঘরে বুড়ো ধাড়িরাও খোকা!

দিয়া এবার একটু বিমর্ষভাবে হাসে। বলে, মুশকিল হয়েছিল রে। শুধু খোকা নাম দিলে ঠিক ছিল, কিন্তু কুকুরটার নাম ছিল খোকা মিত্তির। মানে সরাসরি পদবিসুদ্ধ নাম দিয়েছে বাবা। সেই কুকুর খোকা, মানুষ খোকাকেই ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিল।

এইবারে শ্রমণ হাঁ হয়ে গেল। বলে, ওরে বাবারে! এ তো একেবারে ওটিটি সিরিজ?

দিয়া ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। বলে, খোকা কাকু ভোট প্রচারে তখন বাড়িতে একটা দলবল নিয়ে আড্ডা মারতে এসেছে। হেভিওয়েট নেতা, ফলে বাবা কিছু বলতেও পারছে না। এ বাড়ির কুকুরের নামকীর্তন শুনেই এসেছিল মনে হয়। প্রথমটা ঠিক ছিল, কিন্তু পাকামো মেরে 'খোকা খোকা' করে ডাক দিল। খোকা আসে না। এবারে বাবা হঠাৎ করে ডেকে বলেছে, 'খোকা মিত্তির' বলে ডাকুন। মা প্রায় লাফিয়ে মুখ চাপতে যায় কিন্তু ওর মধ্যেই মানুষ খোকা মিত্তির, কুকুর খোকা মিত্তিরকে দাঁড়িয়ে উঠে নাটকীয় ভঙ্গিতে ডাকতে শুরু করল। দলের লোক তটস্থ। বাইরের লোক বিশেষ করে একেবারে অচেনা লোকের কমান্ড পোষা কুকুর পছন্দ করে না। তায় খোকা কাকু হাতে একটা বিস্কুট নিয়ে ওপরে নীচে দোলাচ্ছে। ধারণা নেই, নেড়ি কুকুরও মানমর্যাদা পেলে মানুষের চেয়ে নির্ভীক। কুকুর খোকা মিত্তির এবারে সোজা এসে চার্জ করল মানুষ খোকাকে। খোকা কাকু শক্ত কাপড়ের প্যান্ট পরে ছিল। কুকুরে মানুষে মোটা প্যান্ট ধরে সে এক অদ্ভুতুড়ে টানাটানি! একটা সময় দুজনেই গোল হয়ে ঘুরছে। মা আর বাবা, 'এই যে খোকাদা, এই যে খোকা মিত্তির, এই যে খোকা, ওই যে মিত্তির'- এইসব করে যাচ্ছে। টেনশনে গুলিয়ে যাচ্ছে কাকে কোন নামে, কেমন সম্বোধনে ডাকবে। বহুকষ্টে কচি কুকুর খোকা, ধেড়ে মানুষ খোকাকে ছেড়ে দিল। মানুষ খোকা হালকা মতো কামড় তো খেলই, সঙ্গে সঙ্গে কোর্টে ওর এক চ্যালা বাবার নামে কেস ঠুকল। সম্মানহানি, ভাবমূর্তির অবমাননা! বাবা গজরাচ্ছে, লম্পট, মাতাল! নর্দমার ধারে পড়ে থাকত, পাব থেকে বাউন্সার মেরে বের করে দিয়েছে, তার আবার সম্মান!

প্রথমে খানিকটা গম্ভীর হয়েছিল, কিন্তু এবারে শুনতে শুনতে হাসছিল শ্রমণ। বলল, কতদিন চলল কেস? তারপর কাকুকে সাল্টানো হল কীভাবে?

দিয়া বলে, তারপরে বাধ্য হয়ে বাবা জবাফুল পার্টিতে ঢুকল, উপায় কি? মা অনেক বুঝিয়েছিল আপস করে নিতে। শুনবেই না। ওদিকে বাবার এলাকায় যে রকম নামডাক, একবার যদি ইলেকশনে দাঁড়িয়ে পড়ে, তাহলে লম্পট খোকার বিপদ। তাই সে প্রস্তাব দিল কেসটা তুলে নেওয়ার। কুকুর একটু আঁচড়েছে মাত্র। কামড় তো নয় পুরোপুরি। তবে ওর তরফে একটা শর্ত আছে। কুকুরের নাম রাখতে হবে জুবের শিকদারের নামে। বাবা প্রস্তাব শোনা মাত্র রেগে আবার আগুন! আরেক বিরোধীদলের নেতা হলে কী হবে, বাবার জুবের আঙ্কল ছোটবেলার বন্ধু। যথেষ্ট ভদ্রলোক।

এ তো ক্যাডাভারাস ঘটনা! একেবারে ছেতরে গেছে। বলে শ্রমণ।

দিয়া ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। বলে, এবারে মা মাঠে নামল। মা-দের মহিলা সমিতিতে সব পার্টির বাড়ির মেয়েরা ছিল। সমাজসেবার কাজ তো। সেখানেই মানুষ খোকা মিত্তিরের বোন মিনতি সমাদ্দার যুক্ত। বড়ি, আচারের ব্যবসা। বাড়িতে রট হুইলার। মা মিনতি সমাদ্দারকে ধরে পড়ল। 'আপনি তো বোঝেন, একটু দাদাকে বোঝান। জুবেরের সঙ্গে এক ওয়ার্ডে থাকি। অমন নামে কুকুরকে ডাকলে এলাকায় দাঙ্গা বেধে যাবে। আর সবচেয়ে বড় মুশকিল যে আপনিও জানেন, আপনার ট্যামিকে কাল থেকে সরিৎশেখর বললে সে কি আর সাড়া দেবে বলুন? দিদি, কুকুরের তো অ্যাফিডেভিট করে বেশি বয়সে নাম পরিবর্তন করে ভিন্ন পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। এই এতদিনের অভ্যেস, ওকে খোকা মিত্তির বলে না ডাকলে..'

এতক্ষণ মিনতি সমাদ্দার মন দিয়ে শুনছিল কিন্তু যেই খোকা মিত্তির নামটা চলে এল অমনি কটকট করে তাকিয়ে বলল, 'দাদার নামটা যখন কুকুরের নামে দিলে তখন মনে ছিল না?'

মা এটার সম্ভাব্য উত্তর বাড়ি থেকে তৈরি করে এনেছিল। বলল, 'আপনিও যদি বারবার কুকুর কুকুর বলেন, কেমন লাগে না, শুনতে? আপনার ট্যামি তো আপনার ছেলে। ওর শীতের সোয়েটারটা যেখান থেকে বুনে আনলেন আমারটাও সেখান থেকেই আনা। তারপরে ওই বিধান মার্কেটের ভিতরে ডগ পাবে জন্মদিন পালন হল। আমরাও সেখানেই। ফলে নিজের ছেলের নাম দেওয়াটা কিন্তু খুব একটা অপরাধ নয়। তাকে শুধুমাত্র কুকুর বলে দাগিয়ে দেওয়া কেমন যেন লাগছে দিদি।'

মিনতি সমাদ্দার এবারে আর কথা বলতে পারল না। তার চরম দুর্বল জায়গায় ঘা দিয়েছে মা। কিন্তু তা-ও ভাঙে তো মচকাবে না। বলল, 'এত বড় অপরাধ করেও তুমি আবার কথা বলতে এসেছ! অন্তত একবার চেষ্টা করো, দেখো যদি নতুন নামটায় অভ্যস্ত হতে পারে।'

মা ঘাড় নেড়ে বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন খোকা মিত্তিরকে 'জুবের জুবের' বলে ডেকেছিল। তাতে কান খাড়াও করেছিল। কিন্তু তারপরে আশপাশে ওই নামে সাড়া দিতে পারে এমন অন্য কাউকে দেখতে না পেয়ে ভোম্বল হয়ে রইল। নাকের উপর ভনভন করা দুটো মাছিকে খানিক তাক করে হাউ হাউ করে ডেকে থাবায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

মা হাল ছেড়ে দিয়ে মিনতি মাসিকে বলল, 'খোকা মিত্তির কিছুতেই জুবের শিকদার হতে চাইছে না। বরঞ্চ বাড়ির বাইরের নেমপ্লেটে মার্বেল ব্লকে জুবের নামটা অ্যাড করে দেব।'

এবারে শ্রমণ একেবারে হাঁ! বলে, মরেছে! এত ওটিটি থেকে মার্কেজে চলে গেল!

দিয়া বলে, আরে মাঝখানে কথা বলিস না। পুরোটা মন দিয়ে শোন। এবারে মানুষ খোকা তাতে আপত্তি জানাল, কারণ পাবলিকের ভুল বোঝার বিষয় হয়ে যাবে। লোকে ভাববে জবাফুল দলের প্রমোদ ঘোষালের সঙ্গে বাল্যবন্ধু, সিংহ দলের জুবের শিকদারের এমন প্যাক্ট হয়েছে যে বাড়ির ফলক অবধি বদল হয়ে গেছে! অন্যদিকে আমার বাবা আপত্তি জানাল, কারণ ওই কুকুর খোকা মিত্তির জুবের হয়ে গেলে বাড়ির সদস্য হিসেবে তার একটা ধর্ম সংক্রান্ত অস্তিত্ব সংকট তৈরি হবে। এটাতে আর কেউ না হোক, আমার ঠাকুমার পুজোর ঘরে আর প্রবেশ অধিকার থাকবে না। কারণ কুকুর খোকা মিত্তির ঠাকুমার পুজোর সন্দেশ আর কাটা ফল রোজ খেয়ে থাকে। এবারে তার নাম বদলে গেলে সে ঠাকুরের সন্দেশ নাও পেতে পারে। নব্বই বছরের ঠাকুমাকে এসব বোঝানো কঠিন।

শ্রমণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। বলে, এত বড় একজন ব্যক্তির অমন মমান্তিক পরিণতিতে আমি সত্যিই মর্মাহত।

দিয়া ছলছল চোখে বলে, সত্যিই রে একেবারে আমার নিজের ভাই হয়ে উঠেছিল। এত কিউট, এত রেসপন্সিবল, এত প্রোটেকটিভ, ভাবতে পারবি না। তবে তুই যে আমাকে সহানুভূতি জানাতে এসে এতটা বাংলা মুখস্থ বলতে পারলি, এটাতেই আমি অবাক।

শ্রমণ লাজুক হেসে বলে, ওটা মা ফোনে টাইপ করে দিয়েছিল। লোকে কত ইংরেজি নাম রাখে। তোদের 'খোকা' নামটায় আমার মা খুব খুশি হয়েছে তো। তবে এই দুর্ঘটনায় অল্প বয়সে চলে যাওয়া খুবই দুঃখের।

দিয়া ফোঁস করে ওঠে। দুর্ঘটনা মানে? ওকে মানুষ খোকা মিত্তিরের গাড়ি চাপা দিয়ে মেরেছে। বাবা কেস করতে গেছিল। নেয়নি। ভাবতে পারিস বলছে, দুধের গাড়ি মেরেছে? আরে, কে না জানে ওই গাড়ির আসল মালিক খোকার ডান হাত চন্দন মাল।

এবারে হাই হাই করে ওঠে শ্রমণ। বলে, থাম দিয়া। গল্পে আর গল্প জড়াস না। এবারে আবার চন্দন মালের মালকড়ির মালামাল শুরু হবে। নমস্কার তোকে। আর গাছপালার বৃত্তান্ত দিতে হবে না। এই কাকুরই তো মেয়ে তুই। আবার ওই মিরো, কান্দিনস্কি, হুসেন, মাতিসের মধ্যে গোলমাল লাগিয়ে দিবি!

দিয়া গাছপালা ফুলে ভরা বাগানের মাঝে কাঠের টুলে বসে পা দোলায়। তার সাড়ে তিন বছরের ভার্চুয়াল বন্ধু শ্রমণ প্রথম তাদের বাড়িতে এসেছে। ভার্চুয়াল ব্যাপারটা এখন এমন, বাড়ির আবর্জনা ফেলার জায়গাটুকু অবধি সবাই জানে। তবে আরেকটা মজার বিষয় আছে, যদি কেউ কোনও কিছু লুকোতে চায় সেটা লুকিয়েও রাখা যায়। এক টুকরো ছাদবাগানে ভোঁ ভোঁ করে মৌমাছি উড়ছে। পায়রা এসে ঠুকরে খাচ্ছে কচি চারা। শুকনো মাটি নখ দিয়ে খুঁড়ে ধুলো ওড়াচ্ছে চড়াই। ময়ূরকণ্ঠী রঙা মৌটুসি পাখা কাঁপিয়ে এক জায়গায় স্থির থেকে, কলকে ফুলের ভিতর ঠোঁট ঢুকিয়ে মধু নিচ্ছে। গরুর জাবনা খাওয়ার পাত্রের ভিতর পদ্ম পাতা শুয়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দিনের আলোয় চোখ বোজা দুটি একটি ফুল।

দিয়া উদাস ভঙ্গিতে বলে, ঠিক এই কারণেই আমি ফুলগুলোর এমন নাম রেখেছি। ওইসব বইপত্র পড়ে সিনেমা দেখে দেখে মনে হত শিল্পীরাই শুধু নিজেদের মধ্যে মারপিট করে। এখন দেখছি উলটো। এই গাছপালা, ফুল, ছবি আঁকিয়ে, এখন সব শান্ত। এখন ঝাড়পিট, টোটাল বিনোদন দেবে খোকা মিত্তির। মানে মানুষ খোকা! যে আর কোনওদিন বড় হবে না। সিনেমা আর্টিস্টদের থেকেও ওর টিআরপি এখন হাই!

শ্রমণ এতক্ষণে স্বস্তির হাসি হাসে। এতক্ষণ যেন একটা কুটকুটে অনুভূতি হচ্ছিল। দিয়ার মাথার ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল তার। এবারে দিয়ার কথাগুলো ভারী স্পষ্ট। এখন একটাই কৌতূহল, দিয়াদের কুকুরের নাম আদৌ খোকা মিত্তির কি না।

উত্তরের কবিমুখ

সুমন মল্লিক

জন্ম কোচবিহারের তুফানগঞ্জে। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরে বসবাস। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। পেশায় স্কুল শিক্ষক। লেখালেখি শুরু ২০০৬ সাল থেকে। প্রথম কবিতা প্রকাশ 'বৈতানিক' পত্রিকায়। ২০১৫ সালে প্রথম কবিতার বই 'আর্দ্র নিশাত' প্রকাশিত হয়। বইটি ২০১৮ সালে সাহিত্য আকাদেমি যুব পুরস্কারের জন্য চূড়ান্ত তালিকায় মনোনীত হয়েছিল। প্রকাশিত কবিতার বই বারোটি। এর মধ্যে একটি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'নবস্পন্দন গ্রন্থমালা'য় প্রকাশিত। অনুবাদ কবিতার বই দুটি। এছাড়া একটি করে গদ্য ও গল্পের বইও আছে। দেশ, কৃত্তিবাস, কবিসম্মেলন, ভাষানগর সহ বিভিন্ন পত্রিকা, ওয়েবজিন, উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ বিভিন্ন দৈনিক সংবাদপত্র এবং বহুল প্রচারিত মাধ্যমে নিয়মিত লিখে চলেছেন। লিখছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকাতেও। 'উত্তরের কবিমন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। বর্তমানে 'শিলিগুড়ি জংশন' পত্রিকার সম্পাদক। ২০১৭ সালে 'চুনী কোটাল স্মৃতি সম্মান' এবং ২০১৯ সালে শিলিগুড়ির 'ইচ্ছেবাড়ি' কর্তৃক প্রদত্ত 'অমরকুমার বসু স্মৃতি পুরস্কার' প্রাপক।

ধৈর্য

ধৈর্য রাখতে রাখতে শিখে গেছি দূরে থাকা
মন এখন আর খোঁজে না আচম্বিতের প্রাপ্তি

বন্ধনপিপাসায় শ্যামকিশোরের সাঁতার নেই
ভাগ্যদোষের চরণে দু'বেলা প্রার্থনা করি না
কলমে আঁখিজল ভরে সিক্ত করি কথাদের
দমিয়ে রাখি স্মরণাগ্নি, কমিয়ে রাখি বিষাদ

অথচ রূপসাগরের তীরে গিয়ে বাঁশি বাজাই
সুরে ভরে রাখি প্রশ্নগরল বিপথগামী বেদনা

এই দৈবশূন্যতায় নিজেকে নিখোঁজ মনে হয়
এমন দমবন্ধ করা মুক্তি তো কখনও চাইনি
যা চেয়েছিলাম তার মাঝে মৃত পাখির মতো
স্থির শুয়ে থাকে অনুতাপে গলে যাওয়া ধৈর্য

কবিতা

প্রয়াণ সম্পর্কিত
(সাহিত্যিক অর্ণব সেন স্মরণে)
উত্তম চৌধুরী

সারাদিন বৃষ্টি ছিল কাল।

বিষণ্ণ আকাশ কেঁদেছিল
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ভোর থেকে।

তুমি নেই জেনে এ শহর
বিষাদকাতর। গলিটির
গাছ ভেঙে পড়ে তীব্র শোকে।

কালজানি, নোনাই কী জানে!
কলেজের বকুল, জারুল!
গ্রিলঘেরা বারান্দা কী জানে!
সারি সারি প্রিয় বইগুলো!

দূরত্ব
মাধবী দাস

এমনও তো হয়
তুমি ধুম জ্বরে পড়ে আছো
কেউ বুঝে গেল সব, তাঁর চোখে জল
সেই জলে তুমি ভেসে গেলে
সাত সমুদ্দুর!
এমনও তো হয়
কেউ হেসে কাছে ডেকে নিলো
তুমি নুড়িপাথরের মতো
কুড়িয়ে নিলে রোদ।
আবার কখনও এও হয়
খুব কাছাকাছি জাপটে আছে দু'জনায়
অথচ কেউই কারও নয়!

চেনা মুখ
শর্মিষ্ঠা শেলী চক্রবর্তী

তাকে হাতিরাও চেনে।
কেননা সে অরণ্য নাগরিক।
এখানে নেই কোনো
বিশেষ নিবিড় সংশোধন-
জঙ্গলে সকলেই প্রাসঙ্গিক।

চেনে তাকে কচি সবুজ কোরক-
ঝরাপাতার মহাবোধি স্বরগ্রাম।
ডিলিটের তালিকায় নেই
পদবি ধর্ম জাত নাম।

অরণ্য আদিম বুভুক্ষু ঘ্রাণ
তাকে দিয়েছে বনবাসী ঘন মেঘ,
নীল জলছায়া, অঙ্গীকার।
ডিটেনশন শিবির নয়
যাপনের বৈধ অধিকার।

এখানে হৃদয় আছে
আছে সাবলীল সঞ্চারণ-
শূন্যতার বেগুনি রঙে
সে লিখে যায়
প্রতিবাদের আগুন উচ্চারণ।

সে লিখন জুড়ে ডানা মেলে
হলুদ প্রজাপতি আর রুপোলি রৌদ্রকণা।
কবিতার ডাকঘরে পেয়েছি তাহার ঠিকানা।

কবিতা অনিঃশেষ শেষের কবিতা নয়
আশুতোষ বিশ্বাস

মুখের কাছে ঝুঁকে থাকা একটুকরো
আপেল বিষাদ
বিকেলের সাদা বকের কাছে বসে আছে
সারাদিন

বাসায় ফেরেনি আলোক ব্রহ্মচারী
বিহঙ্গকুল
ধূসর সন্ধ্যায় সোনালি ধানের খেতে
কেবল মেঠো ইঁদুরের দল
ব্যস্ত শীতের ভাঁড়ার
গোছাতে

বাবার বকুনি খেয়ে পাঠে মনহীন ছেলে
পড়ার টেবিলে মাথা গুঁজে
বসে আছে

কবিতা অনিঃশেষ জীবন শেষের কবিতা নয়।

কাগজ ফুল
অরুণাভ দত্ত

পাতায় রঙের আঁচড়,
পাপড়ির ভাঁজে চুপচাপ নীরবতা।
গন্ধ নেই, তবু রঙ মাখা ছবি।
বসন্তহীন বাগান,
বৃষ্টিহীন আকাশের শূন্যতা।

ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা হাহাকার,
ঝরে না, পচে না,
অমরত্বের বোঝা বয়ে বেড়ানো।
শিকড়হীন অস্তিত্ব,
অপূর্ণতার তীব্র সুর।

রঙের আবরণে ঢাকা কল্পনা,
নিঃশব্দ অভিমান।
বেদনার গভীরে লুকিয়ে থাকা
এক চিরন্তন আশা।

শেষ নেই, শূন্যতার ভেতর
জন্ম নেয় পূর্ণতার গান।

অণুগল্প

পথিকৃৎ
নির্মাল্য ঘোষ

কলকাতার এক ব্যস্ত রাস্তায় প্রতিদিন ভিক্ষা করত ছোট্ট ছেলে রাহুল। মানুষ তাকে দেখে পাশ কাটিয়ে যেত। একদিন অফিস ফেরত সুমিত থেমে গেল। সে টাকা না দিয়ে রাহুলকে জিজ্ঞেস করল, 'পড়তে চাও'?
রাহুলের চোখে ঝিলিক ফুটল। সুমিত তাকে কাছের একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিল এবং বইখাতা কিনে দিল। শুরুতে কষ্ট হলেও রাহুল ধীরে ধীরে পড়াশোনায় আগ্রহী হয়ে উঠল।
কয়েক বছর পর, সেই রাহুলই পরীক্ষায় ভালো ফল করে সবার নজর কাড়ল। একসময় সে নিজেই পথশিশুদের পড়াতে শুরু করল।
আজ ২৬ শে জানুয়ারি... মঞ্চ থেকে ঘোষণা হল রাহুল বর্মনের নাম... দেশের সর্ববৃহৎ পথশিশু বিদ্যালয় 'পথিকৃৎ'-এর জন্য সে মনোনীত রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য। চোখে আবেগাশ্রু নিয়ে ধীর পায়ে সে উঠতে শুরু করল মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে। চারদিকে তখন শুধুই করতালি।

সম্প্রীতি
প্রদ্যুৎ রাজগুরু

বিশ বছরের শিক্ষকতায় প্রিয়তোষের অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয়েছে। অগণিত ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে তৈরি হয়েছে আত্মিক টান। শুধু ছাত্রছাত্রী কেন, প্রচুর অভিভাবকও এই বিশ বছরে তার অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছে। প্রিয়তোষ অনেক ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক ও পথনির্দেশক হিসাবে একটা গ্রহণযোগ্য ভূমিকা পালন করে।
কিন্তু সে অর্থে প্রিয়তোষের এখন নিজের আর কেউ অভিভাবক নেই। সে যেন নিজেই নিজের মালিক। বাড়ি থেকে অনেক দূরে তার কর্মস্থান। এখন তার জ্বর হলেও উৎকণ্ঠা দেখাবার মতো কেউ আর নেই! প্রতিদিন সন্ধ্যায় মা-বাবার ফোন আর আসে না! মা-বাবার জন্য তার আর চিন্তাও নেই। সবাই এখন স্বর্গলোকে যাত্রা করেছেন। এত দুঃখ ও মন খারাপের মাঝে একজনের অভিভাবকত্বে গর্বে ভরে ওঠে প্রিয়তোষের মন। ভদ্রলোকের প্রকৃত কী নাম তা প্রিয়তোষের জানা নেই। ক্ষণিকের আলাপ। এক মুসলিম ছাত্রীর বাবা। প্রিয়তোষ তার মোবাইলে এই মুসলিম ভদ্রলোকের নাম এমডি জেন্টলম্যান নামে সেভ করে রেখেছে। এই মুসলিম ভদ্রলোক প্রিয়তোষের জীবনে অভিভাবকত্বের চরম স্বাদ ও তৃপ্তি এনে দিয়েছেন। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় ভদ্রলোক প্রিয়তোষকে ফোন করে তার খোঁজখবর নেন। করোনাকালে যখন চারদিকে মৃত্যুমিছিল তখন এই বৃদ্ধ মুসলিম ভদ্রলোক প্রিয়তোষের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। দুশো কিলোমিটার দূর থেকে মসজিদে নমাজ পড়েন, প্রিয়তোষের যে কোনও বিপদে আল্লার কাছে প্রিয়তোষের মঙ্গলকামনা করতেন। আজ প্রিয়তোষ এমডি জেন্টলম্যান-এর অভিভাবকত্বে আপ্লুত। আজ প্রিয়তোষের, কবি নজরুল ইসলামের সেই লাইনগুলি খুব মনে পড়ে---"মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান/মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।"

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। রম্যরচনা পাঠান ১০০০ শব্দের মধ্যে। ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

যশস্বী জয়সওয়ালের উত্থান যেকোনও হার্ডকোর বলিউড সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি থেকে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে রাত কাটানো ছেলেটা আজ সাদা পোশাকে ভারতীয় দলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

মাত্র ১৩ বছরে রনজিতে অভিষেক, ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ৫৮ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বৈভব বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি কতটা পরিণত। চলতি আইপিএলেও তিনি অবলীলায় মোকাবিলা করছেন সিরাজ, বুমরাহ, হ্যাজেলউডের মতো বোলারদের।

‘যশ’ আর ‘বৈভবেই’ ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ

কুশল হেমব্রম

নামের অর্থেই যেন লুকিয়ে আছে ভাগ্য! সংস্কৃত এবং বাংলা অভিধান খুঁজলে ‘যশস্বী’ শব্দের অর্থ দাঁড়ায়- খ্যাতি, সাফল্য বা কীর্তিমান। অন্যদিকে, ‘বৈভব’ শব্দের অর্থ-ঐশ্বর্য, মহিমা বা প্রতিপত্তি। ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে চোখ রাখলে মনে হবে, আক্ষরিক অর্থেই এই দুই শব্দের যুগলবন্দিতে এক নতুন সোনালি যুগের স্বপ্ন বুনছে গোটা দেশ। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালসের ভান্ডারে থাকা এই দুই রত্ন-যশস্বী জয়সওয়াল এবং বৈভব সূর্যবংশী, এখন শুধু একটি ফ্রাঞ্চাইজির সম্পদ নন, বরং গোটা ভারতীয় ক্রিকেটের আগামী এক দশকের নিখুঁত ব্লু-প্রিন্ট।

যশস্বী জয়সওয়ালের উত্থান যেকোনও হার্ডকোর বলিউড সিনেমার চিত্রনাট্যকেও হার মানায়। উত্তরপ্রদেশের ভাদোহি থেকে এসে মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানের তাঁবুতে ঝড়, জল, বৃষ্টিতে রাত কাটানো সেই ছেলেটি আজ বাইশ গজে বিশ্বের তাবড় বোলারদের কাছে সবচেয়ে বড় ত্রাস। টেস্ট ক্রিকেটে তিনি ইতিমধ্যেই নিজের জাত চিনিয়েছেন। জেমস অ্যান্ডারসনের মতো কিংবদন্তি বোলারকে অবলীলায় গ্যালারিতে ফেলা হোক বা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাক-টু-ব্যাক ডাবল সেঞ্চুরি—সাদা পোশাকে যশস্বী এখন ভারতীয় ব্যাটিং লাইন-আপের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

কিন্তু মুদ্রার অন্য পিঠটাও তো দেখতে হবে! যে ছেলেটা এত বিধ্বংসী, যার ব্যাটে এত বারুদ, সেই যশস্বী টি-টোয়েন্টি দলে নিজের জায়গাটা আজও সিমেন্ট দিয়ে পাকা করতে পারেননি। এর কারণ যশস্বীর প্রতিভা বা যোগ্যতার অভাব নয় বরং ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমান কাঠামোর সেই বিখ্যাত ট্রাফিক জ্যাম। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির টি-টোয়েন্টি অবসরের পর ওপেনিং স্লটটা এখন কার্যত এক যুদ্ধক্ষেত্র। একঝাঁক তরুণ তুর্কি যেভাবে ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেলছেন, তাতে একটা-দুটো ম্যাচ খারাপ গেলেই জায়গা হারাতে হয়।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টিকে থাকার এই ইঁদুরদৌড় প্রমাণ করে দেয় যে ভারতীয় ক্রিকেটের রিজার্ভ বেঞ্চ কতটা ভয়ংকর। আধুনিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট দাবি করে প্রথম বল থেকে পাওয়ার-হিটিং এবং স্ট্রাইক রেটের ধারাবাহিকতা। যশস্বীকে প্রতিনিয়ত নিজের খেলার ধরন নিয়ে কাটাছেঁড়া করতে হচ্ছে, যাতে তাঁর গায়ে কোনোভাবেই ‘টেস্ট স্পেশালিস্ট’-এর তকমা সেঁটে না যায়। যে ছেলেটা আইপিএলের মঞ্চ কাঁপিয়েই জাতীয় দলের দরজায় লাথি মেরে ঢুকেছিলেন, তাঁর টি-টোয়েন্টি জায়গা নিয়ে এই লড়াইটা এক অদ্ভুত আয়রনি। তবে যশস্বী হার মানার পাত্র নন। জীবনের বাউন্সার যিনি সামলেছেন, তাঁর কাছে এই সাময়িক সংগ্রাম নেহাতই একটা স্পিডব্রেকার।

যশস্বী যদি হন ভারতীয় ক্রিকেটের বর্তমানের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা, তবে বৈভব সূর্যবংশী হলেন সেই ধূমকেতু, যাঁর আবির্ভাব গোটা ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। ১৪ বছর বয়সে সাধারণ কিশোররা যখন স্কুলের বোর্ডের পরীক্ষার চাপে হিমশিম খায়, সেই বয়সে বিহারের সমস্তিপুর থেকে উঠে আসা এই কিশোর আইপিএলের নিলামে ইতিহাস গড়ে ফেলেছেন। রাজস্থান রয়্যালস তাঁকে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে দলে টেনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে প্রতিভার কোনও বয়স হয় না।

নামের অর্থকে সার্থক করে, নিজেদের ‘যশ’ এবং ‘বৈভব’ দিয়ে এই দুইজন এখন শুধু রাজস্থান রয়্যালসকে নয়, বরং গোটা ১৪০ কোটি ভারতীয়ের স্বপ্নকে বাইশ গজে সত্যি করার পথে এগিয়ে চলেছেন। ভারতীয় ক্রিকেটের নবজাগরণের যুগে, এই দুজনের দিকেই এখন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে গোটা দেশ।

মাত্র ১৩ বছর বয়সেই রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক, আর ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাত্র ৫৮ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বৈভব বুঝিয়ে দিয়েছেন যে তিনি এই বয়সেই কতটা পরিণত। ক্রিকেট পণ্ডিতদের মতে, বৈভবের ক্ষেত্রে আসল সত্যিটা হল- ‘ইট ইজ নট আ কোয়েশ্চেন অফ ইফ, বাট হোয়েন’। তিনি ভারতের সিনিয়র দলের হয়ে কবে খেলবেন বা আদৌ খেলবেন কি না- এই সন্দেহটা অবান্তর। তাঁর ভারতীয় দলে ঢোকাটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাঁহাতি এই ব্যাটারের টাইমিং, ফুটওয়ার্ক এবং ভয়ডরহীন মানসিকতা দেখে অনেকেই তাঁর মধ্যে ভবিষ্যতের যুবরাজ সিং বা ব্রায়ান লারার মতো কিংবদন্তী খেলোয়াড়দের ঝলক দেখতে পাচ্ছেন।

তবে ১৫ বছর বয়সে স্পনসরশিপের চুক্তি, মিডিয়ার স্পটলাইট, আর কোটি টাকার চাপ- এগুলও সামলানো সহজ কথা নয়। শারীরিক গঠনও এখনও পুরোপুরি পরিণত হয়নি। রাবাডা বা কামিন্সদের মতো বোলারদের ১৪০-১৫০ কিলোমিটার গতির বল সামলাতে তাঁকে আরও কিছুটা সময় দিতে হবে। কিন্তু বৈভব যেভাবে ২২ গজে দাঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার মতো পরাক্রমশালী দলের বোলারদের শাসন করেছেন, তা দেখে মনে হয় তাঁর স্নায়ু যেন ইস্পাত দিয়ে তৈরি।

এই দুই ভিন্ন বয়সের এবং ভিন্ন পরিস্থিতির প্রতিভাকে এক সুতোয় বেঁধেছে রাজস্থান রয়্যালস। আইপিএলের প্রথম মরশুম থেকে একটা কথা খুব স্পষ্ট-রাজস্থান রয়্যালস শুধু তারকাদের পেছনে ছোটে না, তারা অনামী খেলোয়াড়দের তুলে এনে তারকা তৈরি করে। শেন ওয়ার্ন ২০০৮ সালে যে ট্র্যাডিশন শুরু করেছিলেন, সেই ধারা আজ কুমার সাঙ্গাকারা এবং জুবিন বারুচাদের হাত ধরে এক অন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। রাজস্থানের স্কাউটিং টিম ঠিক চিনে নেয় কোথায় আসল হিরে লুকিয়ে আছে। যশস্বীকে তাঁরা অনেক আগেই তুলে নিয়ে ঘষেমেজে এমন এক হিরেতে পরিণত করেছেন, যার আলো আজ সারা বিশ্বে ঠিকরে পড়ছে। এবার তাঁদের জহুরির চোখ গিয়ে পড়েছে বৈভবের ওপর।

বৈভবের পরম সৌভাগ্য হল, কেরিয়ারের একদম শুরুতেই তিনি রাজস্থান রয়্যালসের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজিতে রাহুল দ্রাবিড়ের মতো এক ‘মেন্টর’ বা গুরুর ছায়া পেয়েছিলেন। ভারতীয় ক্রিকেটের যুব স্তর থেকে প্রতিভা তুলে এনে তাঁদের বিশ্বমানের করে তোলার ক্ষেত্রে দ্রাবিড়ের চেয়ে বড় জাদুকর আজ পর্যন্ত কেউ জন্মায়নি। তাই মাত্র ১৪ বছর বয়সে দ্রাবিড়ের ড্রেসিংরুম শেয়ার করার সুযোগ পাওয়াটা বৈভবের কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। চলতি মরশুমে কুমার সাঙ্গাকারার কাছ থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে বৈভবের।

ক্রিকেট একটা আনপ্রেডিক্টেবল বা অনিশ্চয়তার খেলা একথা ঠিক। এখানে আজ যিনি রাজা, কাল তিনি ফকির হতে পারেন। কিন্তু জেদ, প্যাশন আর প্রতিভার সঠিক মেলবন্ধন ঘটলে যে কোনও অসাধ্য সাধন করা যায়, তা যশস্বী প্রমাণ করেছেন এবং বৈভব প্রমাণ করার দৌড়ে নেমে পড়েছেন। রাজস্থানের টিম ম্যানেজমেন্ট যদি বৈভবকে যশস্বীর মতোই যত্ন নিয়ে লালন-পালন করে, তবে আগামী দিনে ভারত এমন এক বাঁহাতি ওপেনিং জুটি পেতে চলেছে, যারা প্রতিপক্ষের বোলিং লাইন-আপকে রীতিমতো গুঁড়িয়ে দেবে।

নামের অর্থকে সার্থক করে, নিজেদের ‘যশ’ এবং ‘বৈভব’ দিয়ে এই দুইজন শুধু রাজস্থান রয়্যালসের নয়, বরং গোটা ১৪০ কোটি ভারতীয়র স্বপ্নকে বাইশ গজে সত্যি করার পথে এগিয়ে চলেছেন। তাই ভারতীয় ক্রিকেটের এই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের যুগে, এই দুই তরুণের দিকেই এখন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে গোটা দেশ। কে বলতে পারে, হয়তো আগামী বিশ্বকাপগুলোতে এই দুই বাঁহাতি ব্যাটারের যুগলবন্দিই বিপক্ষের ঘুম উড়িয়ে ভারতের হাতে তুলে দেবে একের পর এক বিশ্বজয়ীর ট্রফি।

সবমিলিয়ে, ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সত্যিই সুরক্ষিত। একদিকে যশস্বীর ‘যশ’ বা খ্যাতি, যিনি ইতিমধ্যে বিশ্ব ক্রিকেটে নিজের নাম খোদাই করে ফেলেছেন এবং এখন নিজের জায়গা আরও সুসংহত করার লড়াইয়ে রত। অন্যদিকে বৈভবের ‘বৈভব’ বা ঐশ্বর্য, যিনি আগামী দিনের ক্রিকেট বিশ্বকে শাসন করার জন্য প্যাড বাঁধছেন।

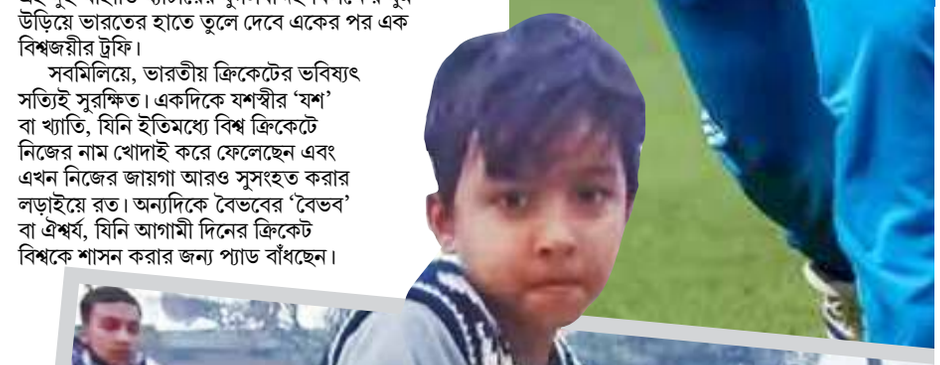

ফাইনালে ওঠার পর আয়ুষ শেট্টি।

এক নম্বরকে হারিয়ে ফাইনালে আয়ুষ

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল : এশিয়া ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়লেন ভারতের দীর্ঘকায় তরুণ শাটলার আয়ুষ শেট্টি। টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে বিশ্বের এক নম্বর এবং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন থাইল্যান্ডের কুনলাভুত ভিতিদসার্নকে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন তিনি। প্রথম গেমে ১০-২১ পয়েন্টে হেরে গিয়েও দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন ২০ বছর বয়সি এই ভারতীয়। পরের দুই গেম তিনি জিতে নেন ২১-১৯ ও ২১-১৭ পয়েন্টে। ১৯৬৫ সালে দীনেশ খান্নার পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠলেন। চোট এবং ধারাবাহিক ব্যর্থতায় হতাশ হয়ে একসময় খেলা ছাড়ার কথা ভাবলেও, দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন ৬ ফুট ৪ ইঞ্চির আয়ুষ। এর আগে বিশ্বের সাত নম্বর ও চার নম্বর তারকাকেও এই টুর্নামেন্টেই হারিয়েছেন তিনি।

তারিকের অ্যাকশনে বিরক্ত মিচেল

লাহোর, ১১ এপ্রিল : পাকিস্তান সুপার লিগে এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী থাকল ক্রিকেট বিশ্ব। কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটর্সের স্পিনার উসমান তারিকের বোলিংয়ের সময় থমকে দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে চরম বিরক্ত হয়ে বল খেলতেই অস্বীকার করলেন নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল। রাওয়ালপিন্ডির রান তাড়া করার সময় এই ঘটনা ঘটে। তারিকের বোলিং অ্যাকশন আইসিসি বৈধ বললেও, মিচেলের এই কাণ্ড নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই ম্যাচে অবশ্য রাওয়ালপিন্ডিকে ৬১ রানে হারিয়ে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছে কোয়েট্টা।

রিজওয়ানের কথায় বিভ্রান্ত বিলিংস

লাহোর, ১১ এপ্রিল : টানা হারের ধাক্কা সামলাতে সতীর্থদের উর্দুতে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন রাওয়ালপিন্ডির অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। কিন্তু তাঁর সেই কথা শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন দলের বিদেশি তারকা স্যাম বিলিংস। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে এই মজার দৃশ্য ধরা পড়েছে। যদিও রিজওয়ানের ভাষণে কোনও কাজ হয়নি। কোয়েট্টার কাছে ৬১ রানে হেরে লিগে টানা পঞ্চম হারের মুখ দেখল রাওয়ালপিন্ডি।

বদল নেই বাংলাদেশে

ঢাকা, ১১ এপ্রিল : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ান ডে সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল বাংলাদেশ। হাবিবুল বাশারের নেতৃত্বাধীন নতুন নির্বাচক কমিটি ১৫ জনের অপরিবর্তিত দলই রেখে দিয়েছে। মেহিদি হাসান মিরাজের নেতৃত্বেই সম্প্রতি ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে হারিয়েছে তারা। নির্বাচকরা সইফ হাসান এবং আফিফ হোসেনকে আরও সুযোগ দিতে চান। আগামী ১৭ এবং ২০ এপ্রিল ঢাকায় এবং ২৩ এপ্রিল চট্টগ্রামে তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলবে দুই দল।

দর্শকসংখ্যায় কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ এপ্রিল : মোহনবাগান-পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে মাত্র ১৭ হাজার টিকিট ছাড়ার অনুমতি পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। আসন্ন নির্বাচনের জন্য এখন মাঠে ঢোকার বিষয়ে কড়াকড়ি করা হচ্ছে বলেই পুলিশের এই সিদ্ধান্ত। পাঁচটির বেশি গেট খোলা রাখা না হবে ম্যাচের দিন। ফলে সমর্থকরা যে সামান্য সমস্যায় পড়বেন তা মেনে নিয়েই এই ম্যাচ আয়োজন করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

গিলদের বিরুদ্ধে ফের মুকুল-শোয়ের হাতছানি

লখনউ, ১১ এপ্রিল : ইডেন গার্ডেন্সে তাঁর অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ের আচ্ছন্নতা এখনও কাটেনি। রেশ বজায় রেখেই আবার মুকুল-শোয়ে মেতে ওঠার সুযোগ। গঙ্গাপাড়ের নন্দনকাননের পর এবার নবাবের শহর। লখনউ সুপার জায়েন্টসের ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে রবিবার নবাবিয়ানার হাতছানি মুকুল চৌধুরীকে ঘিরে। প্রতিপক্ষ গুজরাট টাইটান্স।

চলতি লিগে এখনও পর্যন্ত খোড়ালেও শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন গুজরাট খাতায় কলমে যথেষ্ট শক্তিশালী। বি সাই সুদর্শন, জস বাটলারের সঙ্গে স্বয়ং গিল- টপ অর্ডার প্রতিপক্ষকে পরীক্ষায় ফেলার ক্ষমতা রাখে। পালটা জবাব দিতে অস্ত্র মজুত লখনউয়ের পেস ব্রিগেডে। বিশেষত পাওয়ার প্লে-তে মহম্মদ সামি কার্যত আনপ্লেয়বল। আবেশ খান, প্রিন্স যাদবও তাল ঠুকছেন। সঙ্গে দিগবেশ রাঠির স্পিন।

সুদর্শন-বাটলারদের পক্ষে যে চক্রব্যূহ ভেদ করা সহজ হবে না। লোয়ার অর্ডারে মহম্মদ শাহরুখ খান, রাহুল তেওয়াটিয়াদের রান পাওয়া জরুরি। পরিসংখ্যান বলছে, শেষ তিন সাক্ষাৎকারে তিনবারই গুজরাটকে হারিয়েছে লখনউ। সেদিক থেকে আগামীকাল জবাবি ম্যাচের সঙ্গে লজ্জার রেকর্ডে ব্রেক লাগানোর বাড়তি তাগিদ আশিস নেহেরার প্রশিক্ষণাধীন দলের কাছে। বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে গিল-বাটলারদের।

লখনউ ব্যাটিং বনাম গুজরাটের বোলিং—ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের তুলনায় গিলদের বোলিং লাইনআপ শক্তিশালী। প্রসিধ কৃষ্ণা, কাগিসো রাবাদা, মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে রশিদ খান। জবাবে মিচেল মার্শ, আইডেন মার্করাম, নিকোলাস পুরান, ঋষভ পন্থ এবং নয়া তারকা মুকুলদের নিয়ে গড়া লখনউ ব্যাটিং। উত্তেজক ম্যাচের ভরপুর রসদ।

মহম্মদ শাহরুখ খানের সঙ্গে খুনশুটিতে মুকুল চৌধুরী।

ইডেন শোয়ে মুকুল অবশ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন, চাপ তার কাছে ভালো খেলার অনুপ্রেরণা। প্রতিদিন প্র্যাকটিসে শ'দেড়েক ছক্কা না মেরে নাকি নেট ছাড়েন না! কেন হাড়েহাড়ে টের পেয়েছেন বৈভব অরোরা, ক্যামেরন গ্রিনরা। আগামীকাল একই হাল প্রসিধ, সিরাজদের হবে কিনা, উত্তরের জন্য আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।

ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ। যে দায়িত্বে চলতি লিগে পুরান কিছুটা নিষ্প্রভ। ঋষভও ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগছেন। চাপ বাড়াচ্ছে একানা স্টেডিয়ামে ঘরের টিম লখনউর রেকর্ড। শেষ ৮ ম্যাচের ৬টিতেই হেরেছে এখানে। এবারের লিগেও ঘরের মাঠে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছেও হার দিয়ে শুরু। হায়দরাবাদ এবং নাইটকে হারিয়ে ধাক্কা অবশ্য কাটিয়ে উঠেছেন ঋষভরা। আপাতত পঞ্চম স্থানে রয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল।

গুজরাট অপরদিকে সাত নম্বরে। জোড়া হার দিয়ে শুরুর পর দিল্লিকে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ১ রানে হারিয়ে পয়েন্টের খাতা খুলেছে। লখনউর বিরুদ্ধে জয়ের ধারা বজায় রেখে লিগ টেবিলের নিজেদের অবস্থান শুধরে নেওয়ার সুযোগ। রবিবাসরীয় দ্বৈরথে নবাবের শহরে গুজরাট নাকি ঘরের দল লখনউ, কাদের হিসেব মেলে, সেটাই দেখার।

লিগ জয়ের দৌড়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল

ম্যাচের ৭ মিনিটে গোল করার পর এডমুন্ড লালরিনডিকা। চেন্নাইয়ে শনিবার।

চেন্নাইয়ান এফসি-১ (ইরফান)
ইস্টবেঙ্গল এফসি-৩
(এডমুন্ড, বিপিন, নন্দকুমার)

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : কালঘাম ঝরিয়ে স্বস্তির জয়।

আইএসএল পয়েন্ট টেবিলে ১২ নম্বরে থাকা চেন্নাইয়ান এফসি রীতিমতো নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। শেষবেলায় আশঙ্কার মেঘ সরিয়ে তিন পয়েন্ট ছিনিয়ে আনল লাল-হলুদ ব্রিগেড। চেন্নাইয়ানকে ৩-১ গোলে হারাল অস্কার ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। এই জয়ের সুবাদে লিগ জয়ের লড়াইয়ে ফিরল মশাল বাহিনী।

রক্ষণে আনোয়ার আলি, কেভিন সিবিল্লের সঙ্গী জিকসন সিং। মাঝমাঠে বিদেশি ত্রয়ী। ইউসেফ এজেজ্জারির জায়গা হল বেঞ্চে। সামনে এডমুন্ড লালরিনডিকাকে রেখে চেন্নাইয়ান ম্যাচে দল সাজান ব্রুজোঁ। ৭ মিনিটে প্রথম গোল এল সেই এডমুন্ডের পা থেকেই। সাউল ক্রেসপোর থ্রু বক্সের সামনে পেয়ে যান অরক্ষিত থাকা এডমুন্ড। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঠান্ডা মাথায় বল গোলে ঠেলে দেন তিনি।

শুরুটা দেখে মনে হয়েছিল প্রথম পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই হয়তো ম্যাচ পকেটে পুরে ফেলবে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু হল ঠিক তার উলটোটা। ক্রমশ যেন খেলা থেকে হারিয়ে গেলেন পিভি বিষ্ণু, মিগুয়েল ফিগুয়েরারা। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে ম্যাচে ফেরে চেন্নাইয়ান। ২০ মিনিটে তাদের একটি হেডার পোস্টে প্রতিহত হয়। মিনিট চারেক পর ইরফান ইয়াদওয়াদের শট কর্নারের বিনিময়ে বিপন্মুক্ত করেন প্রভসুখান সিং গিল। ২৮ মিনিটে গোলশোধ করে চেন্নাইয়ান। ডান প্রান্ত থেকে ভেসে আসা বল ফাঁকায় পান ইরফান। প্রভসুখানের মাথার ওপর দিয়ে বল জালে পাঠান তিনি।

ইস্টবেঙ্গল যে সুযোগ পায়নি তা নয়। ৩০ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন বিষ্ণু। চেন্নাইয়ান রক্ষণের ভুলে বক্সে বল পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সামনে ফাঁকা গোল পেয়েও কেন যে সময় নষ্ট করলেন তা বিষ্ণুই জানেই। প্রথমার্ধের শেষদিকে তাঁর আরও একটি প্রয়াস রুখে দেন চেন্নাইয়ানের গোলরক্ষক মহম্মদ নওয়াজ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আনোয়ারকে তুলে চেন্নাইয়ের ঘরের ছেলে নন্দকুমার শেকরকে মাঠে নামান অস্কার। সম্ভবত আক্রমণে তীব্রতা বাড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আনোয়ারের অনুপস্থিতিতে হাটখোলা হয়ে যায় ব্রুজোঁর দলের রক্ষণ। একাধিকবার অবাধে বক্সে ঢুকে পড়লেন আলবার্তো নোগুয়েরা ও ড্যানিয়েল চিমা চুকুরা। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আর ভাগ্য সহায় থাকলে ওই সময়ই দ্বিতীয় গোল পেয়ে যেতে পারত চেন্নাইয়ান।

এক্ষেত্রে জিকসনের কথা আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। কার্যত একক দক্ষতায় ক্লিফোর্ড মিরান্ডার দলের একাধিক আক্রমণ থামিয়ে দেন তিনি। তুলনায় নিষ্প্রভ মনে হল সদ্য চোট সারিয়ে ফেরা কেভিনকে। এদিন ৮০ মিনিটেরও বেশি সময় মাঠে থাকলেও সেই অর্থে দাগ কাটতে পারলেন না মহম্মদ বসিম রশিম। গোলের সুযোগ পেয়ে তা হেলায় হারালেন পরিবর্ত নামা ইউসেফও। ৬৭ মিনিটে বক্সে অরক্ষিত অবস্থায় বল পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হন তিনি। ইউসেফের সোজা শট কর্নারের বিনিময়ে বিপন্মুক্ত করতে খুব পরিশ্রম করতে হয়নি নওয়াজকে। ৭১ মিনিটে আরও একবার প্রায় একইভাবে সুযোগ হাতছাড়া করেন তিনি। ৮৩ মিনিটে অবশেষে বিপিন সিংয়ের গোলে স্বস্তি ফিরল লাল-হলুদের ডাগআউটে। বিষ্ণুর সেন্টার নিখুঁত হেডে গোলে পাঠান বিপিন। সংযুক্তি সময়ে ইস্টবেঙ্গলের তৃতীয় গোল নন্দকুমার শেকরের। মিগুয়েলের পাস থেকে লক্ষ্যভেদ নন্দর।

এই জয়ের পর ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তিন নম্বরে উঠে এসেছে ইস্টবেঙ্গল। রাতে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে বেঙ্গালুরু এফসি-র ১-২ গোলে হার লাল-হলুদের সুবিধা করে দিয়েছে। প্রথম দুইয়ে থাকা মুম্বই সিটি ও জামশেদপুর এফসি অবশ্য একটি করে ম্যাচ বেশি খেলেছে।

ইস্টবেঙ্গল : প্রভসুখান, রাকিপ, সিবিলে, জিকসন, আনোয়ার (নন্দকুমার), বিপিন, ক্রেসপো (মহেশ, সৌভিক), রশিদ (সোজবার্গ), বিষ্ণু, মিগুয়েল, এডমুন্ড (ইউসেফ)।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ১৫ বছর পূর্ণ হল রোহিত শর্মার। সেইজন্য তাঁর হাতে বিশেষ স্মারক তুলে দিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। শনিবার।

ওয়াংখেড়েতে রোকো দ্বৈরথ

দেড় দশকের আবেগে ভাসছেন রোহিত, কুর্নিশ হার্দিকের

মুম্বই, ১১ এপ্রিল : দেখতে দেখতে ১৫ বছর পার।

রোহিত শর্মা-মুম্বই ইন্ডিয়ান্স সম্পর্কের দেড় দশক পূর্তিতে হিটম্যান-আবেগের চোরাস্রোত ফ্র্যাঞ্চাইজি, দলের সতীর্থদের মধ্যে। আবেগতাড়িত রোহিতও। ১০ এপ্রিল, ২০১১, দিল্লি ডেয়ারডেভিলসের বিরুদ্ধে প্রথমবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি গায়ে চড়িয়েছিলেন। বাকিটা ইতিহাস।

কেরিয়ারের যে মাহেন্দ্রক্ষণে ফ্র্যাঞ্চাইজির পোস্ট করা ভিডিওয় রোহিত বলেছেন, 'আমার সফরকে স্মরণীয় করার জন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ পলি (কায়রন পোলার্ড), হার্দিক, সূর্য, শার্দূল, মালি (মালিঙ্গা), কোচ এবং দলের বাকি সবাইকে। তোমাদের সমর্থন, পরিশ্রম না থাকলে আজ আমি এই জায়গায় পৌঁছোতে পারতাম না। ভেরি ভেরি স্পেশাল টিম, ফ্র্যাঞ্চাইজি। দুর্দান্ত সব মানুষ জড়িয়ে আছেন এই দলটার সঙ্গে।'

রোহিতের প্রতি অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া আবেগঘন বার্তায় বলেছেন, 'ব্রো, অভিনন্দন। লম্বা সময় দায়িত্ব সামলানোর জন্য ধন্যবাদ। তোমার নেতৃত্বে অভিষেক হয়েছিল। অভিষেক করে জসপ্রীত বুমরাহ এবং আরও অনেকে। সবার কাছে তুমি অনুপ্রেরণা। ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে তুমি যে প্রভাব রেখেছে তা অবিশ্বাস্য। শুধু অধিনায়ক নয়, ব্যক্তি, বন্ধু হিসেবেও তোমাকে পাশে পেয়েছি।'

রোহিত-আবেগ নিয়েই রবিবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। একদিকে বিরাট কোহলি, অপর দিকে হিটম্যান। রোকোর যে দ্বৈরথ ঘিরে পারদও ঊর্ধ্বমুখী। বৈভব-ম্যানিয়া, মুকুল-ঝড়ের মাঝেও ক্রিকেটমহলের চোখ যেদিকে। নান্দনিক ক্রিকেটের সঙ্গে আগ্রাসনের যুগলবন্দিতে গা ভেজানোর সুযোগ।

আইপিএলে আজ
INDIAN PREMIER LEAGUE

লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম গুজরাট টাইটান্স
সময় : বিকেল ৩.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : মুম্বই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

> **আমার সফরকে স্মরণীয় করার জন্য সবার কাছে কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ পলি (কায়রন পোলার্ড), হার্দিক, সূর্য, শার্দূল, মালি (মালিঙ্গা), কোচ এবং দলের বাকি সবাইকে।**
>
> -রোহিত শর্মা

দুই দলেরই লক্ষ্য জোড়া পয়েন্ট। ১৩ বছর পর জয় দিয়ে এবার অভিযান শুরু করেছিল মুম্বই। যদিও শেষ দুই ম্যাচে ছন্দপতন। লিগ টেবিলের আট নম্বরে রয়েছে হার্দিকরা। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি সেখানে জোড়া জয়ে শুরুর পর তাদের বিজয়রথে ব্রেক লাগিয়েছে রাজস্থান রয়্যালস। কাকতালীয়ভাবে শেষ ম্যাচে মুম্বইও হেরেছে রাজস্থানের কাছে এবং দুই ম্যাচেই বৈভব সূর্যবংশী ফ্যাক্টর।

বুমরাহদের মতো জোশ হ্যাজেলউডের জন্যও বৈভব-ধাক্কা কাটিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ হতে চলেছে ওয়াংখেড়ে। ধারেভারে প্রায় সমগোত্রীয় দুই দল। ফর্মের বিচারে আরসিবি কিছুটা এগিয়েই থাকলেও নতুন ম্যাচ, নতুন শুরুর মেজাজে দুই শিবিরই।

ওয়াংখেড়ে মুম্বইয়ের জন্য বরাবরের দুর্গ। আর যে দুর্গ রক্ষায় রোহিত-রায়ান রিকেলটন জুটির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হবে। যা আটকাতে পাওয়ার প্লে-তে বেঙ্গালুরুর অস্ত্র হ্যাজেলউড-ভুবনেশ্বর কুমার পেস জুটি। হার্দিকদের মূল চিন্তার জায়গা অবশ্য মিডল অর্ডার। তিলক ভার্মা, সূর্যকুমার যাদবদের ব্যর্থতা চাপ বাড়াচ্ছে। যা কাজে লাগাতে চাইবে আরসিবি।

বিরাটের নেতৃত্বে আরসিবি-র ব্যাটিংও চাপে রাখবে মুম্বইকে। ফিল সল্ট-বিরাটের ওপেনিং জুটি মঞ্চ গড়ে দিচ্ছে। তিন নম্বরে নেমে রানের মধ্যে দেবদত্ত পাডিক্কালও। ফিনিশের দায়িত্বে ঝড় তুলছেন অধিনায়ক রজত পাতিদার, টিম ডেভিড। যে ঝড়ে ব্রেক লাগাতে হার্দিকের দুই অস্ত্র বুমরাহ, ট্রেন্ট বোল্ট। স্বস্তি দিচ্ছে মিচেল স্যান্টনারের মাঠে ফেরার খবর।

সবমিলিয়ে উত্তেজক টক্করের সমস্ত মশালা হাজির। হিটম্যান আবেগ থেকে রোকো মৌতাত, মুম্বই-আরসিবি হাইভোল্টেজ টক্কর। রবিবাসরীয় ওয়াংখেড়ের রাত শেষপর্যন্ত কাদের হয়, সেটাই দেখার।

ডার্বি জিতে হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ এপ্রিল : ম্যাচ শেষ হতেই গ্যালারিতে জ্বলে উঠল সবুজ-মেরুন মশাল। সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে মিশে গেলেন ববি সিং ধামি, মহম্মদ রাহিল মৌসিন, আভরন সুদেবরা। ক্যালকাটা প্রিমিয়ার হকি লিগের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার খেতাব জয় মোহনবাগানের।

গ্রুপপর্বের ডার্বিতে ৪-১ গোলে জিতেছিল মোহনবাগান। ফাইনালে জয় এল ৩-১ গোলে। বাগানের হয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন সুদেব, অর্জুন শর্মা ও রাহিল। আরও গোল হতে পারত। কিন্তু লাল-হলুদ গোলরক্ষকের সৌজন্যে ব্যবধান বাড়েনি। ইস্টবেঙ্গলের একমাত্র গোলটি প্রতাপ লাকড়ার। ম্যাচের তৃতীয় কোয়ার্টারে দেখা গেল সৌজন্যের ছবি। ইস্টবেঙ্গলের জামির চোট পান। তৎক্ষণাৎ তাঁর চিকিৎসার জন্য এগিয়ে আসেন মোহনবাগানের সাপোর্ট স্টাফরা।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আবেগে ভাসছিলেন মোহনবাগানের হরজিৎ সিং। এই নিয়ে টানা তিনবার খেতাব জিতলেন তিনি। প্রথমবার ইস্টবেঙ্গলের হয়ে। পরের দুইটি মোহনবাগান জার্সিতে। তবে হরজিৎ বলেছেন, 'এবারের জয়টাকেই আমি এগিয়ে রাখতে চাই।' জয়ের অন্যতম নায়ক রাহিলকে ঘিরে সমর্থকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। এই নিয়ে টানা তিনটি ডার্বিতেই গোল করেছেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর তিনি বলেছেন, 'দলকে জেতাতে পেরে ভালো লাগছে। সামনের বছরও মোহনবাগান জার্সিতে খেলতে চাই।'

বার্সার দাপটে চাপে রিয়াল

মাদ্রিদ, ১১ এপ্রিল : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে হারের ধাক্কা সামলে লা লিগায় চেনা মেজাজে বার্সেলোনা। শনিবার তারা ৪-১ গোলে এস্প্যানিওলকে চূর্ণ করেছে। ফেরান টোরেস জোড়া গোল করেন। তাদের অন্য দুইটি গোল লামিনে ইয়ামাল ও মার্কাস র‍্যাশফোর্ডের। বার্সার এই জয় আরও চাপে ফেলে দিল রিয়াল মাদ্রিদকে। আগের রাতেই তারা ১-১ গোলে জিরোনার সঙ্গে ড্র করে। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর ৫১ মিনিটে ফেডেরিকো ভালভের্দের গোলে এগিয়ে যায় রিয়াল। কিন্তু ৬২ মিনিটে থমাস লেমারের দুর্দান্ত গোলে সমতায় ফেরে জিরোনা। ৩০টি ম্যাচের পর শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে রিয়াল ৯ পয়েন্টে পিছিয়ে।

ডায়মন্ডের জয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ এপ্রিল : জয়ের ধারা বজায় রাখল ডায়মন্ড হারবার এফসি। শনিবার ইন্ডিয়ান ফুটবল লিগে ঘরের মাঠে চানমারি এফসি-কে ৩-১ গোলে হারাল তারা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মার্লন রেঙ্গেলের গোলে এগিয়ে যায় চানমারি। কিন্তু ৭৪ মিনিটে সেই মার্লনের আত্মঘাতী গোলেই ম্যাচ ফেরে ডায়মন্ড হারবার। এরপর ৮১ ও ৮৪ মিনিটে কিবু ভিকুনার দলের হয়ে জোড়া গোল হোলিচরণ নার্জারির। ৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে ডায়মন্ড হারবার।

ইন্টার কাশীর সামনে আজ মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ এপ্রিল : আর কবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব পয়েন্ট পাবে? আইএসএলের প্রায় অর্ধেক ম্যাচ খেলা হয়ে গেল। এখনও পয়েন্টশূন্য সাদা-কালো শিবির। রবিবার মহমেডান আইএসএলে সপ্তম ম্যাচ খেলতে নামছে। প্রতিপক্ষ অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাসের ইন্টার কাশী। এই মুহূর্তে টানা হারের ধাক্কায় বিপর্যস্ত মেহরাজের ছেলেরা। মাথার ওপর রয়েছে অবনমনের ভ্রূকুটি। এহেন পরিস্থিতিতে ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে কি মহমেডান খাতা খুলবে? সেই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে আসছে সাদা-কালো সমর্থকদের মনে।

ক্লাবের পরিস্থিতির মধ্যেও হাল ছাড়তে নারাজ কোচ মেহরাজ। তাঁর কথায়, 'ইন্টার কাশী ম্যাচ আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামব। নিজেদের সেরাটা দিতে চাই।' উলটোদিকে ইন্টার কাশী কোচ হাবাস বলেছেন, 'আগের ম্যাচগুলিতে ছেলেরা অনেক ভুলভ্রান্তি করেছে। মহমেডানের বিরুদ্ধে সেটা করলে চলবে না।' এখন দেখার ইন্টার কাশীর বিরুদ্ধে মহমেডান খাতা খুলতে পারে কিনা।

হারানো জয়ের খোঁজে আজ যুবভারতীতে সবুজ-মেরুন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ এপ্রিল : 'একটা জয় পাই কোথায় বলতে পারেন!'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ধার করে এখন বলতেই পারেন সের্জিও লোবেরা। টানা তিন ম্যাচ জয়হীন। তাও আবার ১৩ ম্যাচের ছোট লিগে! মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের কাছে বিষয়টা এতটাই অকল্পনীয় যে তাঁরাও যেন খানিকটা অভিমানী হয়েই ফুটবল থেকে মুখ ঘুরিয়ে এদিন যুবভারতীর হকি স্টেডিয়ামমুখী। ২০২০ সালে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে যোগ দেওয়ার পর থেকেই মোহনবাগানের আধিপত্য প্রশ্নাতীত। আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, হুয়ান ফেরান্দোদের আমলে যে পরপর হারের মুখ দল দেখেনি তা নয়, কিন্তু লম্বা লিগে সামলে নেওয়ার সময় ছিল। ঠিক এই সুবিধেটাই এবার নেই লোবেরার কাছে। ইতিমধ্যেই ৭ ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে সাত পয়েন্ট নষ্ট হওয়া কোনও কাজের কথা নয়। যে দলটা আগের মরশুমে অপ্রতিরোধ্য, সেই তারাই এবার সাদামাঠা। এই রকম পরিস্থিতি বদলে দেয় বহু কোচের মিডাস টাচ। কিন্তু পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে লোবেরা কি যুবভারতীতে পারবেন দলকে জয়ের রাস্তায় ফেরাতে? দেখা গেল, দলের সঙ্গে যুক্তরাই অনেকে এই বিষয়ে সন্দিহান। কারণ প্রথম ম্যাচ ছাড়া কোনও হার নেই পাঞ্জাব এফসি-র। দলের নাইজিরীয় স্ট্রাইকার এফিয়ং সুঙ্গসির পাঁচ ম্যাচে ৫ গোল। শেষ ৩০ সেকেন্ডে গোল খাওয়া ডিফেন্সকে এহেন স্ট্রাইকার চাপে রাখবেনই। পানাগোইটিস ডিলিমপেরিস তার

পরেও বলছেন, 'আমাদের আসল শক্তি হল ডিফেন্স।'

মোহনবাগানের হেড কোচ অবশ্য বলছেন, 'আমার দল

অনুশীলনে মেহতাব সিং ও রবসন রোবিনহো। শনিবার। ছবি : ডি মণ্ডল

আইএসএলে আজ

ইন্টার কাশী বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : কিশোরভারতী ক্রীড়াঙ্গন

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম পাঞ্জাব এফসি
সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন

সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

মানসিকভাবে চাঙ্গা। ঘরের মাঠে সমর্থকদের সামনে তিন পয়েন্ট পাওয়ার ভালো সুযোগ। ছোট মরশুমে সব ম্যাচই কঠিন হয়। ভুলত্রুটি কমাতে হবে। এখন সব ম্যাচই খুব গুরুত্বপূর্ণ।' চোটের জন্য পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে নেই আপুইয়া। পাঞ্জাবের নেই নিখিল প্রভু। মাঝমাঠে আপুইয়ার না থাকা চিন্তায় রাখছে লোবেরাকে। সাত ম্যাচে মোট ৫৬ মিনিট খেলার সুযোগ পেয়েছেন সাহাল আবদুল সামাদ। যা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ঢোঁক গেলেন লোবেরা, 'দেখুন কোচের কাজটা কিন্তু সহজ নয়। প্রত্যেকেই দুর্দান্ত ফুটবলার। কিন্তু খেলবে কার জায়গায়, এটা অনেক সময়েই অনেকের ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। আমাকে ফর্মেশন এক রেখেই দলকে খেলাতে হয়।' আক্রমণে বিদেশি বাড়াতে গিয়ে আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে মেহতাব সিংকে নামালে সাহালের ফের বেঞ্চেই ঠাঁই হবে। সেক্ষেত্রে দীপক টাংরি খেলবেন অনিরুদ্ধ থাপার সঙ্গে। আর দুই বিদেশি ডিফেন্ডারে গেলে সাহাল শুরু করতে পারেন। গোলের জন্য জেমি ম্যাকলারেনই ভরসা। দিমিত্রিস পেত্রাতোসের ফর্মে বিরক্ত কোচ একবার মুখ ফসকে বলেই ফেললেন, 'ও বেঙ্গালুরু ম্যাচে শেষমুহূর্তে গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে আমরাই জিতি।' জামশেদপুরেও একই অবস্থা। এখন জেসন কামিন্সকে তার জায়গায় ফেরাবেন কি না সেটা লোবেরাই বলতে পারবেন। যে দলে শুধুমাত্র দুই ডিফেন্ডার মিলে গত মরশুমে ১১টা গোল সেট পিস থেকে করেছিলেন, সেখানে এবার গোটা দলের মাত্র একটা গোল! পাঞ্জাব ম্যাচ থেকে পুরো পয়েন্ট না এলে কিন্তু এবার লোবেরাকেই ব্যর্থতার যাবতীয় দায়ভার নিতে হবে।

বোলার নয়, বল দেখি : বৈভব

অরেঞ্জ ক্যাপ মাথায় বৈভব সূর্যবংশী।

বর্ষাপাড়া, ১১ এপ্রিল : 'অন্য গ্রহের প্লেয়ার ও। যেখানে বাউন্ডারি ২০০ মিটার লম্বা। ১০০ মিটারের কম বাউন্ডারি ওর কাছে তাই কিসসু নয়। জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমার, জসপ্রীত বুমরাহদের পর্যন্ত রেয়াত করল না!' বক্তা রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

শুধু অশ্বীন কেন, বৈভব-ম্যানিয়ায় আচ্ছন্ন গোটা ক্রিকেট মহল। কারও মতে, বৈভব যুগের আগমন হয়ে গিয়েছে। পনেরোর তরুণ তুর্কিকে আর আটকানো অসম্ভব। আগের ম্যাচে জসপ্রীত বুমরাহদের অনায়াসে গ্যালারিতে ফেলেছেন। শুক্রবার সেই তালিকায় সংযোজন

অন্য গ্রহের বলছেন অশ্বীন

হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বরের মতো বোলার!

ছোট পড়ে যায় বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের বাউন্ডারি। সাত ছক্কা ও আট বাউন্ডারিতে কার্যত ধ্বংস করেন আরসিবি-র তারকাখচিত বোলিংকে। বৈভবের কথায়, তিনি বোলার দেখে নয়, বল দেখে খেলেন। আর লক্ষ্য পরিষ্কার, প্রথম বল থেকেই চালাও।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে বৈভব বলেছেন, 'প্র্যাকটিসে যা করি, সেটাই ম্যাচে তুলে ধরার চেষ্টা থাকে। এটাই আমার সহজাত ক্রিকেট। জানি বুমরাহ, হ্যাজেলউডরা কত বড় মাপের বোলার। কিন্তু খেলার সময় বোলার নয়, বল দেখে খেলি।'

অল্প বয়সেই খ্যাতির চুড়োয়। প্রচারের আলোয়। যদিও পা মাটিতে রাখতে চান। বৈভবের কথায়, 'বাবা-মা বরাবর একটা কথা বলেন, এখনও লম্বা রাস্তা বাকি। দলের সিনিয়ার সতীর্থ,

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচে পাওয়া ম্যাচের সেরার ট্রফি, অরেঞ্জ ক্যাপ ও বিরাট কোহলির বিশেষ বার্তা দেওয়া টুপি- শুক্রবার রাতে বৈভব সূর্যবংশীর প্রাপ্তি।

সাপোর্ট স্টাফরাও সবসময় সতর্ক করেন, আমার ফোকাস যেন নিজের খেলার ওপর থাকে।'

হার মানলেও বৈভবের প্রতিভার প্রশংসায় পঞ্চমুখ পরাজিত আরসিবি শিবিরও। গতকালের ২৬ বলে ৭৮ রানের সুবাদে সতীর্থ যশস্বী জয়সওয়ালকে টপকে লিগে টপস্কোরার বৈভবই। যার সুবাদে মাথায় অরেঞ্জ টুপি। যে টুপিতেই বিরাটের বার্তা তরুণ প্রতিপক্ষের জন্য। লিখে দেন 'ডিয়ার বৈভব। ওয়েল ডান'।

প্রথমে ব্যাটিং করে ২০১ রান করে আরসিবি। বিরাট ৩২ ও রজত পাতিদার ৬৩ রান করেন। হ্যাজেলউডের প্রত্যাবর্তনে শক্তিশালী বোলিং লাইনআপ নিয়ে আশাবাদী ছিল আরসিবি। কিন্তু বৈভবকে আটকাতে না পারার খেসারতে ম্যাচ হাতছাড়া। হারের হতাশা ভুলে যদিও আরসিবি অধিনায়ক রজত জড়িয়ে ধরেন বৈভবকে। ঘাড় ধরে মজাও করেন। আসলে হারজিত ছাপিয়ে বৈভব-ম্যানিয়া।

প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়া ৭৮ রানের ইনিংসের পরও যদিও পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি বৈভব। আউটের পর হতাশা উগরে দেন ফেরার সময়। যা নিয়ে পরে বলেন, 'যদি উইকেটে থাকতাম, আরও কিছু রান করতে পারতাম। আরও আগে ম্যাচ শেষ করতে পারতাম। খারাপ শটে ওইভাবে উইকেট দেওয়ায় খারাপ লাগছিল।'

প্রশংসার পাশাপাশি জাতীয় দলে নেওয়ার দাবিও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তারাও সহমত যে দাবির সঙ্গে! আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল আরসিবি ম্যাচের পর বলেছেন, 'চলতি লিগে দুর্দান্ত ব্যাটিং করছে বৈভব সূর্যবংশী। ধারাবাহিক যে সাফল্যের সুবাদে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে ভারতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতেই পারে ওকে। ক্রিকেটীয় যোগ্যতার নিরিখেই তা পাওয়া উচিত। এত অল্পবয়সি কাউকে দলে নেওয়ার সুযোগ সবসময় আসে না।'

এদিকে, স্বপ্নের দৌড়ের মাঝে নয়া বিতর্কের আশঙ্কা বৈভবকে নিয়ে। ডাগআউটে বসে মোবাইলে চোখ রাখছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ চলাকালীন ড্রেসিংরুম বা ডাগআউটে মোবাইল ব্যবহার করা যায় না। মূলত ম্যাচ গড়াপেটা রুখতেই এই কড়া পদক্ষেপ বোর্ডের। কিন্তু দেখা যায় একজন সাপোর্ট স্টাফ মোবাইল দেখছেন। পাশে বসা বৈভবের চোখও সেই মোবাইলে।

শতরানে রাজকীয় কামব্যাক সঞ্জুর

উনিশ নম্বর আইপিএলের প্রথম শতরানের পর সঞ্জু স্যামসন।

চেন্নাই সুপার কিংস- ২১২/২
দিল্লি ক্যাপিটালস- ১৮৯

চেন্নাই, ১১ এপ্রিল : কথা বলল ব্যাট। ভুবন ভোলানো হাসি ফিরল সঞ্জু স্যামসনের মুখে।

চলতি আইপিএলে প্রথম ৩ ম্যাচে চেন্নাই সুপার কিংসের হারে আঙুল উঠছিল রাজস্থান রয়্যালস থেকে আসা সঞ্জুর দিকে। সমর্থকদের অভিযোগ ছিল চেট্টার শরীরীভাষা নিয়েও। শনিবার শতরান করে সব সমালোচনার জবাব দিলেন সঞ্জু (৫৬ বলে অপরাজিত ১১৫)। যার সৌজন্যে চলতি আইপিএলে প্রথম জয়ও পেয়ে গেল সিএসকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ২৩ রানে তাদের জয়ের থেকেও কলকাতা নবি দারকে। পাওয়ার প্লে-তে ২ ওভার হাত ঘুরিয়ে ১৭ রান দিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের পেসার। যদিও এরপর অক্ষর কেন আকিবকে বল দিলেন না, তিনিই বলতে পারবেন।

যদিও শনিবারের চিপক ছিল সঞ্জুর। টি২০ বিশ্বকাপের সেই পরিচিত নিয়ন্ত্রিত ঝোড়ো ব্যাটিং দেখালেন তিনি। ১১টি বাউন্ডারি হাঁকানোর পর প্রথম ছক্কা আসে সঞ্জুর ব্যাটে। অর্ধশতরানে পা রাখেন মাত্র ২৬ বলে। শতরান করলেন ৫২ বলে। সঞ্জু অবশ্য বারতিনেক ভাগ্যের সহায়তাও পেয়েছেন। তাঁর ৫২ রানের মাথায় সবচেয়ে সহজ ক্যাচটি মিস করেন পাথুম নিসাঙ্কা।

ওপেন করতে নেমে এদিনও রান

ছন্দে ফেরা স্যামসন চিন্তায় রাখবেন নাইটদের

পাননি চেন্নাই অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৫)। আয়ুষ মাত্রে (৩৬ বলে ৫৯) তিন নম্বরে নেমে অর্ধশতরান করে যান। যদিও ডেথে শিবম দুবের পাওয়ার হিটিং কাজে লাগাতে ১৭.৩ ওভারে আয়ুষকে রিটায়ার্ড আউট করে সিএসকে। ১০ বলে অপরাজিত ২০ রানে দলের আস্থার দাম দিয়েছেন দুবে। চেন্নাই থামে ২১২/২ স্কোরে।

রানতাড়ায় নেমে দিল্লির শুরুটা বিস্ফোরক মেজাজে করেছিলেন নিসাঙ্কা (২৪ বলে অপরাজিত ৪১)। লোকেশ রাহুলকে (১৮) নিয়ে তিনি ৫ ওভারে ওপেনিং জুটিতে তুলে দিয়েছিলেন ৬১ রান। কিন্তু খলিল আহমেদ জুটি ভাঙার পরই পতন শুরু হয় দিল্লির। বিপর্যয় আটকাতে পারেননি এবারের আইপিএলে নাইট রাইডার্সকে চিন্তায় রাখবে সঞ্জুর ছন্দে ফেরা। ১৪ এপ্রিল চিপকেই নাইটদের ম্যাচ রয়েছে চেন্নাইয়ের সঙ্গে। সেদিন সঞ্জু বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছেন অফফর্মে থাকা গোটা কেকেআর বোলিংয়ের জন্য।

জয়ের সঙ্গে শতরানের স্বস্তি নিয়ে স্যামসনও বলে দিয়েছেন, 'এই ইনিংসটার গুরুত্ব আমার কাছে অনেক। দল যে আমার ওপর ভরসা রেখেছিল তার দাম আমাকে দিতেই হতো। নতুন একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে শুরু করা সহজ নয়।'

টসে জিতে রান তাড়া করাটা এখন প্রায় নিয়ম হয়ে গিয়েছে টি২০ ক্রিকেটে। এদিন চিপকেও একই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল (৩৯/১)। তিনি দলে সুযোগ দিয়েছিলেন রনজি ট্রফিতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি আকিব

দিল্লির প্রথম দুই ম্যাচের নায়ক সমীর রিজভিও (৬)। জেমি ওভার্টন (১৮/৪) ও অংশুল কম্বোজদের (৩৫/৩) সামনে নিয়মিত উইকেট হারালেও ১৯তম ওভার পর্যন্ত দিল্লিকে লড়াইয়ে রেখেছিলেন ট্রিস্টান স্টাবস। কিন্তু ৬০ রানে তাঁকে ওভার্টন তুলে নিতেই ক্ষীণ আশাটিও শেষ হয়ে যায়। ইনিংসের শেষ বলে দিল্লি অল আউট হয় ১৮৯ রানে।

রাজস্থানকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত শেহবাগ

বর্ষাপাড়া, ১১ এপ্রিল : রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে রাজস্থান রয়্যালসের দুরন্ত জয়ের পর বৈভব সূর্যবংশী এবং ধ্রুব জুরেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বীরেন্দ্র শেহবাগ। শুক্রবার গুয়াহাটিতে প্রথমে ব্যাট করে ২০১ রান তোলে বেঙ্গালুরু। জবাবে বৈভবের ২৬ বলে ৭৮ এবং জুরেলের অপরাজিত ৮১ রানের সুবাদে অনায়াসেই ম্যাচ জিতে নেয় রাজস্থান। মাত্র ৩৭ বলে ১০৮ রানের জুটি গড়েন এই দুইজন। এই বিধ্বংসী ইনিংস দেখে মুগ্ধ প্রাক্তন তারকা শেহবাগ জানান, রাজস্থান যেভাবে খেলছে, তাতে ওদের সামনে ২২০ রানও যথেষ্ট হত না। তাঁর আরও মন্তব্য, মরশুমের শুরুতে কোনও ক্রিকেট পণ্ডিতই রাজস্থানকে প্রথম চারে রাখেননি। কিন্তু টানা চার জয়ে তারা এখন লিগ টেবিলের শীর্ষে।

আইপিএল নিয়ে বিস্ফোরক রিলি

লাহোর, ১১ এপ্রিল : আইপিএল নাকি ক্রিকেটের চেয়ে সিনেমার মতোই বেশি! এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ব্যাটার রিলি রোসৌ। বর্তমানে পিএসএলে কোয়েট্টা গ্ল্যাডিয়েটর্সের হয়ে খেলা রিলি জানান, পিএসএল অনেক বেশি কমপ্যাক্ট এবং প্রতিযোগিতামূলক। তাঁর মতে, আইপিএলে বলিউডের প্রভাব এতটাই বেশি যে, সেখানে আসল ক্রিকেটের চেয়ে বিনোদনই বেশি প্রাধান্য পায়। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ক্রিকেট মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

অভিষেক ঝড় থামিয়ে জয়ী শ্রেয়স-প্রিয়াংশরা

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-২১৯/৬
পাঞ্জাব কিংস-২২৩/৪
(১৮.৫ ওভারে)

নিউ চণ্ডীগড়, ১১ এপ্রিল : দীর্ঘদিন পর চেনা মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন।

প্রথম ব্যাটার হিসেবে ২০-র কম বলে আইপিএলে পাঁচটি হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ডও গড়লেন। ওপেনিং পার্টনার ট্রাভিস হেডকে নিয়ে ৮ ওভারে তুললেন ১২০ রান! নামের পাশে ১৫ বলে হাফ সেঞ্চুরি। তারপরও হেরে ফিরতে হল অভিষেক শর্মাকে। জিততে ব্যর্থ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ!

ট্রাভিষেক জুটির বিস্ফোরক শুরুতে হায়দরাবাদের পক্ষে একপেশে ম্যাচের স্ক্রিপ্ট তৈরি হচ্ছিল। অর্শদীপ সিং, জেভিয়ার বার্টলেট, মার্কো জানসেনদের ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ব্যবহার করেও শ্রেয়স আইয়ার ব্রেক লাগাতে পারছিলেন না অভিষেক-সুনামিতে। তখন শশাঙ্ক সিং নিজেই শ্রেয়সের থেকে বল চেয়ে নেন। হতাশও করেননি শশাঙ্ক। বলের গতির হেরফেরে ম্যাচের গতিই বদলে দেন।

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পথে শ্রেয়স আইয়ার।

প্রথম ওভারে ৬ রান দেন শশাঙ্ক (২০/২)। নিজের দ্বিতীয় ও ইনিংসের নবম ওভারে ৩ রান দিয়ে অভিষেক (৫টি চার ও ৮টি ছক্কার সাহায্যে ২৮ বলে ৭৪) ও হেড (২৩ বলে ৩৮), দুইজনকেই বোকা বানালেন স্লোয়ারে। ১২০/০ থেকে ১২২/২। যেখান থেকে ২১৯/৬ স্কোরে আটকে যায় হায়দরাবাদ। অথচ একসময় স্কোরটা ২৭০-২৮০ হবে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু ঈশান কিষান (২৭), হেনরিখ ক্লাসেনরা (৩৯) ইনিংসের গতি বজায় রাখতে পারেননি। শশাঙ্কের জোড়া ধাক্কায় পেয়ে যাওয়া ছন্দ বজায় রান তাড়াতেও। ৪ উইকেট খুইয়েই জয়লক্ষ্যে পৌঁছে যায় পাঞ্জাব কিংস। তখনও ম্যাচের ৭ বল বাকি। জয়ের ভিত গড়েন ওপেনারদ্বয় প্রিয়াংশ আর্য (২০ বলে ৫৭) ও প্রভসিমরান সিং (২৫ বলে ৫১)। পাওয়ার প্লে-তে ৯৩ রান যোগ করে পরবর্তী ব্যাটারদের কাজ সহজ করে দেন। ১৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি করেন প্রিয়াংশ। প্রভসিমরানের পঞ্চাশ ২৪ বলে। বাঁহাতি স্পিনার শিবাঙ্গ কুমার মাঝে প্রিয়াংশ, প্রভসিমরানের সঙ্গে কুপার কনোলিকে (১১) পরপর ফিরিয়ে হায়দরাবাদকে ম্যাচে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাকিরা বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে পারেনি। শেষপর্যন্ত শ্রেয়স-প্রাচীরে আটকে যান তাঁরা। অধিনায়কোচিত ৩৩ বলে অপরাজিত ৬৯ রানের ইনিংসে দলের বৈতরণি পার করে দেন শ্রেয়স। ৫টি করে চার ও ছক্কায় জল ঢালেন হায়দরাবাদের আশায়।

> **আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম অন্তত ২৫০ করা উচিত ছিল। তারপরও ২২০ ভালো স্কোর। হাতে ৬-৭ জন বোলার। কিন্তু পরিকল্পনামাফিক বোলিং করতে পারিনি আমরা।**
> **-ঈশান কিষান**

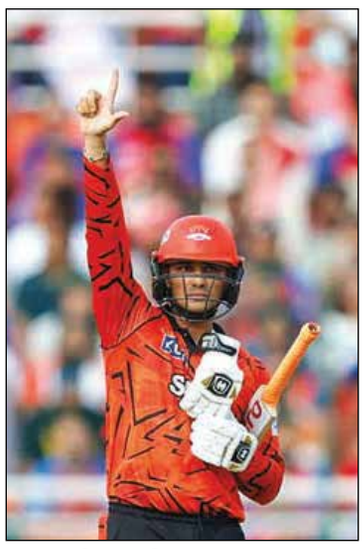
পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পর সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অভিষেক শর্মা।

শশাঙ্ক ১৪ রানে অপরাজিত থাকেন শ্রেয়সের সঙ্গে। ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে শ্রেয়স কৃতিত্বটা অবশ্য দিলেন প্রিয়াংশ-প্রভসিমরানকে। বলেছেন, '২২০ রান তাড়া করতে যে শুরুটা দরকার, ঠিক সেটাই করেছে ওরা। আর শুরুতে পেয়ে যাওয়া ছন্দটা আমরা বজায় রেখে ম্যাচ বের করে নিয়েছি।'

চতুর্থ তিন নম্বর জয় এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগির সুবাদে ৭ পয়েন্টে পৌঁছে গেল পাঞ্জাব কিংস। হায়দরাবাদ সেখানে চার ম্যাচে মাত্র এক জয়েই আটকে। হতাশা নিয়ে অধিনায়ক ঈশান কিষান বলেন, 'আমরা যেভাবে শুরু করেছিলাম অন্তত ২৫০ করা উচিত ছিল। তারপরও ২২০ ভালো স্কোর। হাতে ৬-৭ জন বোলার। কিন্তু পরিকল্পনামাফিক বোলিং করতে পারিনি আমরা।'

প্রথম ডিভিশনে ফাইনাল আজ

বালুরঘাট, ১১ এপ্রিল : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অমলেশ চন্দ্র চন্দ ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটের ফাইনাল খেলা আয়োজিত হবে রবিবার। বালুরঘাট স্টেডিয়ামে ফাইনালে নামবে কচিকলা অ্যাকাডেমি ও করদহ বিচিত্রা ক্লাব।

স্মরণে

গৌরাঙ্গ গোপাল দত্ত
আমাদের মাঝে আজও তুমি উজ্জ্বল হয়ে বিরাজমান। তোমার চলে যাবার আজকের দিনটাতে তোমার প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সবার তরফ থেকে আন্তরিক শ্রদ্ধা সহ শান্তি কামনা করি।
প্রতিষ্ঠান M/S গৌরাঙ্গ গোপাল দত্ত, দত্ত পরিবার ও প্রিয়জনেরা।

ধাক্কা খেল আর্সেনাল, জয়ে ফিরল লিভারপুল

লন্ডন, ১১ এপ্রিল : বোর্নমাউথের কাছে ২-১ গোলে হার। প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পথে ধাক্কা খেল আর্সেনাল। দুই নম্বরে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে ব্যবধান আরও কমল। শনিবার ১৭ মিনিটে এলি জুনিয়ার ক্রোপির গোলে এগিয়ে যায় বোর্নমাউথ। ৩৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান ভিক্টর গোয়েকেরেস। ৭৪ মিনিটে অ্যালেক্স স্কট জয়সূচক গোলটি এনে দেন বোর্নমাউথকে। এই হারের পর আর্সেনাল ৩২ ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রইল ঠিকই, তবে চাপ বাড়ল। দুই ম্যাচ কম খেলে সিটির ঝুলিতে ৬১ পয়েন্ট। রবিবার চেলসির বিরুদ্ধে ম্যান সিটি জিতলে ব্যবধানটা আরও কমবে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ম্যাচে লিভারপুল ০-২ গোলে হেরেছিল প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে। শনিবার প্রিমিয়ার লিগে তারা ২-০ গোলে ফুলহ্যামকে হারিয়ে জয়ে ফিরল। ৩৬ মিনিটে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন রিও এনগুমোহা। ৪০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান পিএসজি ম্যাচে সুযোগ না পাওয়া মহম্মদ সালাহ।

ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে গোল করে লিভারপুলের মহম্মদ সালাহ।

জিতল বাঘা যতীন ও অগ্রগামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ এপ্রিল : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আয়োজনে সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৩ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে শনিবার বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব ৯ উইকেটে চূর্ণ করেছে দিল্লি পাবলিক স্কুলের (ডিপিএস) ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। ঘরের মাঠে টসে জিতে ডিপিএস ৩১ ওভারে ১২৬ রানে অল আউট হয়। দিব্যাংশ সিংয়ের অবদান ৬৬। ঋদ্ধিমান শিকদার ১৩ রানে ৪ উইকেট নেয়। জবাবে বাঘা যতীন ২০.২ ওভারে ১ উইকেটে ১২৭ রান তুলে নেয়। অর্ণব পাল ৩৯ ও ম্যাচের সেরা ঋদ্ধিমান ৩৬ রান করে।

বসুন্ধরা মাঠে অগ্রগামী সংঘ ৩০ রানে হারিয়েছে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নকে। টসে হেরে অগ্রগামী ১৫ ওভারে ৬ উইকেটে ৮৩ রান তোলে। জোজো মিত্রর সংগ্রহ ২৪ রান। দেব সোনার ১২ ও সোহনবীর সরকার ২০ রানে নিয়েছে ২ উইকেট। জবাবে

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে ঋদ্ধিমান শিকদার (বাঁয়ে) ও তন্ময় পাল।

স্পোর্টিং ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ৫৩ রানে আটকে যায়। অভ্রনী দাস ১৫ রান করে। ম্যাচের সেরা তন্ময় পাল ১৪ এবং তীর্থ গোয়েল ১২ রানে ২ উইকেট পেয়েছে। রবিবার বসুন্ধরা মাঠে খেলবে অগ্রগামী সংঘ ও সবুজের অভিযান ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ডিপিএস মাঠে নামবে জাগরণী সংঘ ও সুকান্তনগর সুকান্ত কোচিং ক্যাম্প।